উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৭,১৮৫.৪৩ (+১৩০.৪৯)

নিফটি : ২৪,০৭৮.৫০ (+২৬.৪৫)

টুচেল-বেলিংহাম ভুল বোঝাবুঝির অবসান ১১

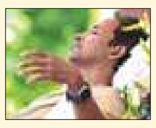

ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে হাইকোর্টে মামলা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৭°	২৬°

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন অভিষেক ৭

৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 16 July 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 59

হারের ময়নাতদন্ত

রড্রির মাস্টারক্লাসে

এমবাপেদের দম্ভচূর্ণ

ডালাস, ১৫ জুলাই : ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের প্রেসবক্স থেকে চারপাশটা দেখতে দেখতে একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল- এভাবেও একটা দম্ভের অবসান হয়! মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে ফরাসি দলকে বিশ্বকাপের সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হচ্ছিল, তারা স্পেনের সামনে এমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করবে, সেটা বোধহয় খোদ স্প্যানিশ সমর্থকরাও ভাবেননি। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনেই স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের পজেশনভিত্তিক ফুটবল ফরাসিদের ওপর চাপিয়ে দেবেন। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটল। অন্যদিকে, ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ যেন মাঠে নামার আগেই মানসিকভাবে হেরে বসেছিলেন। তিনি স্পেনকেই ফেভারিট তকমা দিয়ে চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের খেলায় তাঁর দলের সেই আত্মবিশ্বাসের অভাবটাই প্রকট হয়ে উঠল। এটা শুধু একটা হার নয়, ফরাসি ফুটবলের কৌশলগত দেউলিয়াপনার চূড়ান্ত নিদর্শন।

ম্যাচ শেষে তরুণ ফরাসি মিডফিল্ডার রায়ান চেরকির গলাতেও সেই হতাশা ঝরে পড়ল। তাঁর আক্ষেপ, ‘আমরা রেফারি বা স্পেনের কাছে হারিনি, আমরা নিজেদের কাছে হেরেছি। হয়তো সব কিছু খুব সহজে পাচ্ছিলাম বলে নিজেদের একটু বেশিই ধরাছোঁয়ার বাইরে ভেবে নিয়েছিলাম।’ এই একটা বাক্যই যেন ফরাসি বিপর্যয়ের আসল ময়নাতদন্ত।

কৌশলগত দিক থেকে দেশঁর দল কতটা দিশেহারা ছিল, তার প্রমাণ খোদ অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপের স্বীকারোক্তি। এমবাপে স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্পেনের মতো পজেশনভিত্তিক দলের বিরুদ্ধে তাঁদের ম্যান-টু-ম্যান প্রেসিং করা উচিত ছিল। তার বদলে তাঁরা মাঝমাঠে তিনজনের বিরুদ্ধে দুজন মিলে প্রেস করতে গিয়ে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে এনেছেন।

পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে কিলিয়ান এমবাপে বা লামিনে ইয়ামালদের নিয়ে মাতামাতি হলেও, ডালাসের মাঝমাঠে আসল নায়ক ছিলেন রড্রি। দীর্ঘকায় এই হোল্ডিং মিডফিল্ডার যেন মাঠে স্প্যানিশ অর্কেস্ট্রার মায়েস্ত্রো। তাঁর নিখুঁত পজিশনিং আর প্লে মেকিংয়ে

এরপর আটের পাতায়

জল্পনা উসকে দিলেন জগদীশ

পদ্মে পা বাড়িয়ে ২০ সাংসদ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে যে ভাঙন ধরেছিল, তা এবার চূড়ান্ত রূপ নিতে চলেছে। জোড়াফুল ছেড়ে এনডিএ-র শরিদল এনসিপিআই-তে আশ্রয় নেওয়া ২০ জন সাংসদ এবার সরাসরি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন। আর এই হাইভোল্টেজ জল্পনা খোদ উসকে দিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বুধবার রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার কোচবিহারে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি।

জগদীশের কথায়, ‘আগামী ১৯ জুলাই দিল্লিতে এনসিপিআইয়ের বৈঠক হবে। এরপর ২২ জুলাই সাংসদরা নিজেরা বৈঠকে বসে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন।’

ইতিমধ্যেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়ে প্রকাশ চিকবড়াইক সহ তিনজন রাজ্যসভার টিকিট পকেটে পুরেছেন। এই পরিস্থিতিতে দলত্যাগী ২০ জন সাংসদের পদ্ম-যোগের সম্ভাবনায় রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অথচ এই জগদীশই একসময় বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে খবরের শিরোনামে থাকতেন। এদিন অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে গেরুয়া শিবিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তিনি। রাজ্যে নতুন সরকারের ‘পারফরমেন্স’ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জগদীশ বলেন, ‘আগের চেয়ে রাজ্যে এখন অনেক ভালো কাজ হচ্ছে।’

- দলত্যাগী ২০ তৃণমূল সাংসদের পদ্ম শিবিরে যোগদানের জল্পনা উসকে দিলেন খোদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া
- আগামী ২২ জুলাই দিল্লিতে বসছে চূড়ান্ত বৈঠক, ১৯ জুলাই এনসিপিআইয়ের বৈঠকের পরেই মিলবে সবুজ সংকেত
- লোকসভায় একক আধিপত্য কায়েম করতে দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের গ্রিন সিগন্যালের অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গের রাজনীতি

ভোট পরবর্তী ক্ষোভের জেরে সিতাইয়ের নিজের বাড়িতেই ঢুকতে পারছেন না জগদীশরা। অথচ সেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সাফাই, ‘নির্বাচনের পর রাজ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ডামাডোল পরিস্থিতি থাকে। এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুটা সময় দিতে হবে।’

একসময় যে জগদীশের ছায়া মাড়াতে নারাজ ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব, এখন পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তাঁরাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘উনি বিজেপিতে ঢোকার বিষয়ে যা বলেছেন তা নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই। এই বিষয়গুলি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বিবেচনা করে। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেব। দলের উপরে কেউ নয়।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য বিজেপি মুখে ‘নো এন্ট্রি’ বোর্ড ঝুলিয়ে রাখলেও, সংসদের রাশ একচেটিয়া নিজেদের হাতে রাখতে আসন সংখ্যা বাড়ানো দিল্লির মোদি-শা জুটির প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রকাশদের মতো জগদীশদের জন্যও বিজেপির সদর দপ্তরের দরজা খুলে যাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। নিজের বর্তমান অবস্থান স্পষ্ট করে জগদীশ অবশ্য বলেছেন, ‘আমি এখন তৃণমূল নই, এনসিপিআইয়ের সাংসদ।’ এখন দেখার আগামী ২২ জুলাইয়ের পর তাঁর নামের পাশে ‘বিজেপি সাংসদ’ তকমাটা পাকাপাকিভাবে জুড়ে যায় কি না।

বিজেপির বুথ সভাপতির নামে বিধবা ভাতা

স্বপন রায় বীর

জামালদহ, ১৫ জুলাই : গত এক বছর ধরে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন এক পুরুষ। তিনি আবার আমজনতা নন, তিনি বিজেপির বুথ সভাপতি। বুধবার কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৪ পানিশালা গ্রামে এমন অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ওই গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতির বিন্দু বর্মনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্পে টাকা ঢুকছে গত এক বছর ধরে। বুথ সভাপতি অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি জানতেনই না যে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন। বর্তমানে বয়স তার ৬১ বছর। সেইমতো বয়স্ক ভাতার জন্য ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। এতদিন ধরে তিনি মনে করতেন বয়স্ক ভাতার টাকাই প্রতি মাসে পাচ্ছেন। এদিন বিষয়টি জানতে পেরে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন। বিধবা ভাতা প্রাপক বিজেপির বুথ সভাপতির দাবি, তৃণমূল জমানায় চক্রান্ত করে তাঁর প্রাপ্য বয়স্ক ভাতাকে

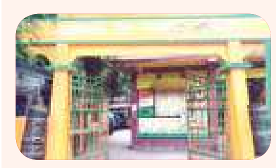

- ৬১ বছর বয়সি বিজেপির বুথ সভাপতি বার্ধক্য ভাতার জন্য ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন বলে দাবি
- তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই কাজ করে বলে অভিযোগ বুথ সভাপতির
- ভুলবশত বার্ধক্য ভাতার জায়গায় বিধবা ভাতার ফর্ম ফিলআপ করাতেই বিপত্তি বলে মনে করছেন পঞ্চায়েতের আধিকারিক

পরিবর্তিত করে বিধবা ভাতা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। যদিও স্থানীয় মানুষ একজন নেতার এই বক্তব্যের সত্যতা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, ভাতার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জানার কথা কোন খাতে টাকা পেয়েছেন। তাঁর নিজের থেকেই বিষয়টি অফিসের নজরে আনা উচিৎ ছিল।

গত এক বছর ধরে একজন পুরুষ বিধবা ভাতা পাচ্ছেন, একথা জানতেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরাও। সম্প্রতি জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তরফে তথ্য যাচাইও করা হয়েছে। তারপরেও এতবড় অনিয়ম কীভাবে চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিজেপির বুথ সভাপতির প্রশ্ন, ‘কী করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরা এই ভুল করলেন? এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।’

এরপর আটের পাতায়

মাদ্রাসার নামে সরকারি টাকা লুট

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৫ জুলাই : একেবারে ফসলের খেতের মধ্যে চলছে স্কুল। চারদিকে পাট, ধান, আলু- কী নেই? স্কুলে শুধু পড়ুয়া নেই। তাতে কী হয়েছে? বছরের পর বছর ধরে সরকারি কাগজ-কলমে দিব্যি চলছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসাটি। অভিযোগ, সরকারিভাবে খাতায়-কলমে পড়ুয়া, শিক্ষক সবকিছু থাকলেও বাস্তব ছবিটা একেবারেই আলাদা। নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন শিক্ষকরা। স্কুলের তালা শেষ কবে খোলা হয়েছিল, তাও ঠিক করে মনে করতে পারছেন না এলাকাবাসী। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। তাঁদের দাবি, নাম নথিভুক্ত থাকলেও মাদ্রাসা না খোলায় অধিকাংশ শিশুই পড়াশোনা করছে অন্য সরকারি বিদ্যালয়ে। ফলে এই সরকারি অনুমোদিত মাদ্রাসার প্রতি অভিভাবকদের অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা।

জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শোলাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা। ১৯৯২ সালে পরিচালন সমিতির উদ্যোগে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা হলেও ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যালঘু শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পায়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পঠনপাঠন হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী আটজন শিক্ষক এবং দুজন ক্লার্কের প্যানেল তৈরি করে ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন (ডিএমই)-এর কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই বছর দুয়েক ধরে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়।

এরপর আটের পাতায়

ইডি’র তলবের পর ঋত-শিবিরে মদনও

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জুলাই : মদনও আর মমতার ঘরে রইলেন না। তৃণমূল নেত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে ‘সরি’ মেসেজ পাঠিয়ে সোজা ভিড়লেন ঋতব্রত শিবিরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘কালারফুল বয়’ মদন মিত্রকে কালো সানগ্লাস পরে খোশমেজাজেই দেখা গেল বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে। ২১ জুলাইয়ের আগে আবার ভাঙন মমতা শিবিরে। মদনের ভাষায় অবশ্য, ‘তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই রইলাম। কেবল এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলাম। ওই ঘরে হয়তো সুখের পালঙ্ক ছিল। এই ঘরে হয়তো খাটিয়া আছে। আমি খাটিয়ার দিকটা বেছে নিলাম।’

এক ভিডিও বার্তায় বুধবার মমতা জানান, যিনি দল ছেড়েছেন, তিনি একদিন আগেই ইডি’র নোটিশের কথা মেসেজে তাঁকে জানিয়েছিলেন। মমতা বলেন, ওই মেসেজ পাওয়ার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই নেতার (মদন মিত্র) অবস্থান বদলের সম্ভাবনা আছে। শিবির বদলে মদনের বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর দল ছাড়ার কারণ বলে বক্তব্যকে বাহানা মনে করছেন মমতা। মদনের কথায়, ‘‘ইডি’র চেয়েও ভয়ংকর ‘এবি’ (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়)। হিটলারি কায়দায় চললে তো হবে না।’’

অভিষেককে দোষারোপ বাহানা, বললেন মমতা

এই বক্তব্য যে মমতার স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করেছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘অভিষেক আপনাদের কাছে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওটা আসলে আপনাদের দল ছাড়ার সস্তা বাহানা। সেটিং করে নিলে অভিষেক সবচেয়ে

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

শিক্ষকদের ভরতুকিতে স্কুলে সস্তায় বই-খাতা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৫ জুলাই : ধারেকাছে একটু গঞ্জ ধরনের জায়গা বলতে আমিনপুর। সেখান থেকে টোটোয় সওয়ার হয়ে রাজ্য সড়ক ধরে আরও প্রায় ৪ কিলোমিটার গেলে তবে পৌঁছানো যাবে পইনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পুরোনো এই স্কুলের একতলায় সিঁড়ির নীচে যে ছোট্ট ৩ ফুট বাই ৫ ফুট মতো জায়গা ছিল, সেটাই বদলে দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের এই স্কুলটাকে। আদতে একটা দোকান। সেখান থেকে খাতা, পেন, পেন্সিল কিনতে পারবে পড়ুয়ারা। তাহলে আর বিশেষত্ব কী হল? বিশেষত্ব হল ভাবনায়। এখানে পড়াশোনার সামগ্রী মিলবে কম দামে। কারণ, ভরতুকি দেবেন শিক্ষকরা। আর এই কেনাবেচার পুরো দায়িত্বটা সামলাবে দুই খুদে মন্ত্রী। স্কুলের শিক্ষা সংসদের প্রধানমন্ত্রী স্মৃতি মিস্ত্রি এবং শিক্ষামন্ত্রী সারিকা পারভিন নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে এই গুরুভার। স্টক রেজিস্টার মেলানো থেকে ক্যাশবুকে কীভাবে হিসাবনিকাশ করতে হয়, সেসব তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন শিক্ষকরাই। দোকান থেকে এই কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না কোনও শিক্ষক।

এই প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া ১৬৫ জন। আর শিক্ষক জনা চারেক। কৃষিপ্রধান এলাকা। পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। আর তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াও বটে। সরকারি উদ্যোগে বই-খাতা মেলে বটে, তবে হঠাৎ প্রয়োজনে পেন-পেন্সিল, মোমরঙের পেন্সিল মিলবে কোথায়? ব্যস্ত বাবা-মায়েদের পক্ষে দূরের দোকানে যাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে দামের ব্যাপারটা তো রয়েছেই। স্কুলের শিক্ষক মোস্তফা আল মামুন বলছিলেন, ‘মাঝারি মানের দিস্তা খাতা, যেটা বাজারে দাম নেবে ১২ টাকা, সেটা স্কুলের দোকানে মিলবে সাড়ে ৯ টাকায়। দোকানে কিনতে গেলে যে কলমের দাম ৫ টাকা, সেটার দাম এখানে ৪ টাকা। ছবি আঁকার খাতা স্কুলের দোকানে ১২ টাকায় পাওয়া যাবে। বাজারে তার দাম ১৫ টাকা।’

স্কুলে ন্যায্যমূল্যের দোকান।

আরেক শিক্ষক সুদীপ্ত সর্দারের কথায়, ‘ছাত্রছাত্রীদের বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক খাতা, নানা ধরনের পেন, পেন্সিল, রাবার, ইরেজার, ছবি আঁকার খাতা, মোম পেন্সিল বিক্রি করা হবে এখান থেকে।’ আপাতত হাজার সাতেক টাকার সামগ্রী কেনা হয়েছে।

কেন এই উদ্যোগ? স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজেদার রহমান অতীতে শিক্ষারত্ন সম্মান পেয়েছেন। সেই সাজেদার বলছিলেন, ‘গ্রাম থেকে কুশমণ্ডি বাজার প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। আশপাশে ছোট জনপদগুলিতে বই-খাতার দোকান থাকলেও সব সময় সবকিছু পাওয়া যায় না। আবার সমস্ত অভিভাবক সচ্ছল একথা বলা যায় না। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ সমস্যার কথা মানছেন অভিভাবক সঞ্জিত মিস্ত্রিও। বললেন, ‘অনেক সময় মেয়ে খাতা আনার কথা বলে বটে, কিন্তু আমার ভুল হয়ে যায় কোনও কোনও দিন। এখন আর অসুবিধা হবে না।’

এরপর আটের পাতায়

বিশ্বমঞ্চে মালদার আফরিন

মালদা, ১৫ জুলাই : মালদা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নাম আন্তর্জাতিক স্তরে উজ্জ্বল করল কালিয়াচক-১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রামের কৃতী কন্যা আফরিন আক্তার। প্রাকৃতিক কৃষি (ন্যাচারাল ফার্মিং) বিষয়ক মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে সে।

আফরিন মালদার উষা মার্টিন স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পরিবারের সঙ্গে ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকায় বসবাস। দেশজুড়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে প্রায় দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। সবশেষে পঞ্চম ধাপে দেশজুড়ে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়, যাদের মধ্যে অন্যতম আফরিন।

প্রতিযোগিতার পাঁচটি ধাপই ইংরেজি ভাষায় ভিডিও কনফারেন্সে হয়েছিল। সেখানে প্রতিযোগীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, উপস্থাপনা দক্ষতা এবং প্রাকৃতিক কৃষি সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার মূল্যায়ন হয়। আফরিনের বাবা নায়েম আক্তার বামনগ্রাম মসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা বেনজির আমিন জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়নগর হাজি ইব্রাহিম প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। মেয়ের এমন সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া শিক্ষক দম্পতির পরিবারে। খুশি আফরিনের স্কুল শিক্ষকরাও।

আগামীদিনে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে চলা মূল পর্বে প্রায় ১৯৫টি দেশের সেরা প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হবে আফরিন। সেখানে বিশ্বমঞ্চে প্রাকৃতিক কৃষির চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতের হয়ে সওয়াল করবে সে।

মহানন্দা অভয়ারণ্য নিয়ে বনমন্ত্রীর ঘোষণা

১ কিমি পর্যন্ত ইকো সেনসিটিভ জোন

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : মহানন্দা অভয়ারণ্যের সুরক্ষায় বড় সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে বনমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সীমানা থেকে চারপাশের এক কিলোমিটার এলাকাকে 'ইকো সেনসিটিভ জোন'বা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং সাংসদ রাজু বিস্ট। পরে মনোজ জানান, মহানন্দা অভয়ারণ্যকে ঘিরে ইকো সেনসেটিভ জোন ঘোষণা আটকে ছিল। সেই জটিলতা কাটিয়ে এক কিলোমিটারকেই চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে বলে খবর।

পরিবেশ আদালত মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে পাঁচ কিমি এলাকার মধ্যে নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সরকারকে সেই জায়গা চিহ্নিত করে কেন্দ্রকে জানাতে বলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা এবং পরিবেশ মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী, এই জোনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবটি রাজ্যের বন দপ্তর হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এতদিন পাঠানো হয়নি বলে দাবি। কারণ, কত কিমিকে ঘোষণা করা হবে, তা ঠিক করে উঠতে পারেনি তৃণমূল সরকার।

পরিবেশ মন্ত্রক ২০২০ সালে মহানন্দা অভয়ারণ্যের চারপাশ ঘিরে ইকোসেনসেটিভ জোন নির্ধারণ করতে বলেছিল। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয়েছে এই জোনের সীমানা নির্ধারণের খসরা সংশোধন নিয়ে। এই জোনে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড (যেমন ৪২ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড) এবং মাটিগাড়া, চম্পাসারি, সুকনার মতো বড় বড় এলাকা পড়ছে।

এত বড় অংশ পরিবেশগত জোনে চলে এলে ওই সব এলাকায় বহুতল ভবন এবং বাণিজ্যিক নির্মাণকাজ থমকে যাবে। পুরনিগম এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই ৫ কিমি পরিধির তীব্র বিরোধিতা করে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই দ্রুত সেই সমস্যা মেটানোতে উদ্যোগী হন শংকর, আনন্দময়রা। বনমন্ত্রী শিলিগুড়ি আসতেই তাঁর প্রথম বৈঠকেই বিষয়টিকে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানান আনন্দময়।

'মানুষখেকো' আতঙ্কে বসল খাঁচা

জটেশ্বর, ১৫ জুলাই : জটেশ্বরের অতীতপাড়ায় ফিরল চিতাবাঘের আতঙ্ক। মিলেছে বুনোর পায়ের ছাপ। সেটি চিতাবাঘের বলে নিশ্চিত করেছে বন দপ্তর। ২০২৪ সালে অতীতপাড়ার এক বৃদ্ধাকে নদীর পাড়ে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ। এরপর তাঁর ধড়, মাথা আলাদা করেছিল সে। এবার সেই এলাকায় পায়ের ছাপ মিলতেই নতুন করে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিকে, বুনোকে ধরতে খাঁচা পাতা হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। ২০২৪ সালের ঘটনার পর তাসাটি চা বাগানে খাঁচা পাতায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। তবে তার মধ্যে সেই মানুষখেকোটি ছিল কি না, স্পষ্ট নয়। এদিকে, অতীতপাড়ায় সন্ধ্যার পর অনেকে বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আগুন জ্বেলে রাস্তায় হাঁটছেন মানুষ। যদিও আতঙ্কিত হতে নিষেধ করে, সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছে বন দপ্তর। জানানো হয়েছে, যে জায়গায় পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে নজর রাখা হচ্ছে।

অতীতপাড়া এলাকাটি দলগাঁও জঙ্গলের আলিনগর বিটের আওতায় পড়ে। পশ্চিমে তাতাসি নদীর জঙ্গল। সেখানে বন্যজন্তু রয়েছে। জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ বেরিয়ে শিশাবাড়ি সরুগাঁওয়ের বাছুর, শুয়োর, ছাগল এমনকি, মানুষকেও তাড়া করে। স্থানীয় বাসিন্দা রামাপদ রায় বলেন, 'অতীতপাড়ায় চিতাবাঘ দেখা যাচ্ছে। আমরা ভয়ে আছি।' নন্দিনী রায় বর্মন বলেন, 'মেয়েকে নিয়ে টিউশন যেতে হয়। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। বিষয়টি দেখা হোক।'

উদ্যোগপতিদের পাশে সিআইআই

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : সিআইআই নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিলের উদ্যোগে জলপাইগুড়ির মোটরিস্ট ইন-এ আন্ত্রাপ্রেনরশিপ ফোরামের আয়োজন করেছে। শিল্প, প্রশাসন ও শিক্ষাজগৎকে এক মঞ্চে একত্র করে বিভিন্ন উদ্যোগী কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই আয়োজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সন্দীপকুমার ঘোষ, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় প্রমুখ। সিআইআই নর্থবেঙ্গলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM AGAINST e-TENDER
e-Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-02/2026-27 has been extended. Last Date of Bid Submission 21-07-2026 upto 14:00 Hrs. All details alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites: https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5016269_1. Sd/-Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte ICA-T12616(1)/2026

EXECUTIVE OFFICER
SADAR PANCHAYAT SAMITY, JALPAIGURI
NIT NO. WB/JAL/SADAR/E.O/02/26-27, DATED: 14/07/2026 invited by the undersigned for 08 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 14/07/2026 Time: 18.00 & 21/07/2026 Time: 18.00 Hour Please visit on Website: www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Executive Officer
Sadar Panchayat Samity, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT-05 of 2026-27 EE/NMD-II.
Ref: Tender Id- 2026_PHED_1032566_1 TO 6
Sealed NIeT in WBF NO 2911 are invited by EE/NMD-II,P.H.E. Dte for O AND M OF DIFF PWSS. The detail of work will be available at website www.wbtenders.gov.in and www.wbphed.gov.in The last date of closing of tender on 03.08.2026 upto 17:00 P.M. Sd/- EE/NMD-II,P.H.E. Dte. ICA-T12628(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No. – WB/PWD/AE/SCSD-II/02/2026-27. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_1. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_2. Tender ID : 2024_WBPWD_5016755_3. Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid Submission start Date : 14-07-2026 : 18.55 hrs. Bid Submission End Date : 27-07-2026 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri ICA-T12600(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Rajganj Construction Sub Division invites online tender for the work "Construction of New Toilet Block for Drivers and other staff under CMOH, Jalpaiguri at JGMC&H Jalpaiguri." RN25001143. NIET No.: 05 of 2026-2027 of AE/PWD/Rajganj Construction Sub-Division. (2nd Call) Tender ID: 2026_WBPWD_5016834_1. Documents download start date & time (Online): 18.07.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 24.07.2026 upto 04.30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, RAJCSD, GOVT OF WB. ICA-T12615(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SENBEC/eNIT-01(2ND CALL)/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015720_1 is extended upto 22/07/2026 upto 01.00 p.m. etails information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D, GOVT. OF W.B. ICA-T12614(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-quotation for the following work - Survey, measurement & valuation of structure & other immovable properties or assets attached to the acquired land fallen within the alignment of border fencing between Indo-Bangladesh border under administrative jurisdiction of Balurghat Sub-Division. e-NIQ No. 02 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016826_1. Bid submission start date (online): 17.07.2026 from 02:00PM, Bid submission closing date (online): 24.07.2026 upto 02:00 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh. Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. ICA-T12603(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./ T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:-1. Maintainance of Joyee Bridge Approach Road (Haldibari End) including Mending Raincuts & allied works under TBCD, Mekhliganj, Coochbehar in the year 2026-27 (2nd call) TenderId- 2026_WBPWD_5016814_1. Estimated. Amount:Rs. 11,59,356.08. 2.Maintainance of Joyee Bridge Approach Road (Mekhliganj End) including Mending Raincuts & allied works under TBCD, Mekhliganj, Coochbehar in the year 2026-27(2nd call). TenderId- 2026_WBPWD_5016814_2. Estimated. Amount: Rs. Rs. 7,65,962.51. e-NIT No.- 07 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 15.07.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (online) 22.07.2026 upto 14.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar. ICA-T12601(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Amodini Mahajan W/o. Sujan Mahajan Vill- Raichenga, P.O- Falakata, Dist- Alipurduar- আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 9.7.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Amodini Majumdar Mahajan D/o- Nripati Majumdar Amodini Mahajan W/o- Sujan Mahajan- একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমার L.R. খতিয়ান নং 1220, J.L. No. 081, মৌজা ঃ কামিনীরঘাট, জেলা কোচবিহার যেখানে আমার নাম Fajirul Miya নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-06-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর। কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Fajirul Haque এবং Fajirul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Fajirul Haque প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রামঃ কামিনীরঘাট, পোঃ টাকাগাছ, থানাঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/121495)

•

I, MD Umar Faruk, Vill- Kamdol, P.O.- Sambalpur, P.S.- Pukhuria, Dist- Malda, do hereby declare that, vide an affidavit sworn before the E.M. Court at Chanchal, Malda on -09/07/26, that MD Umar Faruk S/o Sajjad Ali and Mohammad Umar Faruk S/o- Mohammad Sajjad Ali both are the same & one identical person. (C/122837)

•

ভোটার ID কার্ড নং WII 2185619 আমার বাবার নাম Kaychar নথিবদ্ধ হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 19970855554 আমার বাবার নাম MD. K. Ali নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার বাবার মৃত্যু শংসাপত্র নং D-2021 19-00433-000060 তাং 24.06.2021 যেখানে আমার বাবার নাম Kaychar Sekh নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 10-07-2026, J.M., Tufanganj, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Kaychar Ali, Kaychar, MD. K. Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। গ্রাম ও পোঃ চিলাখানা, থানাঃ তুফানগঞ্জ, জেলাঃ কোচবিহার। - Babul Hossain. (C/121496)

কর্মখালি

Wanted Clerical staff having graduation with computer knowledge and a GNM Nurse with requisite qualifications, apply within 10 days from the date of advertisement to our E-mail ID : matelliteaestate@gmail.com (B/B)

ব্যবসা/বাণিজ্য

SIP, SWP, Mutual Fund Portfolio Review Dipankar Saha - CFA (ICFAI), 7384414396. (C/122836)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sumanta Barman, পিতা ঃ Sudhir Chandra Barman, ২/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হল যে Sudhir Chandra Barman ও S. Barman একই ব্যক্তি এবং আমার সঠিক জন্মতারিখ হল -27.01.1988. (C/122064)

•

I Shankhashubhra Basu in my Daughters school record erroneously my name mentioned Shankha Shurva Basu vide affidavit on 15.7.26 before Ex. Magistrate Jalpaiguri declered that Shankhashubhra Basu and Shankha Shurva Basu both names are same & one identical person. (C/122459)

•

আমি Monu Singh, W/o- Ujjwal Das D/o- Sumer Singh, Vill+P.O.- Nageshwarpur P.S. Malda. Dist- Malda. আধার কার্ডে (No-2655 9589 6263) ও প্যান কার্ডে (No- DALPM 2464 J) আমার নাম Monu, D/O- Sumer Singh থাকায়, র‍্যাশন কার্ডে (ID No- RKSY-1, 400725747) আমার নাম Monu Sing থাকায়, ভোটার কার্ডে (No- YTU1166305) আমার নাম Manu Singh থাকায় গত 9/06/26 এ E.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Monu, Monu Sing, Manu Singh থেকে Monu Singh W/O- Ujjwal Das নামে পরিচিত হলাম যা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122835)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender are invited online from reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Govt. Company for the work. N.I.e.T No. PHE/SWSD/EE/NIeT-03 of 2026-27 (Sl. No. 01 to 82). (Tender ID No. 2026_PHED_1032452_1 to 82) Last date of submitting e-tender : 04.08.2026 (online) upto 4:00 P.M. Date of opening 06.08.2026 at 04:00 P.M. Please log in in the department website: https://wbtenders.gov.in for details. Addenda/Corrigenda if any would be intimated in departmental website only. Sd/- Executive Engineer, Siliguri W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T12623(3)/2026

আজ
ময়নাগুড়ি
১৭/৮ জলপাইগুড়ি
১৯.৭ ধূপগুড়ি
২০.৭ ফালাকাটা
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

ভারতীয় স্থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছেঃ-
(ক) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন জে.এ.জি কার্যক্রম এপ্রিল ২০২৭, আইনে স্নাতক পুরুষ এবং মহিলা আবেদনকারীদের জন্য।
(খ) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন এন.সি.সি. বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম (পুরুষ) (যুদ্ধে নিহত সেনাকর্মীদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ) এপ্রিল ২০২৭ এর জন্য।
(গ) ১২৫তম স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম (মহিলা) (যুদ্ধে নিহত সেনাকর্মীদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ) এপ্রিল ২০২৭ এর জন্য।
২. অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত তারিখ অবধি খোলা থাকবেঃ-
(ক) জে.এ.জি কার্যক্রম -পুরুষ এবং মহিলা-১৭ই জুলাই থেকে ১৭ই অগাস্ট ২০২৬
(খ) এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম - পুরুষ - ২০ জুলাই থেকে ২০ই অগাস্ট ২০২৬
(গ) এন.সি.সি বিশেষ ভর্তি কার্যক্রম - মহিলা - ২১শে জুলাই থেকে ২১শে অগাস্ট ২০২৬

OFFICER ENTRIES
1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 125th Short Service Commission JAG Entry Scheme Course (Men & Women) Apr 2027 course for Law Graduates.
(b) 125th Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Men (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).
(c) 125th Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2027 for Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).
2. Online applications will open as under:-

(a)	JAG Course	-	Men & Women	17 July to 17 Aug 2026
(b)	NCC (Special) Course	-	Men	20 July to 20 Aug 2026
(c)	NCC (Special) Course	-	Women	21 July to 21 Aug 2026

দ্রষ্টব্যঃ-
১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার সহিত নিঃশুল্কে হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কে জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।
Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.
CBC 10601/11/0011/2627

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ০৮-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ "কালচিনি (কেসিএফ), মালবাজার (এমডিটি) ও মুজনাই (এমজেই) রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড-এর উন্নয়ন"। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২০,৩৭,৯৮৯.০৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৪০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্র্যাক ব্যালাস্ট-এর সরবরাহ ও লোডিং
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি। কাজের নামঃ ডিওয়াই.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও -এর অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তালবাহি সাইডিং-এ ট্র্যাক ব্যালাস্ট (পরিমাণ - ১৩০০০০ ঘনমি)-এর সরবরাহ ও লোডিং। কাজের মূল্যঃ ২৫,৩৬,৭৫,৫০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫০,১৩,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ireps.gov.in দেখুন।
জেনারেল ম্যানেজার (ডব্লিউ)/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওষুধপত্র, সার্জিক্যাল সামগ্রী ইত্যাদির সরবরাহ
টেন্ডার নোটিশ নং.: সিএমএস-ইএমপি-২০২৬-১৩-০৬ তারিখ: ১৩-০৭-২০২৬: [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিএমএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এটি যোগানের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৮-২৬-২৭। [illegible] সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

BEFORE THE LD. COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION, SADAR COOCH BEHAR, DIST.- COOCH BEHAR
Dist. Delegate
MISC. SUCCESSION CASE NO.- 02/2026
U/S 372 OF Indian Succession Act of 1925
1. Sushama Roy, aged about-40 Years, W/O- Lt. Indrajit Roy.
2. Eshan Roy (Minor), aged about-16 Years, S/0- Lt. Indrajit Roy, representd by his natural gurdian i.e. his mother viz. Sushama Roy W/O- Lt. Indrajit Roy. Both residents of Ashram Road, Near Masjid, Ward No.-14 of Cooch Behar Municipality, P.S.- Kotwali, P.O. & Dist.- Cooch Behar, PIN No.-736101
.....Petitioners
It is notified for General Information that the above noted petitioners have filed this instant petition before the Ld. Court for granting Succession Certificate in their favour as Legal Heirs of deceased Indrajit Roy (deceased Husband and father of Petitioner Nos.- 01 & 02 respectively) inrespect of debt and securities lying in the name of deceased Indrajit Roy to the fund of Rs. 19,06,010/- (Rupees Nineteen Lakhs Six Thousand Ten Rupees only). If anybody has got any objection inrespect of granting Succession Certificate to the Petitioners must have to file objection before the above noted court within 30 days from the Date of Publication of this Notification, in default the aforesaid Misc. Succession Case will be heard exparte.
By Order: Supriya Mandal
Sheristadar,
Court of the Civil Judge (Sr. Division), Sadar Cooch Behar, Cooch Behar, 736101

আজ টিভিতে

সকাল ৯টা পুরী থেকে সরাসরি ডিডি বাংলায়

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ডাল বাটি চুর্মা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.০০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, বিকেল ৩.১৫ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, সন্ধে ৭.১৫ দাদা, রাত ১০.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিন্দাস, দুপুর ১.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৪.৩০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১১.০০ শত্রু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রথম দেখা, বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ বর কনে, সন্ধে ৭.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১০.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রথযাত্রা উপখ্যান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৮ টুয়েলভথ ফেল, ২.৪৪ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৫.৩৪ ঘর কি লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫৫ গডজিলা, রাত ১০.২৫ রাজমহল

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৬ নসীব, বিকেল ৪.৫৯ হাতকড়ি, সন্ধে ৭.৪৮ তকদিরওয়ালা, রাত ১০.৩৮ গুলাম

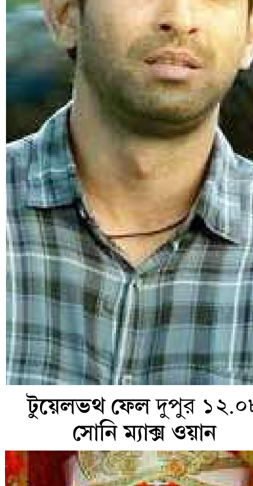

টুয়েলভথ ফেল দুপুর ১২.০৮ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

রথযাত্রা উপাখ্যান দুপুর ২.০০ কালার্স বাংলা

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ আপনার প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলার উপযুক্ত ফল পাবেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। বহুমূল্য কোনও দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। বৃষ : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সম্পন্ন হবে। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। দূরের কোনও প্রিয় বন্ধুর পারিবারিক অনুষ্ঠানে যেতে হতে পারে। কর্কট : আজ অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে পারলে উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের পরিশ্রম আরও বাড়বে। পেট সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : নতুন জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। আয় বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কন্যা : বাড়ি নির্মাণে খরচ বাড়বে। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের কোনও সমস্যা হতে পারে। আজ প্রিয় মানুষকে কিছুটা সময় দিন। তুলা : চাকরিজীবীদের বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি ফলসূচক। প্রেমের সম্পর্ক মজবুত হবে। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। বৃশ্চিক : আপনার সামান্য কথার জেরে সংসারে অশান্তি হতে পারে। পরে মায়ের হস্তক্ষেপে তা মিটে যাবে। মাথাব্যথা বা উচ্চরক্তচাপের সমস্যা হতে পারে। ধনু : দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন। মকর : ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা বাড়বে। সন্তানের পড়াশোনার খরচ নিয়ে মানসিক চিন্তা। শরীর নিয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক মিটে যাবে। প্রেমে ব্যাকুলতা বাড়বে। মীন : স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বাড়তে পারে। অযথা দৌড়ঝাঁপ এড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করে কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। তীর্থভ্রমণে মনে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৫ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, ৩১ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় সুদি, ১ শফর। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দিবা ১১।৪৬। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৬। বজ্রযোগ দিবা ৮।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১। ৪৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১১।৪৬ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১১। ৪৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১১।৪৬ মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

SHYAM STEEL®
flexi STRONG TMT REBAR
SHYAM STEEL macaw PAINTS
শক্তির বিস্তার।
আগামীর অঙ্গীকার।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী- র
গরিমাময় উপস্থিতিতে
শ্যাম স্টীলের মেজিয়া প্ল্যান্টে স্টীল ডিভিশন সম্প্রসারণের শিলান্যাস সমারোহ
LIVE সম্প্রচার দেখতে স্ক্যান করুন
17 JULY
দুপুর ২টো থেকে
SHRI SAMIK BHATTACHARYA
State President BJP, West Bengal
Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha
SHRI TAPAS ROY
Hon'ble Minister-in-Charge,
Commerce & Industry, West Bengal
GUESTS OF HONOUR
SHRI AJAY KR. PODDAR
Hon'ble Minister-in-Charge,
Public Works, West Bengal
SHRI ARJUN SINGH
Hon'ble Minister-in-Charge,
Transport & Labour, West Bengal
SHRI SHARADWAT MUKHERJEE
Hon'ble Minister-in-Charge,
Health and Family Welfare, West Bengal
SHRI SUVENDU ADHIKARI
Hon'ble Chief Minister, West Bengal
SHYAM STEEL GROUP
MEJIA PLANT, MEJIA BLOCK, BANKURA, WEST BENGAL

পরিবারের পাশে মঞ্চ

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ জুলাই : ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক পরিবারের বাড়িতে গিয়ে বুধবার তাঁদের সমবেদনা জানায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পুণ্ডিবাড়ি খণ্ডের এক প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরে তাঁরা পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি দেওয়ার দাবি জানান। এই নিয়ে প্রধান ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন পুণ্ডিবাড়ি খণ্ডের সংযোজক জয়ন্ত ঘোষ সহ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অন্যরা।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত ২

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন বুধবাজার এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। সন্দেহভাজন ২ তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৩৭ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। এরপর দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, এই ঘটনার সঙ্গে একটি বৃহত্তর মাদক পাচারচক্রের যোগ থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপ কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশদ তদন্ত শুরু করেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।

মহিলার দেহ উদ্ধার

বানারহাট, ১৫ জুলাই : গয়েরকাটার মোরাঘাট জঙ্গল থেকে স্থানীয় এক বিবাহিত মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় বুধবার। মৃতার নাম চুমকি রায়। এদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন বাসিন্দা জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখে বানারহাট থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করেছে। তাঁর বাবার বাড়ি দুরামারিতে। মৃতার স্বামীর নাম বিমল রায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বুধবার সকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে দাম্পত্যকলহ চলছিল। তবে এই ঘটনার সঙ্গে সেই ঝগড়ার কোনও সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তদন্ত শুরু করেছে বানারহাট থানার পুলিশ।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : রথযাত্রার সময় বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানাল গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্র। ১৫ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ১৮ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্রের প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সবজির দাম বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।'

বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ জুলাই : বুধবার ব্লকের আটটি রথযাত্রা কমিটিকে নিয়ে মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে বৈঠক করল ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার, মেখলিগঞ্জ থানার আধিকারিক সহ অন্যরা। রথযাত্রার সূচনার ও শেষের সময়, এলাকাভিত্তিক পরিক্রমণ পথ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, লোকসমাগম ও রথের মেলাগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রতীক্ষা।। জলপাইগুড়িতে তিস্তার ধারে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রাক্তন সভাধিপতি পুষ্পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রেপ্তার এক

স্কুলে চাকরির নামে প্রতারণা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও বাবাই দাস

বক্সিরহাট, ১৫ জুলাই : সরকারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়ার বিরুদ্ধে। পুষ্পিতা সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এক তরুণ। তদন্তে নেমে বুধবার পুষ্পিতা-ঘনিষ্ঠ তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দা সুবোধ থাপাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সুবোধকে জেরা করে চাকরি প্রতারণা কাণ্ডে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।

প্রায় ১২ বছর আগে জেলা পরিষদের সভাধিপতি থাকাকালীন আর্থিক দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল পুষ্পিতার। সেই সময় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার

তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতের পথে ধৃত সুবোধ থাপা। বুধবার।

অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি টাকা ফেরত চাইলে বাড়িতে ডেকে দেবাশিস বর্মন নামে এক তরুণকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ছিল পুষ্পিতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। তবে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকায় ওই তরুণ আর সেভাবে মুখ খোলার সাহস পাননি বলে দাবি। পালাবদলের পর দেবাশিস এবার বিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।

পুষ্পিতা সহ তাঁর স্বামী নরেন ডাকুয়া, ছেলে ধ্রুব ডাকুয়া, মেয়ে মনোরমা ডাকুয়া, জামাই তথা স্কুল শিক্ষক গুরুদাস মণ্ডল, সুবোধ থাপা এবং দিবাকর ডাকুয়ার নামে দেবাশিস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। দেবাশিস বলেন, 'চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ধাপে ধাপে মোট আট লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন পুষ্পিতা। প্রথমে সাড়ে পাঁচ লক্ষ নগদ এবং পরে সুবোধ থাপার নামে আড়াই লক্ষ টাকার চেক দিয়েছিলাম। আমাকে একটি ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। পরে প্রতারণা হয়েছে বুঝতে পেরে টাকা ফেরত চাইলে টালবাহানা করা হয়।'

> **চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আমার থেকে ধাপে ধাপে আট লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। টাকার শোকে বাবার মৃত্যু হয়। শ্রাদ্ধের জন্য টাকা চাইতে গেলে পুষ্পিতা আমাকে বাড়িতে ডেকে মিথ্যে অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেন।**
>
> দেবাশিস বর্মন,
> অভিযোগকারী

দেবাশিস আরও বলেন, 'টাকার শোকে আমার বাবার মৃত্যু হয়। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা চাইতে গেলে বছরখানেক আগে পুষ্পিতা আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে মিথ্যে অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আমি অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।' পুলিশ জানিয়েছে, মূলত টাকা লেনদেনের জন্য সুবোধের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত। ওই অ্যাকাউন্টকে কেন্দ্র করে প্রতারণার কারবার চলত।

পুষ্পিতা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। প্রথমে কংগ্রেস করলেও ২০০৩ সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। পরে ২০০৮ সালে তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। ২০১৩ সালে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং ২০১৮ সালেও ওই পদে দায়িত্ব পালন করেন। অভিযোগের বিষয়ে পুষ্পিতাকে ফোন করা হলেও তাঁর মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। যদিও পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'দুর্নীতিতে জড়িত থাকলে অবশ্যই আইনিভাবে ব্যবস্থা হবে।'

নামের তালিকা শিক্ষা দপ্তরে

গৃহশিক্ষকতায় ৯৫ স্কুল শিক্ষক

দিনহাটা, ১৫ জুলাই : স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি বুধবার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জয়ন্ত অধিকারীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। সেইসঙ্গে তারা ৯৫ জন স্কুল শিক্ষকের নামের একটি তালিকাও জমা দেয়। তাদের অভিযোগ, তালিকায় থাকা ওইসব স্কুল শিক্ষক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গৃহশিক্ষকতা করে চলেছেন। ওই তালিকায় যেমন সহকারী শিক্ষক রয়েছেন, তেমনই প্রধান শিক্ষকও রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির দিনহাটা জোনের সহ সভাপতি নারায়ণচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'এদিন ৯৫ জনের একটি তালিকা শিক্ষা দপ্তরে জমা করা হয়েছে। এরপরেও যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব। স্কুল শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতাকে ব্যবসায়িক রূপ দিচ্ছেন। এর ফলে ছাত্রদের স্কুলের বদলে টিউশনের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, যা কখনোই একজন ছাত্রের জন্য কাম্য নয়।'

প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা দপ্তর তালিকা পাওয়ার পরেও কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না? যদিও দিনহাটা শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, তাঁরা ওইসব শিক্ষকের নামের তালিকা জেলাতে পাঠিয়েছেন। সেখান থেকেই পদক্ষেপ করা হবে।

ওই তালিকায় ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুল থেকে জোড়পাকড়ি হাইস্কুল ও পেটলা নবিবক্স হাইস্কুলের শিক্ষকদের নাম যেমন রয়েছে, তেমনই দিনহাটা শহরের সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল, দিনহাটা হাইস্কুল ও গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়ের মতো একাধিক স্কুলের শিক্ষকের নাম তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। যদিও ওকরাবাড়ি আলাবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেবকে ফোন করা হলে সাড়া মেলেনি। তবে দিনহাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম দেব বলেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, খতিয়ে না দেখে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

অন্যদিকে, দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাজ আলির কথায়, 'নির্দেশিকা জারির পরই প্রত্যেক শিক্ষক স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তাঁরা গৃহশিক্ষকতা করেন না। যার প্রতিলিপি সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জমাও করা আছে। সেইসঙ্গে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে এখন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কাছে লিখিত বা মৌখিক কোনও অভিযোগই জমা পড়েনি।'

তবে এ বিষয়ে দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিন্টু কর্মকারকে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি গৃহশিক্ষকদের।

গাছে ওঠার কসরত। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

পুষ্পা স্টাইলে গোরু পাচারের ছক

সুখময় সরকার

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ জুলাই : আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, পানীয় জল বহনকারী পিকআপ ভ্যান। ভেতরে সারি সারি জলের বোতল সাজানো। অথচ তার নীচে সুকৌশলে বানানো এক গোপন কুঠুরি। আর ওই কুঠুরিতে গাদাগাদি করে রাখা আটটি গোরু। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'পুষ্পা'র কায়দায় গোরু পাচারের ছক কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি ৫২ ঘর এলাকায়। যদিও মাঝপথে ফাঁস হয়ে যায় গোটা চক্রের কৌশল। পাচারকারীদের মধ্যে কোনও অশান্তি হওয়ায় তারা ভ্যানটি ফেলে পালিয়ে যায় বলে পুলিশের অনুমান। বুধবারের ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলেও, গোরুগুলিকে উদ্ধার করে একটি খোঁয়াড়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর ও দমবন্ধ করা পরিবেশে আটকে রাখায় একটি গোরুর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পালাবদলের পরেও রাজ্যে যে গোরু পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে, এই ঘটনা তার বড় প্রমাণ। পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে যায় তখন গোরুবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা বাসুদেব বিশ্বাস যেমন বলছেন, 'ভোর পাঁচটা নাগাদ তোর্ষা সেতু পার হয়ে পিকআপ ভ্যানটি এসেছিল। কিছুক্ষণ পর আরও একটি গাড়ি এসে পৌঁছায়। দুই গাড়ির চালকের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা এবং পরে হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে পিকআপ ভ্যানের চালককে কলার ধরে জোর করে অন্য গাড়িতে তুলে নিয়ে কয়েকজন ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর থেকেই ভ্যানটি রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল।'

সাতসকালে পরিত্যক্ত গাড়িটি দেখে খটকা লাগে স্থানীয় বাসিন্দা ভোলানাথ চক্রবর্তীরও। এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এসে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই ব্যক্তির কথায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ে। পরে তিনি কান্নাকাটি শুরু করে নিজেকে অত্যন্ত দরিদ্র বলে পরিচয় দেন। তখন মানবিকতার খাতিরে স্থানীয়রা তাঁকে ছেড়ে দেন। এদিকে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। জলের পেটি সরিয়ে তাঁরা দেখেন, আটটি গোরু রয়েছে ওই ভ্যানে। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় সৌমেন রায় বলেন, 'বন্ধ গাড়িটি মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করছিল।

জলবোঝাই গাড়িতে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গোরু।

গাড়ির উপরে জলের পেটি থাকলেও ভেতর থেকে গোরুর গোবর ও মূত্রের তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছিল।'

পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'একটি গোরুর মৃত্যু হয়েছে। সেটির সৎকারের ব্যবস্থা করা হবে। গাড়িটি থানায় নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।' পাচারকারীদের নিজেদের মধ্যে গোলমালের আসল কারণ কী, চালককে কেন তুলে নিয়ে যাওয়া হল, নেপথ্যে অন্য কারও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বর্ষায় সাঁকোতে গিরিধারী পারাপার

ছয়মাস আগে ভেঙেছে সেতু

বুল নমদাস

শীতলকুচি, ১৫ জুলাই : বুধবার বেলা আড়াইটে। সূর্যের তেজ তখনও প্রখর। নদীর পাড়ে টোটো থেকে নেমে হেঁটে গিরিধারী নদীর সাঁকো পার হচ্ছিলেন জনাকয়েক যাত্রী। তাঁদেরই একজন সুনীল বর্মন। সাঁকো পার হয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে নদী পারাপারে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। কবে নতুন সেতু তৈরি হবে কে জানে। আরও কতদিন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তা জানা নেই।' চালকও অত্যন্ত ধীরগতিতে সাঁকোর ওপর দিয়ে টোটো পার করানোর চেষ্টা করছিলেন। টোটোর পেছনে ঠেলা দিচ্ছিলেন এক যাত্রী। নদী পারাপারে এমনই ভোগান্তির ছবি নজরে পড়ল শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমাসিয়া এলাকায়। মাসছয়েক আগে গিরিধারী নদীর পাকা সেতুটি ভাঙার পর থেকেই নদী পারাপারে এলাকার মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তবে শীতলকুচির বিধায়ক সাবিত্রী বর্মন আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন সেতু তৈরির প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সাড়া মিলবে।'

সূত্রের খবর, গত সরস্বতীপুজোর দু-তিনদিন আগে একটি ডাম্পার পারাপারের সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল গিরিধারী নদীর সেতুটির একাংশ। ঘটনার পর প্রশাসন ও তৎকালীন শাসকদলের প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তখন থেকেই কখনও থার্মোকলের ভেলা, কখনও বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে নদী পারাপার করছেন শীতলকুচির একাংশের পাশাপাশি সিতাই ব্লকেরও একাংশের মানুষ। শীতলকুচি, লালবাজার বা বারোমাসিয়া এলাকার অনেকেই নদী পেরিয়ে সোজাপথে সিতাই যাতায়াত করেন। সিতাই ব্লক এলাকারও অনেকেই এই পথেই নদী পেরিয়ে শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গা সহ অন্যত্র যাতায়াত করেন। কিন্তু সেতুটি ভেঙে পড়ার পর থেকেই নদী পারাপারের যন্ত্রণা চরমে উঠেছে। স্থানীয়দেরই উদ্যোগে থার্মোকলের ভেলা ও বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে যাত্রীরা নদী পারাপার করছেন। নদীর পাড়ে বাঁশের ছাউনিতে বসে ছিলেন স্থানীয় কানু দেবনাথ।

তিনি বললেন, 'কিছুদিন আগেও ভেলায় যাত্রীদের নদী পার করিয়েছি। দুই সপ্তাহ হল সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এই উদ্যোগ নিয়েছি। প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি নতুন সেতু তৈরি করবে ততই ভালো।'

বিকাশ দেবনাথ নামে স্থানীয় এক তরুণের বক্তব্য, কখনও ভেলা, কখনও বাঁশের সাঁকোয় নদী পারাপার করতে হচ্ছে। না হলে অন্তত সাত কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। নদী পারাপারে ঝুঁকি থাকায় পড়ুয়াদের অনেকেই এই পথে স্কুল-কলেজ যেতে ভয় পায়। পণ্য পরিবহণেও অসুবিধা তৈরি হয়েছে। নতুন সরকারের প্রতিনিধিরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি উদ্যোগ নেবেন বলে তাঁর আশা।

সাঁকোয় নদী পারাপার। শীতলকুচির লালবাজারে।

উদাসীন রেল, জঙ্গল গিলেছে আবুতারা হল্ট স্টেশন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৫ জুলাই : একদিকে আধুনিকতার চাকচিক্য, অন্যদিকে চরম অবহেলা! রেলের এই বৈষম্যের জ্বলন্ত উদাহরণ কোচবিহার জেলার দুই স্টেশন। যখন অমৃত ভারত প্রকল্পে দিনহাটা স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, তখনই দিনহাটা থেকে বামনহাট যাওয়ার পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছোট আবুতারা হল্ট স্টেশন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ট্রেন এসে থামে ঠিকই, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেই মনে হয় এ যেন গহন জঙ্গল। সীমান্তবর্তী এলাকার এই স্টেশনটি দিয়ে প্রতিদিন ট্রেনে চেপে বহু মানুষ শিলিগুড়ি ও কোচবিহারে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে স্টেশনের বেহাল দশা দেখে সকলেই ক্ষুব্ধ। শৌচাগার থেকে যাত্রীদের বসার বেঞ্চ, সবই আগাছার দখলে। রেল কর্তৃপক্ষের এদিকে ভ্রূক্ষেপ না থাকায় বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে স্থানীয়রাই জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে হাত লাগান।

স্টেশনের এই রুগ্ন দশায় স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল সূত্রধরের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ। চারপাশের জঙ্গল দেখিয়ে তিনি বলেন, 'গোটা স্টেশন চত্বর আগাছায় ঘিরে রয়েছে। শৌচাগারের অবস্থাও বেহাল। দিনহাটা স্টেশনকে কত আধুনিক রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে! তার পাশাপাশি এই ছোট স্টেশনগুলো যদি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়, তবে আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীদের অনেকটাই উপকার হয়।'

আগাছায় ভরেছে আবুতারা হল্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

রোজকার পরিচিত স্টেশনে এসেও আতঙ্কে তটস্থ থাকেন মজিদুল মিয়াঁর মতো যাত্রীরা। ট্রেন ধরার অপেক্ষায় থাকা মজিদুল জানান, 'কয়েক বছর ধরে স্টেশনের এই দশা। প্রতিদিন বহু যাত্রী এখান থেকে ট্রেনে ওঠানামা করেন। কিন্তু যেভাবে চারপাশ জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে, তাতে সবসময় পোকামাকড় বা সাপের ভয় থাকে।'

> **দিনহাটা স্টেশনকে কত আধুনিক রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে! তার পাশাপাশি এই ছোট স্টেশনগুলো যদি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়, তবে আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীদের উপকার হয়।**
>
> শ্যামল সূত্রধর
> স্থানীয় বাসিন্দা

যাত্রীদের এই নিত্যদিনের হয়রানি নিয়ে সরব হয়েছে কোচবিহার-দিনহাটা রেল যাত্রী সমিতি। সমিতির পক্ষ থেকে রাজা ঘোষ বলেন, 'দিনহাটা মূল স্টেশন সংলগ্ন যে ছোট স্টেশনগুলো রয়েছে, সেগুলো যাতে দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, সেবিষয়ে আমরা শীঘ্রই রেলকে লিখিত জানাব।'

এই জঙ্গল-যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি মিলবে যাত্রীদের? উত্তর জানতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে ফোন করা হলেও তাঁর কোনও সাড়া মেলেনি।

কান্তেশ্বরী হাইস্কুলে ফের চুরি

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : ফের চুরি কোচবিহার-১ ব্লকের চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাইস্কুলে। মঙ্গলবার রাতে দরজার তালা, জানলার গ্রিল ভেঙে স্কুলের অফিসে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরাa। তারা হাজার তিনেক টাকা ও স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে চম্পট দেয়। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, দুষ্কৃতীদের পক্ষে একাধিক কম্পিউটার চুরি করা সম্ভব হলেও তারা তা না করে কেবল ক্যামেরার হার্ডডিস্ক ও সামান্য টাকা নিয়েই কেন সন্তুষ্ট থাকল। তাছাড়া যেভাবে একাধিক আলমারি ভেঙে তছনছ করা হয়েছে, তাতে দুষ্কৃতীরা স্কুলে বিশেষ কিছু খুঁজতে এসেছিল কি না, সন্দেহ প্রকাশ করছেন শিক্ষকরা।

গত ৮ বছরে এই নিয়ে তিনবার চুরি হল চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাইস্কুলে। বুধবার কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ স্কুলে যায়। দেখা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষকের ঘর, স্টাফরুম ও অফিসঘর মিলিয়ে ১৪-১৫টি আলমারি ভাঙা। সেগুলোর ভেতরে থাকা কাগজপত্র লন্ডভন্ড করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক রাজু সাহা বলেন, 'বুধবার স্কুল খোলার পর আমরা দেখি চুরি হয়েছে। অফিসে থাকা তিন হাজার টাকা নেই। এছাড়া আমাদের স্কুলের সব মিলিয়ে ২৫-৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। ওই ক্যামেরাগুলির হার্ডডিস্ক চুরি হয়েছে।' শিক্ষকদের অনুমান, যেভাবে স্কুলের একাধিক দরজার তালা, জানলার গ্রিল ভেঙেছে ও একাধিক আলমারি ভাঙা হয়েছে, তাতে একটা বিষয় নিশ্চিত, দলবেঁধে দুষ্কৃতীরা হানা দিয়েছিল।

স্কুলের স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি শত্রুঘ্ন রায় বলেন, 'এর আগে ২০১৮ এবং ২০২২ সালে দুইবার আমাদের স্কুলে চুরি হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমবার স্কুলের বেশ কিছু কম্পিউটার চুরি হয়। কিন্তু এবার স্কুলে কম্পিউটার থাকলেও দুষ্কৃতীরা সেগুলি হাত দেয়নি।

অসমাপ্ত কালভার্ট, ক্ষোভ ডিয়াবাড়িতে

হলদিবাড়ি, ১৫ জুলাই : রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মাণ দীর্ঘদিন ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতে চলাচলে সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা। এই অভিযোগে আন্দোলন সংগঠিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। হলদিবাড়ি ব্লকের সীমান্তবর্তী হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিয়াবাড়ি মোড় এলাকার বাসিন্দারা কালভার্ট নির্মাণ থমকে থাকা নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ।

ডিয়াবাড়ি মোড় থেকে সিঙ্গারহাট বাজার পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তাটি তৈরি হয়। এই রাস্তার মাঝে ডিয়াবাড়ি মোড় এলাকায় ও ডিয়াবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় পৃথক দুটি কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। জেলা পরিষদের অর্থে কালভার্ট দুটি নতুন করে তৈরির কাজ করা হলেও তা শেষ করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রকাশচন্দ্র রায়, অতুল দেব অধিকারীর অভিযোগ, কয়েক মাস ধরে ওই কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে পালিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। এতে বাসিন্দাদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা যশবন্ত রায়ের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হয়েছে। ডিয়াবাড়ি মোড় এলাকায় আগের তুলনায় সরু হিউমপাইপ দিয়ে কালভার্ট বানানো হয়েছে। এতে বর্ষায় এলাকার জল নিষ্কাশনে সমস্যা হবে। ফলে ভাতিবাড়ি, মাঝাবাড়ি, ভাদুপাড়া ও আমনগর এলাকার প্রায় ৬০০ বিঘা চাষের জমি জলে তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সঞ্জয় রায়, চন্দন রায়ের মতে, জমি জলে তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এলাকার বাড়িগুলিতে জল ঢুকে যাবে। তাই এই বিষয়ে তাঁরা বিডিও-র কাছে মাস পিটিশন দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। তারই সই সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। রাধাকান্ত রায়, সুভাষ রায়ের অভিযোগ, এলাকায় কাজের তথ্য সংবলিত কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি। কাজের শিডিউল দেখতে চাইলে, তা দেখানো হয়নি।

বিষয়টি জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারের নজরে আনা হবে বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তুলি খাতুন আশ্বাস দেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ঠিকাদারি সংস্থার তরফে চন্দন দাস জানিয়েছেন, শিডিউল অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। বালি-পাথরের সংকটের কারণে বাকি কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং সিওএম-এমএলডিটি-ক্যাশপিকআপ-২৬ তারিখ ১১.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক "দুই বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিসনে ৬৫টি স্টেশন/স্থান থেকে নগদ টাকা এবং দলিল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ"-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে দরপ্রস্তাবদাতাদের ০২ প্যাকেট সিস্টেমে দরপ্রস্তাব করতে হবে। নিম্নলিখিত কাজের জন্য কোনো হার্ড কপি বিক্রয় করা হবে না। **কাজের নামঃ** দুই বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিসনে ৬৫টি স্টেশন/স্থান থেকে নগদ টাকা এবং দলিল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। (০২) দুই বছরের জন্য **টেন্ডার মূল্য :** ৩,৩৩,৩৬,৬৪৪.৬২ টাকা। **বায়না অর্থ :** ৬,৬৬,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** www.ireps.gov.in সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে।

MLD-129/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং এম-টিডি-ওটি-০৪ অফ ২০২৬-২৭ তারিখ ১০.০৭.২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট দক্ষতা এবং দৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা যাঁরা রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিম্নে উল্লেখিত বিশদ অনুসারে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম ও স্থান :** ভাগলপুর কোচিং ডিপোতে এয়ার কমপ্রেসড পাইপ লাইন সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ (প্রায় ৭০০ মিটার)। স্থান : বিহারের ভাগলপুর। **কাজের টেন্ডার মূল্য :** ১৮% জিএসটি সহ ১৭,৪৫,৯৮৮.৫৩ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৩৪,৯০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা। **ওয়েবসাইট বিবরণ :** www.ireps.gov.in **নোটিস বোর্ড:** ১. সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার কার্যালয়। ২. ডিএমই (সিঅ্যান্ডডব্লু)/বিজিপি-র কার্যালয়। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/ইআর/বিজিপি-র কার্যালয়। **দ্রষ্টব্য :** টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-131/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাট পচাতে ব্যস্ত চাষি। কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পাশে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সিতাইবিমুখ জগদীশ

ভয়ে নিজের এলাকায় ঢুকছেন না সংগীতাও

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : এ যেন 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।' তাঁরা কোচবিহারে এলেন, জল মাপলেন। কিন্তু বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে সিতাইয়ে গেলেন না।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই সিতাইয়ের বাড়ি থেকে দূরে রয়েছেন এনসিপিআই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং তাঁর স্ত্রী তৃণমূলের বিধায়ক সংগীতা রায়। এমনকি কোচবিহারে এলেও খুব একটা প্রকাশ্যে আসছেন না তাঁরা। কলকাতা থেকে ফিরে তাঁরা কোচবিহার শহরে তাঁদের ফ্ল্যাটে উঠেছেন। আপাতত কেউই সিতাইয়ে যাচ্ছেন না বলেই জানিয়েছেন। তবে দীর্ঘদিন বাদে বুধবার জগদীশ ও সংগীতাকে কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে দেখা গেল।

এদিন ল্যান্সডাউন হলে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি বা দিশা কমিটির বৈঠক হয়। পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান জগদীশ এবং কো-চেয়ারম্যান জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়। জয়ন্ত বলেন, 'জেলার উন্নয়নের কাজকর্ম ও পরিষেবাগুলি দেখভাল করাই এই কমিটির কাজ। সাত বছর ধরে

গাড়িতে করে বেরিয়ে যাচ্ছেন সাংসদ ও তাঁর স্ত্রী। বুধবার। -জয়দেব দাস

এই কমিটি থাকলেও কোনও বৈঠক হয়নি। এই প্রথম বৈঠক হল। জেলার উন্নয়নের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' পালাবদলের পর কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মনকেও এদিন বৈঠকে দেখা যায়। এছাড়া জেলা শাসক জিতিন যাদব, বিধায়ক দধিরাম রায়, গিরিজাশংকর রায় সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই সিতাইয়ের বাড়ি থেকে দূরে রয়েছেন জগদীশরা। চারদিকে যেভাবে ডিম থেরাপি চলছে তাতে সিতাইয়ে গেলে সেখানে হামলার আশঙ্কা রয়েছে।

এমনকি এর আগে যেদিন জগদীশ কোচবিহারে এসেছিলেন সেদিন সিতাইয়ের বেশ কিছু বাসিন্দা সেখানে ডিম নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তবে সেবারও সিতাইয়ের বাড়িতে যাননি জগদীশরা। এবারও তাঁরা সিতাই যাবেন না বলেই স্পষ্ট জানিয়েছেন। জগদীশের কথায়, 'সংসদে অধিবেশন রয়েছে। সেটি শেষ করে তারপর সিতাইয়ে যাব।' একই সুরে সংগীতা বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশন ২৬ জুলাই শেষ হবে। তারপর ওখান থেকে ফিরে সিতাইয়ের বাড়িতে যাব।'

২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচি রয়েছে।

- ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে সিতাইয়ের বাড়ি থেকে দূরে রয়েছেন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া
- কোচবিহারে এলেও খুব একটা প্রকাশ্যে আসছেন না তাঁরা
- বুধবার তাঁদের ল্যান্সডাউন হলে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে দেখা গেল

ঘটনাচক্রে তখন কলকাতাতেই থাকবেন সংগীতা। তৃণমূলের সেই কর্মসূচিতে তিনি যাবেন কি না প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'আগে তো কলকাতা যাই, তারপর দেখা যাবে।' অর্থাৎ কোচবিহার সফর শেষে সংগীতা কলকাতা ও জগদীশ দিল্লিতে যাবেন।

জনতার দরবারে বিধানসভার অধ্যক্ষ

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : কেউ বললেন পাড়ার রাস্তার সমস্যার কথা, আবার কেউ নদীভাঙনের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। আবার কারও মুখে পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ। কোচবিহারে ফিরে বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্র বসু বুধবার 'জনতার দরবার'-এ বসেন। ঘুঘুমারির একটি ভবনে শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে বাসিন্দাদের থেকে সরাসরি অভিযোগ শোনেন তিনি। প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। রথীন্দ্র বলেছেন, 'আমরা সবার কাছেই পৌঁছে যাব। তাঁদের কথা শুনে সমস্যাগুলি মেটাব। ধাপে ধাপে প্রতিটি জায়গাতেই জনতার দরবার বসবে।'

রথীন্দ্র বুধবার ঘুঘুমারিতে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেন। সেখানে এক এক করে বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সেগুলি অধ্যক্ষ কাগজে নথিভুক্ত করে নেন। ঘুঘুমারি এলাকায় নদীভাঙন একটি বড় সমস্যা। তোর্ষার ভাঙনে বহু বাড়িঘর কার্যত বিলীন হয়ে গিয়েছে। সমস্যা মেটাতে এদিন অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হন বাসিন্দারা। বেলা বর্মন নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'তোর্ষা নদীর ভাঙন নিয়ে আমরা খুব সমস্যায় রয়েছি। অধ্যক্ষকে জানানো হল। উনি বললেন নিজে একবার ঘটনাস্থল দেখতে যাবেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

সাধারণের সমস্যা শুনছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। বুধবার। -জয়দেব দাস

গ্রহণের আশ্বাসও দিয়েছেন।' একই সুরে পশ্চিম ঘুঘুমারির বাসিন্দা নমিতা বর্মন বলেন, 'বাড়িঘর নদীতে চলে যাচ্ছে। অধ্যক্ষকে সামনে পেয়ে সমস্যার কথা জানালাম।' এলাকার রাস্তাঘাট নিয়েও সরব হয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ।

বাড়ুইপাড়ার বাসিন্দা সরস্বতী মিত্রের অভিযোগ, 'এলাকার প্রধান রাস্তাটি এতটাই বেহাল যে ছেলেমেয়েরা বর্ষায় স্কুলে যেতে পারছে না। জলকাদায় ভরে আছে। রাস্তার দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।'

রাজ্যে পালাবদলের পর বিধায়করা নিজেদের এলাকায় জনতার দরবার বসাচ্ছেন। সেখানে বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়ায় কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ককে স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভায় থাকতে হয় অধিকাংশ সময়। তার মাঝেই বুধবার কোচবিহারে জনতার দরবার কর্মসূচিতে যোগ দেন রথীন্দ্র। অধ্যক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে জানিয়ে বাসিন্দাদের সমস্যা মেটানো হবে।

ছাত্রদের কণ্ঠস্বর

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও 'ছাত্রদের কণ্ঠস্বর' শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে পড়ুয়াদের সতর্ক করবে জেলা ছাত্র পরিষদ। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান। ছিলেন রাজ্য ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার, জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি সিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ।

লক্ষ্যমাত্রা

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বুধবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। জেলায় এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কর্মশালা তারা শুরু করেছে। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সংযোজক প্রীতম সূত্রধর, রাজ্য সহ সম্পাদক শুভদীপ শীল প্রমুখ।

একই দিনে জোড়া ইস্তফা

মেখলিগঞ্জ ও জামালদহ, ১৫ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অন্যান্য জায়গার মতো মেখলিগঞ্জেও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যদের ইস্তফা দেওয়ার হিড়িক চোখে পড়ছে। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পম্পা রায় বর্মন এবং জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মন। মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জের বিডিও নরেশরাজ রাইকে পদত্যাগপত্র দেন গীতা। অন্যদিকে, একইদিনে মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের কাছে ইস্তফা দেন পম্পা।

মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ২৪ টি আসন ছিল। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ১৭টি আসনে জিতেছিল। তারপর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে বসেন পম্পা রায় বর্মন। এখন হঠাৎ এই পদত্যাগের কারণ কী? পম্পা বললেন, 'পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার জন্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেউ আমাকে কোনও চাপ দেয়নি। স্বেচ্ছায় সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।'

তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ ছাড়লেও মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসককে দেওয়া ইস্তফাপত্রে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন পম্পা। মেখলিগঞ্জে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির এভাবে ইস্তফা দেওয়ার প্রভাব সাধারণ মানুষের পরিষেবায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই

পম্পা রায় বর্মন এবং গীতা বর্মন।

> পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার জন্য সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেউ আমাকে কোনও চাপ দেয়নি।
>
> **পম্পা রায় বর্মন**
> *মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পদত্যাগী সভাপতি*

মেখলিগঞ্জের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দেখা মিলছিল না পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মনের। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও উঠে এসেছে। আবাস যোজনায় অনিয়ম, জব কার্ডে অনিয়ম সহ একাধিক বিষয়ে অভিযোগ তুলে প্রধানের বাড়িতে ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নিয়মিত না আসায় গ্রামের মানুষদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিক্ষুব্ধদের একাংশ তাই সেসময় প্রধানের পদত্যাগের দাবি তোলে।

এই পদত্যাগের কারণ কী স্থানীয় বাসিন্দাদের সেই অভিযোগ নাকি রাজনৈতিক চাপ? জানতে প্রধানকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়াও মেলেনি।

প্রধান দিনের পর দিন কার্যালয়ে আসছিলেন না বলে অচলাবস্থা ছিল জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এখন প্রধানের পদত্যাগের পর কি নতুন করে বোর্ড গঠন হবে? নাকি এই অচলাবস্থাই চলবে, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্যান খুলে আহত ছাত্রী

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক ফ্যান খুলে আহত হয়েছে এক ছাত্রী। বুধবার ঘটনাটি রাজারহাট বিদ্যাভবন হাইস্কুলে ঘটেছে। অষ্টম শ্রেণির ওই আহত ছাত্রী অঙ্কিতা রায় বর্তমানে এমজেএন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শ্রেণিকক্ষে ওই ফ্যানটি হঠাৎ করেই দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করে এবং সেটি ওপর থেকে খুলে পড়ে যায়। ফলে অঙ্কিতার কপালে আঘাত লাগে। আরও এক ছাত্রী সামান্য চোট পায়। এধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যালয়ের ফ্যান সহ নানা সরঞ্জাম নিয়মিত দেখভালের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ জুলাই : বিয়ারের বোতল পেটে ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টা। অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম কানাই দাস। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, জখম ব্যক্তি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উচ্ছেদ আতঙ্কে ঘুম উড়েছে ফালাকাটার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৫ জুলাই : নিজেদের জমি দখলমুক্ত করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামছে আলিপুরদুয়ার (১০) ডিভিশনের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আর এই খবর চাউর হতেই ফালাকাটা শহরের বুক চিরে যাওয়া মেইন রোডের দু'ধারের হাজার হাজার ব্যবসায়ীর রাতের ঘুম উড়েছে। ফালাকাটা মেইন রোডটি মূলত ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে চিহ্নিত। শহরের যাবতীয় মূল অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি তথা বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে এই রাস্তার দু'পাশজুড়ে। এবার সেই সমস্ত দোকান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকেই স্বেচ্ছায় জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে কর্তৃপক্ষের তরফে। আগামী দু'-একদিনের মধ্যেই গোটা শহরজুড়ে এই মর্মে মাইকিং করে ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারি জায়গা খালি না করলে সরাসরি আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে, এমন আশঙ্কায় এখন থমথমে ফালাকাটা ব্যবসায়ী মহল। যদি সত্যিই এই উচ্ছেদ অভিযান সফল হয়, তবে ফালাকাটা শহরের অর্থনৈতিক ছবিটাই বদলে যাবে।

আলিপুরদুয়ার (১০) ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জিতেন্দ্র প্যাটেল বলেন, 'সরকারি জমি সরকার নিয়মানুযায়ী নিজের অধীনে নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা জাতীয় সড়কের নির্ধারিত আইন ও নিয়ম মেনেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করব।'

- মেইন রোডে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করার তোড়জোড় শুরু
- কয়েক হাজার ব্যবসায়ী উচ্ছেদ আতঙ্কে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হবে মাইকিং
- সড়ক সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কারণে কড়া অবস্থান কর্তৃপক্ষের

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'বীরপাড়া থেকে বক্সিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কটি কৌশলগত ও বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তার আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে এই সড়কের নিজস্ব জায়গা সুরক্ষিত রাখা একান্ত জরুরি। ভবিষ্যতে যাতে রাস্তা চওড়া বা সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে কোনওরকম আইনি বা পরিকাঠামোগত জটিলতা তৈরি না হয়, তার জন্যই এখন এই জবরদখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সড়ক বিভাগ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কটি বীরপাড়া চৌপথি থেকে শুরু হয়ে কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট পর্যন্ত প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। অভিযোগ, দীর্ঘ পথের ফালাকাটা, ঘোকসাডাঙ্গা এবং বক্সিরহাটের মতো বহু এলাকায় রাস্তার দু'পাশ সম্পূর্ণ গিলে খেয়েছে জবরদখলকারীরা। ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি রানা চৌধুরী বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পরেই মেইন রোড খালি করার এই খবরটি আমাদের কানে আসছে। তবে পুরো বিষয়টি এখনও আমাদের কাছে প্রশাসনিক স্তরে স্পষ্ট নয়। আমরা খুব শীঘ্রই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করব।'

নিকাশি সমস্যায় জেরবার বাজার

সুখময় সরকার

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ জুলাই : বুধ ও রবিবার, সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি অঞ্চলের সুপার মার্কেটে। অথচ, জলনিকাশির কোনও পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত নেই বলে অভিযোগ। ফলে, বৃষ্টির মরশুমে জল জমে যায় বাজার চত্বরে। আর একবার জল জমে গেলে তা বেরিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। তাই বর্ষাকালে কার্যত নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হন ক্রেতা, বিক্রেতা সকলে। এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ, সুপার মার্কেটে স্টলের ভাগবাঁটোয়ারার কাজও থমকে রয়েছে দীর্ঘদিন। তাই চরম ভোগান্তির মধ্যে পসরা সাজিয়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন হাটে আসা বিক্রেতারা।

২০১৭ সালের শেষ দিক

সুপার মার্কেটে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা।

থেকে পুরোদমে চলতে থাকা এই সুপার মার্কেটটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে রেগুলেটিং মার্কেট কমিটি। এই সব সমস্যার বিষয়ে মার্কেট কমিটির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বিস্তারিত কিছু জানাতে চাননি। এ বিষয়ে আরএমসির এক আধিকারিক বলেন, 'বাজারের জলনিকাশি ও স্টল বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

সবজি ব্যবসায়ী সুজিত রায় বলেন, 'বর্ষাকাল এলেই বাজার চত্বরের বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জল জমে থাকায় অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে দোকান সাজানো, ক্রেতাদের চলাচল এবং ব্যবসা পরিচালনা। ফলে প্রতিদিনই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।' আরেক ব্যবসায়ী কমল রায় বলেন, 'সুপার মার্কেটটি বহু বছর আগে তৈরি। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী ও কার্যকর জলনিকাশি ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি বাজারের স্টল বণ্টনের কাজও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে, বহু ব্যবসায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যেই ব্যবসা

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩

প্রতিবাদের নাম সোনম

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি পরমতসহিষ্ণুতা, আলোচনা এবং সহমর্মিতা। কিন্তু নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকের ১৮ দিনের অনশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একরোখা উদাসীনতা গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। লাদাখের বরফগলা জল বাঁচানোর লড়াই থেকে শুরু করে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় যিনি বারবার দেশবাসীকে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার পাঠ দিয়েছেন, সেই সোনম এখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছেন।

নিট সহ একাধিক জাতীয় স্তরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অবস্থান চলছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি)। সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে অনশনে বসেছেন সোনম। তাঁর শরীর ভাঙতে শুরু করেছে, ওজন ও রক্তচাপ কমেছে। গোটা দেশ তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। এতকিছুর পরেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যাচ্ছে হিমশীতল নীরবতা ও চরম উদাসীনতা।

ওয়াংচুকের এই অনশন এই প্রথম নয়। এর আগে তিনি লাদাখের পরিবেশ রক্ষা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে দিনের পর দিন খোলা আকাশের নীচে অনশন করেছিলেন। রাষ্ট্র সেইসময় দমনপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল কঠোর জাতীয় সুরক্ষা আইন (এনএসএ)। ৬ মাস জেলে বন্দি থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পান। তাঁর ওপর অন্যায়ভাবে চাপানো সেই কালাকানুন তখন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় কেন্দ্র।

শিক্ষা ব্যবস্থার চরম বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ওয়াংচুকের জীবন বাজি রেখে অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কর্তব্য ছিল তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসা। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই বেপরোয়া উদাসীনতা কেবল ব্যক্তির প্রতি অসম্মান নয়, বরং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোটি কোটি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারে, তখন সরকার অহংকারের ঊর্ধ্বে উঠে আলোচনার টেবিলে বসতে পারছে না।

এর আগে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সময়েও কেন্দ্রের বেপরোয়া মনোভাব দেখা গিয়েছিল। শেষমেশ অবশ্য সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সোনমের ক্ষেত্রে এখনও তেমন আভাস নেই। সোনমের আন্দোলনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উদ্ধব ঠাকরে, এমএ বেবি প্রমুখ বিরোধী নেতারা সমর্থন করেছেন।

শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, দেশের সুশীল সমাজ ও সংস্কৃতি জগৎও প্রতিবাদ জানিয়েছে। শাবানা আজমি, স্বরা ভাস্কর, জিনাত আমান প্রমুখ বলিউড ব্যক্তিত্ব মুখ খুলেছেন। সমাজমাধ্যমে 'আই সাপোর্ট সোনম' প্রচার দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়েছে। এই জোয়ার প্রমাণ করে, ওয়াংচুকের অবস্থান কেবল দলীয় কর্মসূচি নয়, বরং দেশের সব অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর প্রাণের দাবি।

কংগ্রেস আলাদাভাবে শিক্ষা দুর্নীতি এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তুলেছে। কিন্তু ওয়াংচুকের অনশনমঞ্চে রাহুল গান্ধি বা তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। শশী থারুর, অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো দলীয় নেতারা ব্যক্তিগত স্তরে পাশে থাকার বার্তা দিলেও, কংগ্রেস এখনও সোনমের আন্দোলন থেকে দূরত্ব রাখছে। এই দূরত্ব নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

ওয়াংচুকের আন্দোলন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ। কংগ্রেস হয়তো এই মঞ্চে সরাসরি যোগ দিয়ে আন্দোলনটিতে দলীয় রাজনীতির স্পর্শ দিতে চাইছে না। আবার অন্য ছুঁতমার্গ কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্নও এড়ানো যাচ্ছে না। পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়া মানে কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর স্বপ্ন এবং পরিশ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া। ওয়াংচুক সেই ভাঙা মেরুদণ্ডকে সোজা করার দাবিতে নিজের শরীরকে ক্ষয় করছেন।

জনগণের ন্যায়সংগত ক্ষোভকে বেশিদিন উপেক্ষা করে কোনও সরকার টিকতে পারে না। সরকারের উচিত অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে ওয়াংচুকের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলঙ্কমুক্ত করতে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ করা।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

সাধুর অতীত, পাপীর ভবিষ্যৎ ও পাটিগণিত

ঘাসফুল শিবির ছেড়ে তিন ওজনদার নেতার রাতারাতি পদ্ম শিবিরে যোগদান এবং রাজ্যসভার টিকিট প্রাপ্তি প্রমাণ করল, বর্তমান রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার নির্লজ্জ পাটিগণিতই শেষ কথা।

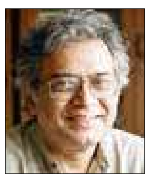

শুভময় মুখোপাধ্যায়

ভোল বদল।। পদ্মবনে ঘাসফুলের তিন।-ফাইল চিত্র।

প্রকৃতির নিয়মে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। দুধ জমে দই হতেও একটা গোটা রাত পেরোয়। কিন্তু বঙ্গ রাজনীতির নতুন ব্যাকরণে অসম্ভব বলে কিছু নেই! সকালে যিনি শাসকদলের 'অত্যাচারী' মুখ, দুপুরে শিবির বদলালেই তিনি একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা 'সাধু'। আর বিকেল গড়ানোর আগেই তাঁর পকেটে চলে আসে সংসদের উচ্চকক্ষের টিকিট! মাত্র কয়েক ঘণ্টার এই রাজনৈতিক ভোজবাজি দেখলে পিসি সরকারের মতো তাবড় জাদুকররাও হয়তো লজ্জায় মুখ লুকোবেন। সুস্মিতা দেব, সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো তিন হেভিওয়েট নেতার এহেন অভাবনীয় গেরুয়া-উত্থান বাংলার আমজনতার মনে আজ এক তীব্র প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে—রাজনীতি কি তবে শুধুই নীতিহীন কেনাবেচার খোলা বাজার? এখানে কি আদর্শের সত্যিই কানাকড়িও দাম নেই?

এই নির্লজ্জ দলবদল আর টিকিটের ঝড়ের মাঝেই সমাজমাধ্যমে একটি পুরোনো ভিডিও বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়টা খুব বেশিদিন আগের নয়, গত বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের কথা। আলিপুরদুয়ারের এক তপ্ত নির্বাচনি জনসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের তৎকালীন শীর্ষনেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই প্রকাশ চিকবড়াইকের বিরুদ্ধেই রীতিমতো আগুন উগরে দিয়েছিলেন। প্রকাশবাবুর নাম ধরে সেদিন তিনি গর্জে উঠেছিলেন। তোলাবাজি, গোরু পাচার, বেআইনি বালি খাদান থেকে শুরু করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের হয়ে তল্পিবাহকতা করার সমস্ত গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

কিন্তু আজ? ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আজ সুকান্তবাবু সম্পূর্ণ নীরব। কারণ আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর এই প্রকাশ চিকবড়াইকই সংসদে তাঁর দলের সহকর্মী হবেন। সুকান্তবাবু বসবেন লোকসভায় আর প্রকাশবাবু রাজ্যসভায়—কক্ষ আলাদা হলেও, পরিচয় হবে একই দলের সাংসদ! সাংবাদিকরা এই নিয়ে সুকান্তবাবুকে চেপে ধরলে তিনি রীতিমতো দার্শনিকের অবতার। বলছেন, 'আমাদের কাছে ভালো তৃণমূল বলে কিছু হয় না, ওটা সোনার পাথরবাটি!' তাহলে এই তিন নব্য রত্ন কোন ক্যাটিগোরিতে পড়েন? সুকান্তবাবুর সলজ্জ জবাব, 'বৃহৎ লক্ষ্যটা সবসময় সাধারণ চোখে দেখা যায় না, সময় এলে ঠিক বুঝতে পারবেন।' অর্থাৎ, অঙ্কের খাতা মিলছে না দেখে এখন 'অদৃশ্য বৃহৎ স্বার্থের' থিওরি আওড়াতে হচ্ছে তাঁকে।

সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছে মাঠে ময়দানের সেই নীচুতলার কর্মীদের, যাঁরা বুক দিয়ে নিজেদের দলটাকে ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। প্রকাশ চিকবড়াইক যখন শাসকদলের দাপুটে নেতা ছিলেন, তখন তাঁর শিবিরের চোখরাঙানি আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিজেপির বহু সাধারণ কর্মী মার খেয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জেলে ধুঁকেছেন। আজ সেই রক্তাক্ত কর্মীরাই দেখছেন, যাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত হলেন, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত তকমা পাওয়া নেতাই আজ তাঁদের মাথায় চড়ে বসেছেন! শুধু তাই নয়, শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে দিল্লির সর্বোচ্চ সভার টিকিট দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। এর চেয়ে বড় রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?

রাজ্যসভায় আসন সংখ্যা বাড়াতে দিল্লির হাইকমান্ডের নির্দেশে তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট নেতাকে রাতারাতি দলে টেনে বিজেপি প্রমাণ করল, বর্তমান রাজনীতিতে আদর্শ শুধুই কথার কথা। ডিলিমিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশের তাগিদে রাজ্য নেতাদের পুরোনো নীতিবাক্য গিলে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে। ক্ষমতার এই নগ্ন লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত ও হতাশ হলেন সেই নীচুতলার সাধারণ কর্মীরা, যাঁরা এতদিন এই দলবদলু নেতাদের দাপট ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছেন।

তৃণমূল স্তরের এই ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নামতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। দলের কর্মীসভায় তাঁকে রীতিমতো ফতোয়া জারি করতে হয়েছে— 'শমীক ভট্টাচার্যকে নিয়ে কোনও পোস্ট করবেন না, গালাগালি দেবেন না। এর পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আছে। সাংসদদের নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না।' অর্থাৎ, ওপরতলার নির্দেশে ঘাড় নীচু করে সব হজম করতে হবে নীচুতলাকে।

পর্দার আড়ালে বিজেপির থিংকট্যাংক ক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করতে এখন একটা চটকদার ক্যাপসুল গেলানোর চেষ্টা করছে। তাদের অলিখিত যুক্তি— এই তিনজন পদত্যাগ না করলে রাজ্যসভার আসনগুলো বিরোধী জোটেরই থেকে যেত। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সংসদে যখন ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো ভোটের জন্য আসবে, তখন দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে উচ্চকক্ষের প্রতিটি ভোট সোনার চেয়েও দামি। তাই ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির মতো ঐতিহাসিক উদাহরণের মোড়ক টেনে কর্মীদের ক্ষোভ ঠান্ডা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে কি আদৌ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে? বিশেষ করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অবস্থাটা আজ সবচেয়ে করুণ। এমনিতে বাঙালি ভদ্রলোক মার্কা একটা ক্লিন ইমেজ আছে শমীকবাবুর। গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, সাহিত্য-নাটকের চর্চা আছে, তাই শহুরে বাঙালি মধ্য-উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছে তাঁর একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তিনিই কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে গলা ফাটিয়ে বলেছিলেন যে, কোনও দলবদলু বা তৃণমূল নেতার জন্য বিজেপির দরজা আর কোনওদিন খুলবে না। দলের আর এক প্রবীণ নেতা রাহুল সিনহাও মাত্র কয়েকদিন আগে জোর গলায় বলেছিলেন, যদি কোনও বিজেপি নেতা তৃণমূলিদের দলে ঢোকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁকেই বহিষ্কার করা হবে।

আর আজ? দিল্লির হাইকমান্ডের নির্দেশে শমীকবাবুরা নিজেদের পুরোনো নীতিবাক্য অবলীলায় গিলে বসে আছেন! সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীকবাবুকে এখন বলতে হচ্ছে, 'এঁরা প্রত্যেকেই গুণীজন, বিদগ্ধ মানুষ। এঁদের নামের আগে দলত্যাগী বা তৃণমূলি শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না।' শুধু তাই নয়, নিজের ভোল বদলকে জাস্টিফাই করতে তিনি এক বিখ্যাত প্রবাদের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, 'এমন কোনও সাধু নেই যাঁর কোনও অতীত নেই, আবার এমন কোনও পাপী নেই যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।' অর্থাৎ, এক নিমেষে তৃণমূলের 'পাপীরা' বিজেপিতে এসে ভবিষ্যৎ গড়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন!

বিজেপির অন্দরে তৈরি হওয়া 'তৃণমূলিকরণ' বিতর্ক ঢাকতে শমীকবাবু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ টেনে এনে বলেছেন, 'নেতার থেকে দল বড়, আর দলের থেকে দেশ বড়।' কিন্তু দরজা চিরকাল বন্ধ থাকবে বলা সত্ত্বেও কেন তাঁদের নেওয়া হল—এই অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাবে তিনি ইংরেজি প্রবাদ আউড়ে বলেছেন, 'Exception Proves the Law' (ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রমাণ করে)। এটি নাকি এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজনে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কিন্তু শমীকবাবু ক্যামেরার সামনে যতই 'ব্যতিক্রম'-এর তত্ত্ব আওড়ান না কেন, বাস্তব চিত্রটা ভয়ানক। এই 'ব্যতিক্রম'-এর ফাঁক গলে রাতারাতি পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল আশ্রিত সিন্ডিকেটরাজ থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ঘাসফুলের বদলে বিজেপির পতাকা ওড়াতে শুরু করেছে। তারা বুঝে গিয়েছে, ওপরতলার আশীর্বাদ থাকলে দরজা খুলতে বেশি সময় লাগে না। আসলে রাজ্য বিজেপির এখানে কোনও হাতই ছিল না, এটা সম্পূর্ণ দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক মরিয়া বাধ্যবাধকতা। বিল পাশের তাড়ায় দিল্লির বড় বাবুরা যখন সংখ্যার জন্য ছটফট করছেন, তখন শমীকবাবুদের মতো রাজ্য নেতাদের নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্রেফ রাবার স্ট্যাম্পের মতো ঘাড় নাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

এই পুরো খেলাটা বাংলার রাজনীতির একটা গভীর ও অন্ধকার সত্যকে বেআব্রু করে দেয়। ক্ষমতার শীর্ষ স্তরে থাকা নেতারা কোনও ব্যক্তিগত ঝুঁকি বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এক লহমায় এপার থেকে ওপারে চলে যান। তাঁদের জন্য সব দলেই লাল গালিচা পাতা থাকে। কিন্তু নীচুতলার সাধারণ কর্মীরা? তাঁরাই শুধু মাঠে নেমে একে অপরের মাথা ফাটান, খুন হন আর পুলিশের লাঠি খান। নেতারা যখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে নতুন দলের টিকিট হাতে হাসিমুখে ছবি তোলেন, তখন কোনও এক দরিদ্র কর্মীর মা হয়তো হাসপাতালের মর্গের বাইরে তাঁর একমাত্র সন্তানের লাশের অপেক্ষায় অঝোরে কাঁদেন।

রাজনীতির এই নগ্ন রূপ সব দলের কর্মীদের জন্যই এক মস্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়। আদর্শ বা নীতি— এগুলো কি তবে শুধুই নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর সুন্দর মোড়ক? এই তিন নেতা সহজেই রাজ্যসভায় যাবেন, সংসদে সংখ্যার অঙ্কে হয়তো বিজেপি বাজিমাত হবে। কিন্তু এর ফলে দলমতনির্বিশেষে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে যে গভীর অনাস্থা আর ক্ষতের সৃষ্টি হল, তা কি সহজে মিটবে? ক্ষমতার এই নগ্ন লড়াই প্রমাণ করে দিল, আজকের দিনে রাজনীতিতে কোনও স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নেই, আছে কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ আর ক্ষমতার মোহময় চেয়ার।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯০৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণা আসফ আলির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

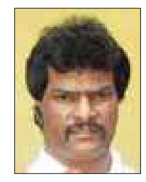

প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ধনরাজ পিল্লাইয়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই রইলাম। কেবল এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলাম। ওই ঘরে হয়তো সুখের পালঙ্ক ছিল। ওই ঘরে হয়তো একটা খাটিয়া আছে। আমি খাটিয়াকেই বেছে নিলাম। কেননা ইডির চেয়ে 'এবি' বেশি ভয়ংকর। দল ছাড়ার মূল কারণই অভিষেক। তৃণমূলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

- মদন মিত্র

ভাইরাল/১

লাগেজ বেল্টকে এসকালেটার ভেবে উঠে পড়েন ৭৪ বছর বয়সি বৃদ্ধা। রাশিয়ার বিমানবন্দরের ভিডিও ভাইরাল। লাগেজ বেল্টে উঠে পড়ার পর ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। চলে যান লাগেজ সর্টিং এলাকায়। তাঁকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

শাড়ি পরে তাজমহল দর্শনে এসেছিলেন আর্জেন্টাইন মহিলা। তাঁর শাড়ির কুঁচি-আঁচল খুলে যেতে থাকে। জনসমক্ষে শাড়ি সামলাতে না পেরে অস্বস্তিতে পড়েন বিদেশিনী। এক মহিলা কনস্টেবল শাড়িটি সুন্দরভাবে পরিয়ে দেন। পুলিশের আন্তরিকায় মুগ্ধ বিদেশিনী।

জনমন

জনমত

শিবমন্দিরে চোরের উপদ্রব

আমরা শিবমন্দিরের বাসিন্দা। স্বামীর চাকরি সূত্রে কোচবিহারে থাকি। ছুটিছাটা সেভাবে না পাওয়ায় বেশিরভাগ সময় শিবমন্দিরের বাড়িতে তালা দিয়ে আসতে হয়। ২০ জুন প্রতিবেশীর থেকে জানতে পারি, শিবমন্দিরের বাড়িতে চুরি হয়েছে। ইনডাকশন, প্রেশার কুকার সহ সব বাসনপত্র, বালতি, লোহার রড, জামাকাপড়– কিছুই নেই।

এর আগে ২০১৯ সালের শেষের দিকে একবার রান্নাঘরের জানলার গ্রিল ভেঙে ১৪ কেজি ওজনের নতুন সিলিন্ডার, দুটো পাম্প মেশিন, গ্রিল ও দুটো চাপাকল চুরি যায়। শিবমন্দির এলাকায় পুলিশের পেট্রল ডিউটি নেই, পুলিশ ফাঁড়ি নেই, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর নেই।

এমতাবস্থায় দিনের পর দিন চুরি হতে থাকলে চাকরি সূত্রে বাইরে থাকা এবং অসুখবিসুখ হলে বাইরে চিকিৎসা করতে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। এভাবে দিনের পর দিন চুরি হলে চোর ধনী হবে আর আমরা গরিব হয়ে যাব। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শর্মিলা চক্রবর্তী সরখেল, কোচবিহার।

সরকার বদলালেও প্রশান্ত অশান্তই

অসাধু, ধূর্ত ও দুর্বৃত্তদের জন্য অনেক উপমা রয়েছে। আমাদের রাজ্য তো এদের মহামিলন ক্ষেত্র, রাজগঞ্জের মতো জায়গায় এর আবির্ভাব বেশ নজরকাড়া। প্রশান্ত বর্মন, প্রাক্তন বিডিও- বিরাট তাঁর দাপট! পুলিশ তো ছাড়, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টও তাঁর কাছে খেলনা পুতুল।

পুলিশের সামনে দিয়ে হুহু করে চলে যাচ্ছেন, অথচ পুলিশ দেখতে পায় না। কত বড় ম্যাজিশিয়ান, পিসি সরকার তো নস্যি, এ এক বিরাট জাদুকর! আমার মনে হয় জেলাগুলোর থানার প্রবেশদ্বারে ওঁর মূর্তি বসানো উচিত। পুলিশের কাছে এ এক মহামানব।

বিগত সরকারের পুলিশ নাকি সরকারের দাস ছিল, নিশ্চয়ই অর্ডার ছিল প্রশান্তকে ধরা যাবে না। যতই খুনের আসামি হোক, সোনার অসাধু কারবারি হোক বা বিডিও অফিস ওর মর্জিমতো চলুক- ওঁকে ধরা যাবে না। ভাবলাম, সরকার পালটেছে, এবার ওঁর হাজতবাস অবধারিত। কিন্তু এ কী! প্রায় দু'মাস হয়ে গেল নতুন সরকার এল, তাও প্রশান্ত অশান্তই। যেমন চলছে তেমনই চলবে।

বর্তমান নেতারা অনেক 'চোর'কে শায়েস্তা করছেন, লকআপ পরিপূর্ণ, কিন্তু প্রশান্ত বহালতবিয়তে! কারণ নিশ্চয়ই দুই সরকারের ক্ষেত্রেই সমান বলে আমার মনে হয়। ওঁকে শাস্তি দিলে উভয় সরকারের অনেক গলদ প্রকাশ পাবে। তাই লাল-নীল আলো জ্বালিয়ে সারা রাজ্যে দুরন্ত গতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রশান্ত।

স্বপন দাস, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রথের দড়িতে বাঁধা চিরন্তন বিশ্বাস

পুরাণ, ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসের মেলবন্ধনে রথযাত্রা আজও কোটি মানুষের চিরন্তন মিলন উৎসব।

সনাতন পাল

রথযাত্রার প্রস্তুতি। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। -পিটিআই

আষাঢ় মানেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টির সঙ্গে বাঙালির স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে রথযাত্রা। উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের মাহেশ সহ বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এই লৌকিক উৎসবের মেলা বসে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ির রথযাত্রায় মহাভাবে হরির চরণে লুটিয়ে পড়তেন। তিনি নিজে কখনও পুরীর শ্রীক্ষেত্রে না গেলেও মাহেশের মেলায় এসেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাধারানি উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট ছিল মাহেশের এই ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় পুরীর রথের দড়ি ছুঁয়ে পুণ্য অর্জনে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। সাতদিন পর অনুষ্ঠিত হয় ফিরতি রথযাত্রা, যা বাংলায় 'উলটো রথ' নামে পরিচিত। ভগবান বিষ্ণুর চার ধামের অন্যতম এই তীর্থক্ষেত্রে অতীতে ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটলেও ভক্তদের আগমন এতটুকু ম্লান হয়নি। দিঘায় নতুন জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠলেও পুরী বা মাহেশের মতো দীর্ঘ ঐতিহ্য এখনও সেখানে তৈরি হয়নি। ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ইসকনের উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রথযাত্রার প্রসার ঘটে। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত কাহিনী ও তা ঘিরে গড়ে ওঠা লোকবিশ্বাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মনে জগন্নাথ দেবের এক মূর্ত ধারণা তৈরি করেছে।

সংস্কৃত ভাষায় 'রথ' শব্দের অর্থ চক্রযুক্ত যান এবং 'যাত্রা' বলতে বোঝায় গমন বা শোভাযাত্রা। রথের দড়ি স্পর্শ করা বহু পুণ্যের ফল বলে ভক্তরা আজও বিশ্বাস করেন। আধ্যাত্মিকতার সমান্তরালে শ্রীচৈতন্য দেবের উদার ভাবধারা ধনী, দরিদ্র, মুচি, মেথর ও চণ্ডাল নির্বিশেষে রথযাত্রাকে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

পুরাণে শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামে খ্যাত এই ধামে বিষ্ণু নীলমাধব রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লোকবিশ্বাসে নীলমাধবের উপাসনার সঙ্গে সবর জনজাতির নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়, সবররা নিম কাঠে মূর্তি নির্মাণ করতেন বলেই শ্রীজগন্নাথের রূপ এখানে কৃষ্ণবর্ণের। বর্তমানে দৈতপতি সেবায়েত ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত, উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রথযাত্রার সময় বিগ্রহগুলি বড় দেউলের গর্ভগৃহ থেকে বের করে কাঠের তিনটি বিরাট রথে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরে (যা লোকমুখে 'মাসির বাড়ি' নামে পরিচিত) নিয়ে যাওয়া হয়। লোককথা ও পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দির গড়েন। তবে মূর্তি নির্মাণকালে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে অসন্তুষ্ট করায় তিনি অসম্পূর্ণ অবয়ব রেখেই চলে যান। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথির সোজা রথের কয়েক দিন পরের ফিরতি যাত্রাকে উলটোরথ বলে। কিছু ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ আছে, আগে বলাগুন্ডি নালার কারণে দুটি ভাগে মোট ছয়টি রথ লাগত, যা পরে রাজা কেশরী নরসিংহের আমলে নালাটি বন্ধ করে তিনটি রথে রূপান্তরিত করা হয়। একটি প্রচলিত মত অনুযায়ী গুণ্ডিচা ছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। বর্তমান রাজবংশ পরম্পরায় রথে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ছেরা পাহাঁড়া বা সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথ পরিষ্কারের প্রথা আজও চালু রয়েছে।

ভারতের দ্বিতীয় এবং বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রাটি ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মাহেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা, একশো পঁচিশ টন ওজন ও বারোটি চাকা বিশিষ্ট মাহেশের এই রথের পেছনে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। চতুর্দশ শতকে সাধু ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরীতে ভোগ রাঁধতে না পেরে তিনদিন অনশন করলে ভগবান স্বপ্নে তাঁকে মাহেশে ভাগীরথীর তীরে ভেসে আসা নিম কাঠে মূর্তি গড়ে পুজোর নির্দেশ দেন। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক এখানে মন্দির গড়েন। বর্তমান রথটি উনিশ শতকের শেষভাগে নির্মিত, যা হুগলির দেওয়ান ও শ্যামবাজারের বসু পরিবারের সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র বসু প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করান। এই মেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মাহেশের উল্লেখ এই মেলার সাংস্কৃতিক মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বজুড়ে নানা স্থানে রথযাত্রা পালিত হলেও পুরীর রথযাত্রা আন্তর্জাতিক পরিসরেও সবচেয়ে পরিচিত ও প্রভাবশালী ঐতিহ্যগুলির একটি।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরেক নাম ৩। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ ৪। পুত্র বা বালক ৫। ফল দেয় এমন, উপকারী বা সিদ্ধিদায়ক ৭। কিস্তি, বার, অবস্থা বা ব্যাপার ১০। যথার্থ, ন্যায্য বা প্রকৃত ১২। দান ও উপাসনা, দানব্রত ও ধর্মাচরণ ১৪। জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিক ১৫। মৃত্যুদণ্ড ১৬। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যার অর্থ মধ্য বা ভিতর।

উপর-নীচ : ১। পণ্ডিত, পারদর্শী, অভিজ্ঞ ২। বাঁধানো বড় ও গভীর পাতকুয়ো ৩। নিমফল বা নিমগাছ ৬। রোজ ৮। বাংলা বছরের একটি মাস ৯। অতি দানশীল ১১। কুৎসিত অক্ষর, বিশ্রী হাতের লেখা ১৩। চাপরাস, নিয়োগ বা পদের নির্দেশক পরিচ্ছদ, পদক।

সমাধান ■ ৪৪৯৭

পাশাপাশি : ২। শশধর ৫। সেতার ৬। বালগোপাল ৮। কালা ৯। ধাম ১১। আতরদান ১৩। মারীচ ১৪। কারাগার।

উপর-নীচ : ১। ডিসেম্বর ২। শর ৩। ধকল ৪। বখিল ৬। বালা ৭। গোতম ৮। কান্ডার ৯। ধান ১০। জলচল ১১। আদিম ১২। দাদরা ১৩। মার।

বিন্দুবিসর্গ

ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে হাইকোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙতে এবার দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। তাঁকে বলপূর্বক খাওয়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে আদালতে। লাগাতার ১৮ দিন ধরে অনশনের জেরে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে সোনমের। ওজনও কমেছে অনেকটাই। এই অবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারের উদ্দেশে নোটিশ জারি করেছে হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে।

আবেদনকারী আইনজীবী রাকেশকুমার সাইনি মামলায় বলেছেন, ওয়াংচুক অনশন জারি রাখলে আগামী দু-দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খাওয়ানো যায় তার জন্য কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়ে ১৮ দিন পর গণ অনশনের ডাক দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

এক্সে তিনি লিখেছেন, 'সোনম ওয়াংচুক এবং দেশের পড়ুয়াদের প্রতি সংহতি জানিয়ে আগামীকাল ১ দিনের গণঅনশনে যোগ দিন।' সিজেপির তরফে ২০ জুলাই সংসদ ভবন পর্যন্ত একটি মিছিলেরও ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব মুখ না খুললেও সোনমের পাশে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। সোনমকে অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সোমবার থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মঞ্চে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার সুযোগ পাব।'

এফআইআর ৪ ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১৫ জুলাই : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে জড়িয়ে 'ই২০' পেট্রোল সংক্রান্ত ভুয়ো তথা মানহানিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে নাগপুর সাইবার পুলিশ জনপ্রিয় ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ সহ চার সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। বিজেপির নাগপুর সোশ্যাল মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক শিশির অরুণ ত্রিপাঠীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি রুজু হয়েছে। মণীশ কাশ্যপ ছাড়াও এফআইআরে নাম থাকা অন্য তিন ইনফ্লুয়েন্সার হলেন, ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল 'দেশি বয়েজ', হর্ষিত রাঠি এবং অঙ্কলেশ ইনওয়াতি।

২ বাংলাদেশি মহিলার জেল

মুম্বই, ১৫ জুলাই : মহারাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসের অপরাধে দুই বাংলাদেশি মহিলাকে দু-বছরের জেলের নির্দেশ দিল থানের এক আদালত। দোষী সাব্যস্তদের নাম শাহনাজ বিলাল সদ্দার (৪৩) এবং হাসিনা জব্বার খান (৪৫)। কারাবাসের পাশাপাশি আদালত তাঁদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে এবং সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ২০২৪-এর ৩ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মিরা রোড এলাকায় পুলিশের মানব পাচার বিরোধী শাখা অভিযান চালিয়ে দু-জনকে গ্রেপ্তার করে।

অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করছেন চিকিৎসকরা। বুধবার যন্তরমন্তরে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

হামলায় ফের মৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আবহে ফের রক্ত ঝরল ভারতীয় নাবিকের। ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালীতে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী কন্টেনার জাহাজ 'জিএফএস গ্যালাক্সি'-তে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে পুনের বাসিন্দা, ৩০ বছর বয়সি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হেরম্ব কারমারকরের। রবিবার জাহাজটিতে হামলার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার তাঁর শ্বশুর বিবেক ট্যান্ডন সংবাদমাধ্যমকে জানান, জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা হেরম্বের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

মৃত্যুর ঠিক মুহূর্ত খানেক আগে বিপদ কেটে গিয়েছে ভেবে পরিবারকে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন হেরম্ব, 'জাহাজ নিরাপদেই উপসাগর পার করেছে।' সেটিই ছিল তাঁর শেষ কথা। শোকস্তব্ধ পরিবারের এখন একটাই আর্জি, তরুণের মরদেহ যেন দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

এই নিয়ে গত তিনদিনে মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় দু-জন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হল। মঙ্গলবারই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি তেলবাহী

ট্যাংকারে হামলায় রোহন কুমার নামে এক ভারতীয় নাবিক নিহত হন। চলতি সংকটে এ পর্যন্ত মোট ৯ জন ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই ধারাবাহিক হামলার তীব্র নিন্দা করে দিল্লিতে ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় কেন্দ্রীয় জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সভাপতিত্বে বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার 'সিফেয়ারার-ফার্স্ট' নীতিতে একগুচ্ছ বড় পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। এখন থেকে পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী ও ওমান উপসাগরে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজে থাকা ভারতীয়দের ট্র্যাক করতে একটি রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আক্রান্ত ভারতীয় নাবিকদের পরিবারের সহায়তায় একজন করে ডেডিকেটেড লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হবে, যিনি চিকিৎসা, বকেয়া বেতন ও মৃতদেহ ফেরানোর যাবতীয় বিষয় দেখভাল করবেন। এ ছাড়াও নাবিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য চালু করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন ব্যবস্থা।

২৫০০-র বেশি লোক নয়, চালু থাকবে যানবাহন

মমতার সভায় শর্ত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুলাই : বাম জমানায় যা হয়নি, রাম জমানায় তাই করতে বাধ্য হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মতলার মোড়ে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতি বছর ২১ জুলাই 'আবেগের' শহিদ সমাবেশের আয়োজন করতেন তিনি। এবার পুলিশি বাধায় কোথায় ওই সমাবেশ হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। শেষমেশ বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে নয়, বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একদিকের রাস্তা ব্যবহার করে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল শর্তসাপেক্ষে ওই কর্মসূচি পালন করতে পারবে। তবে সেখানে তাদের জনসমাগম ২৫০০ জনে বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট।

এদিন হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে সুবোধমল্লিক স্কোয়ার বা ব্রিগেডে কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাতে আপত্তি জানায় কালীঘাট তৃণমূল। তারা ভিক্টোরিয়া হাউস, এসপ্ল্যানেড ইস্ট বা ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছে সভা করার আর্জি জানায়। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'এসব জায়গায় সভার অনুমতি দিলে শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।' শেষমেশ শিঁকে ছেড়ে বিড়লা তারামণ্ডলের।

ববি, অরূপ, চন্দ্রিমা, অনুব্রতর পর এবার মদন মিত্রের মতো বিশ্বস্ত সঙ্গীও ঋতব্রত-তৃণমূলে শামিল হয়েছেন। তাঁরাও গান্ধি মূর্তির পাদদেশে পৃথক ভাবে ২১ জুলাই পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অবস্থায় ভাঙাচোরা সংগঠন নিয়ে একুশে সমাবেশ পালন করা যে রীতিমতো কঠিন সেটা বিলক্ষণ জানেন মমতা। নিজমুখে সেই চ্যালেঞ্জের কথা জানিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিড়লা

> **সকাল ১১টা থেকে কর্মসূচি শুরু হবে। পুলিশ যদি জোর করে অন্য জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় তাহলে বাঁধ ভেঙে এখানে চলে আসবেন।**
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারামণ্ডলে মিটিং হবে। আমি প্রতিবারের মতো ২০ জুলাই জায়গা পরিদর্শনে যাব। পুলিশকে অনুরোধ করব, যেন বিজেপি ও সেটিং পার্টি কোনও ঝামেলা না করতে পারে তা দেখতে। ডেকোরেটারসদের ভয়ও দেখাতে পারে। মনে রাখবেন, আমি খালি গলাতেও সভা করতে পারি।' আদালতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'সকাল ১১টা থেকে কর্মসূচি শুরু হবে। পুলিশ যদি জোর করে অন্য জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় তাহলে বাঁধ ভেঙে এখানে চলে আসবেন। দল থেকে অনেক বেইমান চলে গিয়েছেন। আমি একা থাকলেও শহিদ-তর্পণ করতাম।' হাইকোর্টের নির্দেশের পরই কালীঘাট তৃণমূল শহিদ সমাবেশের পোস্টার জারি করেছে। তবে তাতে শুধুমাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

এদিকে মমতা যতই আস্ফালন করুন, ২১ জুলাই তৃণমূলের প্রকৃত শহিদ সমাবেশ তাঁরাই করবেন বলে এদিনও দাবি করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি বৈঠকের পর তিনি অভিযোগ করেন, 'এতদিন শহিদ দিবসে শহিদ পরিবারের লোকজনেরা ব্রাত্য ছিলেন। নীচুতলার কর্মীরা যাঁরা রক্ত দিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন ২১-এর মঞ্চ তাঁদের। কোনও নাচাগানা হবে না। ২১ জুলাই বুঝতে পারবেন শহিদ পরিবার কাদের সঙ্গে রয়েছেন।' এদিনও অভিষেককে 'নটবরলাল' ও 'মাফিয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক।

ফুটবল টিমের সঙ্গে নিজের দলের তুলনা টেনে ঋতব্রত বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল আমাদের কাছে মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো নন, উনি হলেন সেই অরিজিনাল আর-নাইন। আর মদনদা আমাদের রোনাল্ডিনহো।' এদিকে শহিদ সমাবেশের সমর্থনে প্রচারের জন্য এদিন ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

বৃহত্তম পরমাণু কেন্দ্রে ঝুঁকি!

চেন্নাই, ১৫ জুলাই : ভারতের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তামিলনাড়ুর কুডানকুলাম পরমাণু কেন্দ্রের প্রায় ১৯ হাজার সংবেদনশীল নথি ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড লিকস নামে একটি আন্তর্জাতিক হ্যাকার গোষ্ঠী এই সাইবার হামলার দায় স্বীকার করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের অন্যতম ঠিকাদার সংস্থার সার্ভার থেকে প্রায় ৮.৫৮ লক্ষ ফাইল চুরি হয়। এই সার্ভারটি 'যোট্টা' নামে একটি তৃতীয় পক্ষের ভারতীয় ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা ছিল। ঠিকাদার সংস্থা আংশিক ডেটা ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করে ইতিমধ্যেই সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে।

ফাঁস হওয়া নথির মধ্যে রয়েছে কুডানকুলামের নির্মীয়মাণ ৩ ও ৪ নম্বর ইউনিটের ভেন্টিলেশন ও কুলিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লুপ্রিন্ট, কন্ট্রোল রুমের ফ্লোর লেআউট, সরঞ্জাম পরিদর্শন রিপোর্ট এবং সরবরাহকারীদের বিস্তারিত তালিকা। পরমাণু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই পরিকাঠামোগত গোপন তথ্য শত্রুভাবাপন্ন শক্তির হাতে পড়লে তা কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য 'চরম ঝুঁকি' তৈরি করতে পারে।

ইভি চার্জিংয়ে বিস্ফোরণ মৃত ২

নয়ডা, ১৫ জুলাই : বৈদ্যুতিক বাইকে (ইভি) চার্জ দেওয়ার সময় ব্যাটারি বিস্ফোরণে বুধবার দুপুরে নয়ডার ফেজ-৩ থানা এলাকার মামুরা গ্রামের একটি পাঁচতলা আবাসনে বিধ্বংসী আগুনে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ও হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে উদ্ধারকাজ চালিয়ে বহুতলে আটকে পড়া ৫০টি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আবাসনের মালিক ও লিজহোল্ডারকে আটক করেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন।

শাখে শাখে... *বুধবার গুয়াহাটিতে।*

পাওয়ারের এনডিএ যোগ নিয়ে চর্চা

মুম্বই, ১৫ জুলাই : তৃণমূল ভেঙে ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ এনসিপিআই-এর হাত ধরে আগেই এনডিএ-কে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন। আপের সাত রাজ্যসভার সাংসদও বিজেপিতে শামিল হয়েছেন। এনডিএ-র পাশে দাঁড়িয়ে একনাথ শিন্ডের শিবসেনাতেও নাম লিখিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরের গোষ্ঠীর একাধিক নেতা। এবার ইন্ডিয়া জোটকে অস্বস্তিতে ফেলে এনডিএ-র সঙ্গে কি সম্পর্ক মসৃণ করার পথে হাঁটতে চলেছেন বর্ষীয়ান এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও? সূত্রের খবর, কেন্দ্রের ডিলিমিটেশন বিলে সমর্থন জানাতে পারে শারদ পাওয়ারের দল। তেমনটা হলে গত অধিবেশনে ডিলিমিটেশন বিলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের যে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখা গিয়েছিল তা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।

তবে শারদ পাওয়ারের মেয়ে তথা এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে জল্পনা উড়িয়ে বুধবার এক্সে লিখেছেন, 'এই বিষয়ে আমি বা আমার দল এখনও পর্যন্ত কোনও সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলিনি। দলের মধ্যে এবং ইন্ডিয়া জোটে আলোচনা করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। কাজেই এই সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন।' এর আগে তিনি বলেছেন, 'সরকার যদি সমস্ত রাজ্যে ৫০ শতাংশ আসন বাড়ায় এবং সেটি কার্যকর করার দিন স্পষ্ট করে ফেলে তাহলে আমরা সমর্থন জানাব।' তবে ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে যে অবস্থানই হোক, বিজেপির সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে গাঁটছড়া বাঁধার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন সুপ্রিয়া সুলে। তিনি বলেন, 'আমাদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের গুজব রটছে। সবই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে। আমাদের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ইন্ডিয়াতেই আছি।'

শহিদ সমাবেশ করবে এনসিপিআই-ও

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : একুশে জুলাই তুমি কার? কংগ্রেস, কালীঘাট তৃণমূল, ঋতব্রত তৃণমূলের পর এবার ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিল এনসিপিআই-ও। বুধবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে দলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, তাঁরাও এবার ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করবেন। কাকলির সাফ কথা, 'শহিদ কিন্তু সবার। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তিনিও শহিদ। যিনি পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন, তিনিও শহিদ।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে কোনও আদর্শ বা বৃহত্তর স্বার্থে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। আমার শহিদ, তোমার শহিদ করা উচিত নয়।' কাকলি এও জানান, ২১ জুলাইয়ের ঘটনাটি তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। তাই ওই ঘটনাকে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া বিষয় হিসেবে দেখার বিরোধী তিনি। কাকলির বক্তব্য প্রসঙ্গে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এনসিপিআই অন্য দল। তাদের কেন ডাকতে যাব। আমাদের ফোকাস ২১ জুলাই।'

মোদি পারেন যুদ্ধ থামাতে

ওয়ারশ, ১৫ জুলাই : পুতিনকে থামাতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে এমনই দাবি করল পোল্যান্ডের উপবিদেশমন্ত্রী বার্তোশেভস্কি। তিনি জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ভারতের হস্তক্ষেপেই বিশ্ব পরমাণু যুদ্ধে এড়াতে পেরেছে। বিশ্বের অল্প কয়েকজন নেতার মধ্যে মোদি অন্যতম, যিনি প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রভাবিত করতে পারেন। কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এই যুদ্ধ থামাতে পারে ভারত।

নিরাপত্তা ফিরছে বুদ্ধ-পত্নীর

কলকাতা, ১৫ জুলাই : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাম অ্যাভিনিউয়ের বাসভবনে ফের নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হবে। ২০২৪-এর ৮ অগাস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ওই বাসভবন থেকে সরকারি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়।

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন অভিষেক

কলকাতা, ১৫ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে অবশেষে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে দু'বার হাজিরা এড়ানোর পর, বুধবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিধাননগর আদালতে উপস্থিত হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। আদালত চত্বরে বিশৃঙ্খলা বা ডিম ছোড়ার মতো ঘটনা আটকাতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আদালত সূত্রে খবর, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলে। তাঁকে দিয়ে এক পাতার একটি স্ক্রিপ্ট দু'বার পড়িয়ে সেই রেকর্ডিং ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আদালত থেকে বেরিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিষেক। এ দিন আদালতে উপস্থিত মামলার মূল অভিযোগকারী রাজীব সরকার সিআইডি-র তদন্তের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিনই রাজ্যজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলি এফআইআর রয়েছে, তার হিসাব চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। যার প্রেক্ষিতে

বিধাননগর আদালতের বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসা করিয়ে এক শিশুকন্যার হাত বাদ যাওয়ার ঘটনায় বিষ্ণুপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

রথযাত্রায় উৎসবের মেজাজে বাংলা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই : বৃহস্পতিবার রথযাত্রা। তার আগেই 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখর গোটা রাজ্য। কলকাতার ইসকন, হুগলির ঐতিহ্যবাহী মাহেশ, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় আচার, রথ টানা, মেলায় শামিল হবে লাখ মানুষ।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটাই প্রথম রথযাত্রা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ায় বহু জায়গাতেই এবার আয়োজনের পরিধি বেড়েছে। ইসকনের রথযাত্রায় প্রথা মেনে প্রথমবারের জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শুভেন্দু। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় অ্যালবার্ট রোডে ইসকনের মন্দিরে উপস্থিত হবেন তিনি। সেখানে কিছু শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান, আরতি, দেব বিগ্রহ দর্শন করে রথযাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রশিতে তাঁর হাতের টানেই প্রথম গড়াবে জগন্নাথ দেবের রথের চাকা। কলকাতার রথযাত্রা অনুষ্ঠানে শামিল হওয়ার পর নিজের জেলার রথযাত্রাতেও অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। অ্যালবার্ট রোড থেকে শুরু করে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, এক্সাইড মোড়, জওহরলাল নেহরু রোড, আউট্রাম রোড ঘুরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছবে ইসকনের রথ। সেখানেই প্রথা মেনে অস্থায়ী ভাবে তৈরি হয়েছে জগন্নাথ দেবের 'মাসির বাড়ি'। এই বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় গত বছর সোজা রথ থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল। এবছর দেশী ও বিদেশী মিলিয়ে সেই সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে কলকাতা শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। রথের রুট, মেলা প্রাঙ্গণ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন রয়েছে

প্রভু জগন্নাথ যখন রেলযাত্রী। বুধবার নদিয়ায়।

বাড়তি পুলিশ বাহিনী। লালবাজার সূত্রে খবর, রথযাত্রার জন্য কলকাতায় প্রায় দু'হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। শহরে ৮৬টি ছোট ও ৮টি বড় রথ বেরোবে। স্পর্শকাতর এলাকায় বাড়তি নজরদারির পাশাপাশি ড্রোন ও কুইক রেসপন্স টিমও মোতায়েন রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, হুগলির মাহেশে শতাব্দীপ্রাচীন রথযাত্রায় শামিল হবে বহু মানুষ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ৫৬ রকম ভোগ নিবেদনের পরই মহাপ্রভু রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করবেন। উত্তর ২৪ পরগনার সদর শহর বারাসতে ইসকন মন্দিরে ভিড় হবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই বসেছে রথের মেলা। বারাসত ইসকনের ম্যানেজার গিরিরাজ কৃপাদাসের কথায়, 'রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, মানুষের মিলনমেলা। প্রশাসনের থেকে সবধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। তারজন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই।' রথযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আমরা ন'দিন ব্যাপী বৃক্ষ বিতরণ করব। একইসঙ্গে গরিব ও দুঃস্থ মানুষের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদেরকে আমরা বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করব। 'প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।'

রথযাত্রা বাংলায় শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতিরও এক বড় উৎসব। মাহেশের শতাব্দীপ্রাচীন রথ থেকে কলকাতার ইসকন কিংবা বারাসতের জনসমাগম, সর্বত্রই আজ একই ছবি। রথের দড়িতে হাত রেখে ভক্তির টানেই আবারও এক সুতোয় বাঁধা পড়ল বাংলা।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রস্তুতি

চিত্ত মাহাতো

দিঘা, ১৫ জুলাই : স্নানযাত্রার পর 'অনসর' পর্ব কাটিয়ে বুধবার সুস্থ হয়ে ভক্তদের দর্শন দেবেন প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রা। দীর্ঘ অসুস্থতার পর আজ দুপুরে তাঁদের ৫৬ ভোগে এলাহি অন্নভোগ দেওয়া হবে। এই আধ্যাত্মিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে মঙ্গলবার থেকেই সৈকত শহর দিঘায় ভক্তদের ঢল নেমেছে। ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙানোর পর প্রতীকী স্নান ও নতুন পোশাকে সাজিয়ে সকাল ছয়টায় মন্দিরের দুয়ার খুলে দেওয়া হবে। পুরী ও মহিষাদলের ধাঁচে দিঘাতেও এবার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তৈরি হয়েছে পৃথক তিনটি রথ। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকালে 'পাহান্ডি বিজয়'-এর মাধ্যমে বিগ্রহগুলিকে রথে বসানো হবে। দুপুর একটায় রথেই ভোগ নিবেদনের পর, বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ শুরু হবে রথ টানা। এবারই প্রথম সাধারণ ভক্তরা এখানে রথ টানার সুযোগ পাবেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পর রথযাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। উৎসব ঘিরে বর্ণিল আলোয় সেজে উঠেছে দিঘা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সৈকত শহরকে; বসানো হয়েছে ব্যারিকেড ও সিসি ক্যামেরা, নজরদারি চলবে আকাশপথেও।

টেন্ডারে দুর্নীতি রুখতে নির্দেশিকা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুলাই : সরকারি টেন্ডারে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। একই সংস্থাকে বারবার টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া বা ঘুরপথে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো আর চলবে না। সরকারি টেন্ডারে (দরপত্র) স্বচ্ছতা আনতে এবং একই সংস্থাকে বারবার কাজ পাইয়ে দেওয়ার 'দুর্নীতি' বন্ধ করতে কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল সমস্ত সরকারি দপ্তরের জন্য এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। ক্ষমতায় এসেই দুর্নীতি দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছে নতুন সরকার, তারই অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও এজেন্সির চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে নিয়ম মেনে নতুন দরপত্র ডাকতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার না ডেকে কোনওভাবেই পুরনো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো বা পুনর্নবীকরণ করা যাবে না। সময়মতো টেন্ডার ডাকা না হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত গ্রাহ্য হবে না। সম্প্রতি একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, কেন নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকেই বারবার ঘুরেফিরে কাজ দেওয়া হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া মনোভাবের পরেই নবান্ন জরুরি ভিত্তিতে এই নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, এরপর থেকে টেন্ডারে কোনওরকম অনিয়ম ধরা পড়লে প্রশাসন কঠোর আইনি পদক্ষেপ করবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

তুঙ্গুস্কা বিস্ফোরণ রহস্য

১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা অঞ্চলে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। কয়েকশো বর্গকিলোমিটার জঙ্গলের প্রায় আট কোটি গাছ চোখের পলকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় হল, মাটিতে কোনও গর্ত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন এটি উল্কাপাত ছিল, নাকি ধূমকেতুর ধাক্কা।

শিম্পাঞ্জিদের ভয়ংকর যুদ্ধ

মানুষের মতো শিম্পাঞ্জিরাও যে রীতিমতো দল বেঁধে যুদ্ধ করতে পারে, তা সত্তরের দশকে তাঞ্জানিয়ায় প্রথম প্রমাণিত হয়। সেখানে শিম্পাঞ্জিদের দুই দলের মধ্যে চার বছর ধরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। একদল নিখুঁত কৌশল

করে বিপক্ষ দলের প্রতিটি পুরুষ শিম্পাঞ্জিকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের এলাকা দখল করে নেয়।

অস্ট্রেলিয়ার ইমু যুদ্ধ

১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এক অদ্ভুত যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষকদের ফসল বাঁচাতে সরকার সামরিক বাহিনী পাঠায়। বিপক্ষ

কোনও মানুষ নয়, বরং ছিল হাজার হাজার ইমু পাখি। মেশিনগান নিয়ে সেনাবাহিনী ইমুদের তাড়া করলেও, পাখিরা এত দ্রুত ছুটত যে তাদের গায়ে গুলি লাগত না। শেষ পর্যন্ত ওই যুদ্ধে পাখিদের কাছে মানুষের শোচনীয় হার হয়েছিল।

রহস্যময় শিলালিপি

আমেরিকার একটি নদীর ধারে ডাইটন রক নামের এক বিশাল পাথর পাওয়া যায়। এই পাথরের গায়ে এমন কিছু প্রাচীন লিপি এবং ছবি খোদাই করা আছে যা আজ পর্যন্ত কেউ পড়তে পারেনি। কেউ বলেন এগুলো প্রাচীন ফিনিশীয়দের লেখা, কেউ বলেন ভাইকিংদের, আবার কেউ দাবি করেন পর্তুগিজ নাবিকদের। এই শিলালিপি আজও এক অমীমাংসিত ধাঁধা।

রণংদেহি রাজু

চোপড়া, ১৫ জুলাই : ২০২১ সালের পর প্রথমবার চোপড়ায় জনসভা করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার কার্যত 'রণংদেহি' মেজাজে তিনি তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা প্রশাসনের মদতে লুট হয়েছে। মাস্টারমাইন্ড হচ্ছেন হামিদুল রহমান। এখন থেকে তাঁর গুন্ডাগিরি সব বন্ধ। হামিদুলকে অন্তত আমি বিধায়ক হিসাবে মানছি না।' পালটা হামিদুলের দাবি, সাংসদের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

চোপড়া ব্লকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় একটি সভা করে বিজেপি। রাজুকে দেখতে জনসভায় ভিড় উপচে পড়ে। সাংসদ প্রতি মাসে অন্তত দু'বার চোপড়ায় এসে বাসিন্দাদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চোপড়ায় সাংসদ কার্যালয় খোলার কথা জানান। বক্তব্যের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন রাজু। তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'উন্নয়নের কাজ নিয়ে সাংসদ এলে তাঁর গাড়ি আটকে কালো পতাকা দেখানো হত। এখন চোপড়ায় কেউ গুন্ডাগিরি, বদমায়েশি করলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে।'

বক্তব্য রাখার সময় হামিদুলের সম্পত্তির খতিয়ান তুলে ধরেন রাজু। তিনি বলেন, 'হামিদুল রহমান সাড়ে তিনশো কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। কীভাবে এত সম্পত্তি বাড়ল, তা কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত হবে।'

বিধবা ভাতা

প্রথম পাতার পর

মেখলিগঞ্জ বিজেপির উত্তর মণ্ডল কমিটির সম্পাদক অমিতাভ বর্মন বিষয়টি শুনে স্তম্ভিত। তিনি বলেন, 'ওই এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি একজন ভদ্র ও ভালোমানুষ। তিনি বয়স্ক ভাতার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁকে বিধবা ভাতা করে দেওয়া হয়েছে। এটা তৃণমূল সরকারের আমলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ও ব্লক স্তরে একটা অনিয়ম। আমরা এই বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে জানাব যাতে ভুল সংশোধন করে বয়স্ক ভাতায় বদল করা হয়।'

জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মন আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেন, 'আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তবে, তৃণমূল সরকারের আমলে দুয়ারে সরকার শিবিরে যদি ভুল করে বিধবা ভাতার ফর্ম ফিলআপ করে থাকেন, তাহলে এমনটা হতে পারে।'

ঋত-শিবিরে মদনও

প্রথম পাতার পর

বেশি রেহাই পেত। কিন্তু সে মাথানত না করে বাঘের মতো লড়ে যাচ্ছে।' 'আগামী ৫০ বছর ওরাই দেশের রাজনীতি করবে' বলে নিজের উত্তরাধিকারও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা।

তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি তলব করার সঙ্গে মদনের শিবির বদলের সম্পর্ক দেখছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি মামলার জেরে ওই তলব। মঙ্গলবার ইডি'র নোটিশ বাড়িতে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মদন পৌঁছে গিয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী সন্দীপন সাহার বাবা স্বর্ণকমল সাহার কাছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে পুর দুর্নীতি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মদন।

কিন্তু ইডি'র নোটিশ পাওয়ার পর সব তর্জন-গর্জন ভুলে ঋত-শিবিরে যোগ দিলেন। তবে শুধু মদন মিত্র নয়, বুধবার অভিষেকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন তৃণমূলের প্রাক্তন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলও। একটি মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন অতীতে মমতার স্নেহভাজন বলে পরিচিত এই নেতা। তাঁর অভিযোগ, 'আমি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে) বলেছি, চোখে দেখো না, কানে দেখো তুমি। আমি জেলে গেলাম কেন? কার জন্য গেলাম? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।'

তিনি আগে মুখ খুললে অভিষেক তাঁকেও জেলে ঢুকিয়ে দিতেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মদন। তাঁর ভাষায়, 'ওঁর (অভিষেক) জন্য অনেককে জেলে যেতে হয়েছে। যে মাল দেয়নি, তাকেই জেলে যেতে হয়েছে। মাল মানে টাকা, টাকা।' মমতা অবশ্য মনে করেন, যাঁরা তাঁর হাত ছেড়েছেন, তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত। গ্রেপ্তারি এড়াতে শিবির বদল করছেন। তাঁর কথায়, 'যাঁদের আমরা আমাদের প্রতীকে জিতিয়েছিলাম, তাঁদের অনেকের লাগেজ-ব্যাগেজ ছিল।'

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এসব জেনে মমতা তাঁদের দলে পদ দিয়েছিলেন কেন? মমতা ভিডিও বার্তায় সাফাই দিয়েছেন, 'এসব আমার জানা ছিল না।' উলটে এখন তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ ও এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিজেপি আমাদের কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে। বলা হচ্ছে, হয় ওদের কোলে গিয়ে দোলো নাহয় জেলে যাও। এখন সবাই বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে গিয়ে সাধু সাজছে। ওঁদের চলে যেতে দিন।'

মদন বুধবার মমতা শিবিরের সব ছেড়ে দেন। তবে 'যত পদ ছিল, সব কলাপাতায় লিখে দেওয়া পদ' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। বিধানসভায় ঋতব্রতের পাশে বসে কবিতা আউড়ে বলেন, 'এটা ঠিক যে আমি তৃণমূলের বিধায়ক। তবে শুধু তৃণমূলের বিধায়ক নই, আমি বাংলার বিধায়ক। বিধানসভার সদস্য। তৃণমূলের সব পদ ছেড়ে দিলাম মানে আমি দলের বিধায়ক নই।' মদন মিত্রকে তাঁর শিবিরের 'রোনাল্ডিনহো' ও অনুব্রতকে 'রোনাল্ডো' বলে মন্তব্য করেন ঋতব্রত।

মমতার অবশ্য বক্তব্য, 'কে চলে গেল, তাতে দলের কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ ও কর্মীদের সততা আছে। যতক্ষণ লড়াই শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমার কণ্ঠ কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। বেইমানরা যারা যাওয়ার যাক, আমি শূন্য থেকে আবার শুরু করব।'

নিরাপত্তায় জোর দিচ্ছে রাজ্য

সীমান্ত জেলায় নতুন থানা, ফাঁড়ি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির নিরাপত্তায় আরও জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেকারণে ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সীমান্ত লাগোয়া একাধিক জেলায় নতুন থানা এবং আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা জেলা মালদা, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিংয়ের নাম রয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাতেও নতুন থানা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা পেতেই পুলিশ মহলে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে রাজ্যের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো কাজ শুরু করা হয়েছে।'

পাচার থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ সহ একাধিক ইস্যুতে সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সেদিকে নজর দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের তরফে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় একশো শতাংশ কাঁটাতারের বেড়া নিশ্চিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এরই মাঝে এবার সীমান্ত লাগোয়া মালদা জেলায় নতুন করে তিনটি থানা ও দুটি আউটপোস্ট গড়ে তোলার বিষয়ে রাজ্যের তরফে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

চলতি মাসের ১০ তারিখ এনিয়ে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের এডিজির অফিসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে ভুটান ও নেপাল সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার নামও রয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুটান সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁয় পাশাখা আউটপোস্ট সহ মোট ছ'টি আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নেপাল সীমান্ত লাগোয়া দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়িতে পানিট্যাঙ্কি পিপি ও সুখিয়াপোখরি থানার অধীনে পশুপতি আউটপোস্ট গড়ার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীন এনজেপি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়িতে নতুন করে থানা গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

■ মালদা জেলায় নতুন করে তিনটি থানা ও দুটি আউটপোস্ট তৈরির নির্দেশ

■ আলিপুরদুয়ার জেলায় জয়গাঁয় পাশাখা আউটপোস্ট সহ ছ'টি আউটপোস্ট তৈরি হবে

■ খড়িবাড়িতে পানিট্যাঙ্কি পিপি ও সুখিয়াপোখরি থানার অধীনে পশুপতি আউটপোস্ট গড়ার কথা জানানো হয়েছে

> সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে রাজ্যের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো কাজ শুরু করা হয়েছে।
>
> **কালিয়াপ্পান জয়রামন**
> এডিজি, উত্তরবঙ্গ

শুধু সীমান্ত এলাকা নয়, উত্তরের জেলাগুলির অভ্যন্তরে অপরাধ দমনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করতে থানার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সেই মোতাবেক আলিপুরদুয়ার সহ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট পাঁচটি নতুন থানা তৈরির বিষয়ে রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের এডিজির তরফে শীঘ্রই এই চিঠি পাঠানো হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম থানার অধীনে থাকা বারবিশা আউটপোস্টকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। ওই প্রস্তাবেই কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানা ভেঙে গিতালদহ থানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যকে জানানো হবে। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানার অধীনে থাকা ক্রান্তি আউটপোস্টকে থানায় উন্নীত করার প্রস্তাব তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় দুটি নতুন থানা গড়ার প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সেই তালিকায় চোপড়া থানা ভেঙে দাসপাড়া থানা ও ইটাহার থানা ভেঙে দুর্গাপুর থানা গড়ার প্রস্তাব থাকছে।

পুলিশ মহলের শীর্ষকর্তাদের দাবি, উত্তরবঙ্গজুড়ে একাধিক নতুন থানা এবং আউটপোস্ট গড়ে উঠলে সীমান্ত এলাকার পাশাপাশি জেলাগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো হবে। সেইসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ অপরাধ দমনের কাজও অনেকটা সহজ হবে।

বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির সস্ত্রীক অরিজিৎ। জিয়াগঞ্জে।

দুই স্টেশনের উদ্বোধন করবেন মোদি

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়ি রোড এবং হলদিবাড়ি স্টেশন সংস্কার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৭ জুলাই ভার্চুয়ালি নবরূপে সেজে ওঠা এই দুই স্টেশন উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন মোট ৭৫টি স্টেশন উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি এবং হলদিবাড়ির সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েই জলপাইগুড়ি রোড এবং হলদিবাড়ি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সংস্কার করা হয়েছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন নবনির্মাণের জন্য ৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং হলদিবাড়ি স্টেশন নবনির্মাণের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।' যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে উন্নত টিকিট কাউন্টার, লিফট, ওয়েটিং রুম সহ আরও বিভিন্ন পরিষেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ডুবে মৃত শিশু

করণদিঘি, ১৫ জুলাই : করণদিঘিতে ডোবায় ডুবে এক ৭ বছরের শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুর নাম জিনা খাতুন। সে করণদিঘি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগদুয়ারিন গ্রামের বাসিন্দা তেজাবুল শেখের মেয়ে। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে ডোবার ধারে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল সে। হঠাৎ পা পিছলে ডোবার জলে পড়ে যায় জিনা। প্রতিবেশীরা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর তাকে জল থেকে উদ্ধার করেন। করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

সরকারি টাকা লুট

প্রথম পাতার পর

মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই সমিতির সম্পাদক গফুর মিয়াঁর ছেলে মকবুল হোসেন বর্তমানে স্কুলের ক্লার্কের দায়িত্বে রয়েছেন। খাতায়-কলমে তিনিই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অভিভাবকদের অভিযোগ, চাষের খেতের মধ্যে দোচালা টিনের একটি ঘর তুলে সেখানে মাদ্রাসা চালু করা হয়েছে। সরকারি অনুমোদিত মাদ্রাসার পরিকাঠামো এতটাই শোচনীয় যে সেখানে পঠনপাঠন কার্যত অসম্ভব। নেই বেঞ্চ, যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা। চারপাশে হাঁটুসমান জল ও কাদা। শৌচাগারেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ, খাতায়-কলমে পড়ুয়ার সংখ্যা বজায় রাখতে আশপাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাম ওই মাদ্রাসায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জাফর আলি বলেন, 'কয়েকদিন চাষের জমির মধ্যে বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসার ব্যানার লাগানো টিনের ঘরে স্কুল চলত বলে শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোনও পড়ুয়া বা শিক্ষককে দেখিনি।' আর এক বাসিন্দা সাফিজুল শেখের কথায়, 'শোলাডাঙ্গা চরের মধ্যে বছরখানেক আগে মাদ্রাসাটি গড়ে উঠেছে। কোনওদিন পড়ুয়াদের দেখিনি। তবে শুনেছি, যখন আধিকারিকরা পরিদর্শনে আসেন তখন দু'একদিনের জন্য পড়ুয়াদের নিয়ে এসে স্কুল চলছে, দেখানো হয়। তারপর সারাবছর আর কোনও খোঁজ থাকে না। সোজা ভাষায় পড়াশোনার নামে সরকারি টাকা তছরুপ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অভিভাবক জাভেদ ইসলাম ও তসলিমা খাতুন বলেন, 'শুধু নামেই সরকারি মাদ্রাসা। কিন্তু পরিকাঠামোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সরকার যখন স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। এখানে পরিকাঠামো না থাকায় আমাদের ছেলেমেয়েদের নাম মাদ্রাসায় নথিভুক্ত থাকলেও বাস্তবে তারা অন্য সরকারি বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করছে।'

বলরামপুর ইসলামি হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সম্পাদকের ছেলে তথা ক্লার্ক মকবুল হোসেন অবশ্য দাবি করছেন, 'স্কুল নিয়মিত চলে। বর্তমানে ৭১ জন পড়ুয়া রয়েছে। সরকার মাদ্রাসার অনুমোদন দিলেও ভর্তির পোর্টাল এখনও চালু করেনি। আমরা তো কোনও ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না। তাই আমাদের স্কুলের পড়ুয়ারা সরকারি অন্য বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।' এ বিষয়ে জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক রাখি পালকে ফোন করেও কোনও সাড়া মেলেনি।

বন্ধ চা বাগান খোলার উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ১৫ জুলাই : উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগানগুলির জট কাটিয়ে অচলাবস্থা দূর করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল রাজ্য শ্রম দপ্তর। গত রবিবার উত্তরকন্যায় সংশ্লিষ্ট নানা মহলকে নিয়ে আয়োজিত পৃথক পৃথক বৈঠকে জট খোলার যে ইঙ্গিত শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং দিয়েছিলেন, সেই মোতাবেক এবার বাস্তবে কাজ শুরু হয়ে গেল। পরিচালক ছেড়ে চলে যাওয়া বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগান নিয়ে আগামী শুক্রবারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বন্ধ বাগানগুলি খোলানোর ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে শাসকদল বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিই ছিল বন্ধ চা বাগানের ভবিষ্যৎ ফেরানো। সেই কারণে শ্রম দপ্তরের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে বন্ধ বাগানগুলি খোলানোর ক্ষেত্রে ঠিক কী কী আইনি ও প্রশাসনিক উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট পরামর্শও জমা দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, 'বন্ধ বাগানগুলি দ্রুত খুলতে মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা এই ইতিবাচক পদক্ষেপে দারুণভাবে আশাবাদী। আগামী এক মাস পর তাঁর উপস্থিতিতে আরও একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।'

অন্যদিকে, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'বন্ধ বাগান খোলার পর নতুন বা পুরোনো মালিকপক্ষ যাতে সবার আগে শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা মিটিয়ে দেয়, এই বিষয়টির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব আমরা শ্রম দপ্তরকে দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'যদি কোনও মালিক শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাগন্ডা মিটিয়ে ঠিকঠাক মতো বাগান চালাতে না পারেন, তবে প্রকৃত অর্থেই যে নতুন মালিকের বাগান পরিচালনার আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে, তাঁকে সেই বাগান হস্তান্তর করে দেওয়ার কথা আমরা বলেছি। তৃণমূলের সরকারের মতো ভুল নীতি ও শ্রমিক ঠকানোর চতুর কৌশল আমাদের পথ নয়।'

শাসক শিবিরের এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের মাঝেই পালটা সরব হয়েছে শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চও। জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'আগের সরকার বন্ধ বাগান নিয়ে ২০২৪ সালে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা এসওপি তৈরি করেছিল, তা ছিল আসলে সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ এবং ওদের নিজেদের পছন্দের মালিককে পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে ঢোকানোর একটা ছক মাত্র। এমন শ্রমিকবিরোধী এসওপি আমরা আর কোনওভাবেই মানব না। তার বদলে বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড নামে যে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বন্ধ ও রুগ্ন বাগানগুলি সফলভাবে চালানো হত, সেই ঐতিহ্যবাহী নিগমকে ফের পুনরুজ্জীবনের লিখিত প্রস্তাব আমরা শ্রম দপ্তরকে দিয়েছি।'

রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনের এই টানাপড়েনের আবহে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের এক ডজনেরও বেশি বন্ধ চা বাগান খোলানো এখন যেমন রাজ্য সরকারের কাছে বড় পরীক্ষা, তেমনই শাসকদল বিজেপির কাছেও মস্ত বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি রয়েছে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের অজস্র রুগ্ন বাগানের হাল ফেরানোর দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রশ্নটি। মাঝেমধ্যেই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বকেয়া পড়ে থাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাহাড়প্রমাণ টাকা সরকারি তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করা কিংবা অবসরের পর গ্র্যাচুইটি বকেয়া ফেলে রাখার মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানে গেরুয়া শিবির শেষপর্যন্ত কোন পথে এগোয়, সেদিকেই এখন পাখির চোখ করে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের কয়েক হাজার বিপন্ন চা শ্রমিক।

বন্ধ আমবাড়ি চা বাগান।

বাগডোগরা রেঞ্জের তাইপু চা বাগানে চিতাবাঘের দুই শাবক।

নালায় চিতাবাঘের জোড়া শাবক

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ জুলাই : চা বাগানের নালার ভিতর থেকে চিতাবাঘের দুটি সদ্যোজাত শাবক উদ্ধার হল। বুধবার কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত তাইপু চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। শাবক দুটি দেখতে পাওয়ার পর থেকেই বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তাইপু চা বাগানের সংশ্লিষ্ট সেকশনে প্রতিদিনের মতোই চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় আচমকাই বাগানের একটি নালার মধ্যে চিতাবাঘের দুটি শাবককে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

বন দপ্তরের সূত্রে খবর, সাধারণত মা চিতাবাঘ তার সন্তানদের আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে রাখে। তাই সুরক্ষার স্বার্থে বন দপ্তরের তরফে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের ওই এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়। একইসঙ্গে সতর্কবার্তা জারি করে বলা হয়েছে, কেউ যেন শাবকগুলোর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা না করেন। পাশাপাশি, ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে শাবকগুলির ওপর নজর রাখছে বন দপ্তর। চিতাবাঘের হামলার আশঙ্কায় বাগানের ওই নির্দিষ্ট সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছে। এলাকাটিতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বন দপ্তর।

অপসারিত

কালিয়াচক, ১৫ জুলাই : কালিয়াচক-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জেসমিন খাতুনকে বুধবার অপসারণ করা হল। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ জন সদস্য মিলে প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা এনেছিলেন। এদিন ছিল আস্থা প্রমাণের দিন। ২৩ জন সদস্য উপস্থিত হন। সকলেই প্রধানের বিরুদ্ধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সেই পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ২৮টি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ৮টি, বিজেপি ২টি, নির্দল একটি, এবং তৃণমূল একাই দখল করে ১৭টি আসন। প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেসমিন। অপসারিত হওয়ার পর তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমি সবাইকে নিয়ে যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করেছি।'

শিক্ষকদের

প্রথম পাতার পর

কতক্ষণ খোলা থাকবে এই দোকান? প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ১০টা ৫০ মিনিটে প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর থেকে ১১টা ২০ পর্যন্ত, আর টিফিন পিরিয়ডে খোলা থাকবে দোকান। আগামীতে সবকিছুর সঙ্গেই মূল্য লেখা থাকবে। সেখানেই থাকবে টাকা রাখার পাত্র। ন্যায্য মূল্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সেই জিনিস কিনবে।

বুধবার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে দোকানের সূচনা করেন দুই অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সায়েম রেজা ও সাফিয়ার রহমান। সায়েম বলেছেন, 'এমন উদ্যোগ অভিনব। নিজেরা দেখেশুনে, নিজের পছন্দের খাতা-কলম কেনার মধ্য দিয়ে একটা মূল্যবোধ তৈরির পাঠ পাবে ছাত্রছাত্রীরা।'

এমন অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উমাশংকর সরকার, শমশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু চৌধুরীরাও। উমাশংকর বলেন, 'শিশুমনের বিকাশে এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।'

রড্রির মাস্টারক্লাসে এমবাপেদের দম্ভচূর্ণ

প্রথম পাতার পর

ফরাসিদের সৃষ্টিশীল ফুটবল পুরোপুরি হারিয়ে গেল। রড্রি আর ফ্যাবিয়ান রুইজের প্রেসিংয়ে ফরাসি ফরোয়ার্ড লাইন একেবারে বোতলবন্দি দশায় কাটাল। এমবাপেকে নড়াচড়ার এতটুকু জায়গা দেননি আয়মেরিক লাপোর্তে এবং পাউ কুবারসি। স্পেনের আসল ছকটাই ছিল ফরাসিদের অ্যাটাকিং থার্ডে ঢুকতে না দেওয়া। ডানদিকে মাইকেল ওলিসে এবং বাঁদিকে ওসমানে ডেম্বেলেকে পকেটে পুরে ফেলেছিলেন দুই স্প্যানিশ ফুলব্যাক মার্ক কুকুরেল্লা এবং পেড্রো পোরো। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণেও এই দুজন ছিলেন অনবদ্য।

এতটাই একপেশে খেলা হয়েছে যে ৮২ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা দেজিরে দুয়ের দূরপাল্লার শটের আগে পর্যন্ত ফ্রান্স স্পেনের গোলপোস্টে একটাও শট নিতে পারেনি। যে আক্রমণভাগকে টুর্নামেন্টের সেরা বলা হচ্ছিল, তারা স্প্যানিশ রক্ষণের সামনে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ওলিসের মতো সৃষ্টিশীল ফুটবলারকে স্প্যানিশরা এমনভাবে আটকে রেখেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন ফরাসি কোচ। অন্যদিকে, ফরাসি রক্ষণও স্পেনের পাসিং ফুটবলের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। আদ্রিয়েন র‍্যাবিওর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের এলোমেলো ফুটবল এবং প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে তাঁর সেই ভয়ংকর ফাউল প্রমাণ করে ফরাসিরা কতটা স্নায়ুচাপে ভুগছিল। তার ওপর মাত্র আধ ঘণ্টার মাথায় নির্ভরযোগ্য স্টপার উইলিয়াম সালিবার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়াটা ফরাসি রক্ষণের দুর্বল দিকটা একেবারে প্রকাশ্যে এনে দেয়। লুকাস দিগনে তো স্প্যানিশ উইঙ্গারদের গতি সামলাতেই হিমসিম খেলেন।

চার বছর আগে কাতারেও দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফিরেছিল ফ্রান্স। কিন্তু ডালাসের মাঠে সেই লড়াই করার মানসিকতার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। বরং সময় যত গড়িয়েছে, স্প্যানিশ ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে পাস খেলে ফরাসিদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছেন। প্রাক্তন ফরাসি তারকা প্যাট্রিক ভিয়েরা ব্রডকাস্ট ক্যামেরার সামনে বলেই দিলেন, 'সবাই একসঙ্গে নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যর্থ। আজে কেন জানি না ওদের কোনও আত্মবিশ্বাসই ছিল না।'

টানা ১২ বছর দলের দায়িত্বে থাকার পর এভাবেই বিষণ্ণ বিদায় নিতে হল দেশঁকে। রবিবার নিউ ইয়র্কের ফাইনালে যাওয়ার টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল স্প্যানিশ আর্মাডা। আর একরাশ হতাশা নিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলতে মায়ামির বিমান ধরলেন এমবাপেরা।

হলদিবাড়ি সারদা শিশুতীর্থের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে মেধান্বিতা রায়। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী এই খুদে।

মদনমোহনের রথের ট্রায়াল রান।। বুধবার কোচবিহার শহরে। ছবি : জয়দেব দাস

শেষমেশ পুলিশের জালে উজির

মাথাভাঙ্গায় কুশপুতুল দাহ বিজেপির

মাথাভাঙ্গা, ১৫ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই তিনি গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। যদিও শেষরক্ষা হল না। মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল নেতা উজির মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পূর্ব খাটেরবাড়ি এলাকা থেকে উজিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। উজিরের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জমি দখল, অপহরণ, বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস চালানো সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বুধবার ধৃতকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতের সরকারি কৌঁসুলি বাবলু বর্মন বলেন, 'মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতের কোনও আইনজীবী উজিরের পক্ষে না দাঁড়ানোয়, মহকুমা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আইনজীবী উজিরের হয়ে সওয়াল করেন।'

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে উজির রংমিস্ত্রির কাজ করতেন। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় গত কয়েক বছরে রকেটের গতিতে উজিরের উত্থান হয়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে উজির অবৈধভাবে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন বলে অভিযোগ।

মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া কান্দুরা মোড় এলাকায় উজিরের স্ত্রী জান্নাতুন বিবির নামে একটি বেসরকারি হাসপাতাল আছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালে উজির বিনা লাইসেন্সে ওষুধের দোকান চালাতেন বলে অভিযোগ।

উজিরের গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর চালান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

উজিরের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গে বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন, 'উজির মিয়াঁ একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। ওর বিরুদ্ধে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে আমাদের দলের কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও তোলাবাজি, অপহরণ এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে দালালরাজ কায়েম করা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। আমরা ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

মাথাভাঙ্গায় এদিন বিক্ষোভ মিছিল করে বিজেপি। মিছিল শেষে উজিরের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শেখর রায় বলেন, 'ও একজন দাগি আসামি। অবৈধভাবে উনি অনেক সম্পত্তি করেছেন। আমাদের দলের সদস্যদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

উজির মিয়াঁর কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বুধবার।

> উজির মিয়াঁ একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। ওর বিরুদ্ধে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে আমাদের দলের কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ রয়েছে। আমরা ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
>
> **মনোজ ঘোষ**
> বিজেপি নেতা

টেলিফোনের সঙ্গে জড়িয়ে একরাশ নস্টালজিয়া

ক্রিং ক্রিং ...

ক্রিং ক্রিং... বসার ঘরের এক কোণ থেকে হঠাৎ বেজে ওঠা সেই চেনা শব্দ। রিসিভার তুলতেই ওপার থেকে ভেসে আসত কাছের মানুষের গলা। শুরু হত কুশলবিনিময়। স্মার্টফোনের যুগে ল্যান্ডলাইন আজ অতীত। তবে, তুফানগঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গের অনেকেরই মনের মণিকোঠায় আজও সযত্নে তোলা আছে টেলিফোনের সঙ্গে কাটানো সেই সোনালি দিনগুলো। সেইসব সোনালি দিনের খোঁজ নিলেন বাবাই দাস

অপেক্ষার আনন্দ

পাড়ার হাতেগোনা দু-একটি বাড়িতেই তখন টেলিফোন থাকত। আত্মীয়স্বজন থেকে প্রতিবেশী- সকলেরই ভিড় জমত যন্ত্রটির সামনে। তুফানগঞ্জের প্রবীণ নাগরিক কালীপ্রসাদ ধরের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল সেই দিনগুলো। তাঁর মতে, 'আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বুঝবেই না ওই ক্রিং ক্রিং শব্দের সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে। টেলিফোনের সামনে বসে কারও কলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা- সেই অনুভূতির কোনও বিকল্প হয় না।'

লম্বা তারের খুনশুটি

আট বা নয়ের দশকে মোবাইল বা হাইস্পিড নেটের কল্পনাও ছিল না। গোটা পরিবারের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ওই একটি টেলিফোন। শহরের আরেক প্রবীণ বাসিন্দা চিন্ময় বসাকের কথায়, 'আট ও নয়ের দশকে আজকের মতো হাইস্পিড নেট তো দূরের কথা, সবার হাতে মোবাইলও ছিল না। পরিবারের সব সদস্যের জন্য বাড়িতে বসার ঘরে একটি টেলিফোন থাকত। সবাই প্রয়োজনে সেই টেলিফোনে কথা বলত।' মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'টেলিফোনের লম্বা তার টেনে নিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলার মজাই আলাদা ছিল।'

পাড়ার মেলবন্ধন

ল্যান্ডলাইন শুধু যন্ত্র ছিল না, ছিল পাড়ার আড্ডার কেন্দ্র। ফাইভ-জি'র যুগেও সেই যন্ত্রটিকে আঁকড়ে রয়েছেন শহরবাসী নীরেন দাস। তাঁর মনে পড়ে দু'দশক আগের কথা, যখন তাঁর বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকেই পাড়া প্রতিবেশী, এমনকি অচেনা মানুষও জরুরি ফোন সারতেন। চলত হাসিঠাট্টা, সুখ-দুঃখের গল্প। কালবৈশাখীর ঝড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ছিঁড়ে লাইন কেটে গেলে তবেই একটু জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেত টেলিফোনটি।

গোল চাকার ম্যাজিক

বোতাম টেপার যুগ তখন আসেনি। ছিল একটি গোল চাকা বা রোটারি ডায়াল। আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেলাতে হত কাঙ্ক্ষিত নম্বর। একটা নম্বর ঘোরাতে ভুল হলেই সব বাতিল! আবার নতুন করে শুরু। এই যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল অদ্ভুত এক ধৈর্য আর প্রতীক্ষা।

স্মৃতির ফ্যাকাশে তার

তুফানগঞ্জের অলিগলিতে হাঁটলে আজও চোখে পড়ে পুরোনো যুগের সেই ফেলে আসা স্মৃতি। মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া ফ্যাকাশে কালো তার, আর কিছু মরচে ধরা খুঁটি আজও দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। ল্যান্ডলাইন হয়তো হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওই তারগুলো যেন আজও মনে করিয়ে দেয়, একটা সময় ছিল যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা অনেক বেশি নিবিড় আর আন্তরিক ছিল।

প্রবীণ বাসিন্দার বক্তব্য

আট ও নয়ের দশকে আজকের মতো হাইস্পিড নেট তো দূরের কথা, সবার হাতে মোবাইলও ছিল না। পরিবারের সব সদস্যের জন্য বাড়িতে বসার ঘরে একটি টেলিফোন থাকত। সবাই প্রয়োজনে সেই টেলিফোনে কথা বলত।

- চিন্ময় বসাক

এমজেএনে সাপ নিয়ে হাজির তরুণ

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : ছোবল মারায় সেই সাপ ধরে কৌটোবন্দি করে হাসপাতালে নিয়ে এলেন এক রোগীর পরিজনরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। রোগীর পরিজনদের অসচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন নিশিগঞ্জের আক্রান্ত সেই তরুণ আনারুল হক বলেছেন, 'আমি কাঠের পাতি সরানোর কাজ করছিলাম। তার নীচেই একটি সাপ ছিল। সেটি হাতে ছোবল দেয়। কোন সাপ ছোবল দিয়েছে তা চিকিৎসকদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, সেজন্যই সাপ ধরে আনা হয়েছে।'

রোগীর দাদা আনোয়ার রহমানের কথায়, 'ভাইকে সাপ ছোবল মেরেছে শোনার পর ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে সাপটিকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছি।' চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এভাবে সাপ ধরা একেবারেই উচিত নয়। সাপ ছোবল মারলে রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্য সাপ ধরার কোনও প্রয়োজন নেই। কিছুদিন আগেই এমজেএন মেডিকেলে এক রোগী মৃত সাপ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে সাপ ছোবল মারায় সেই রোগী সাপটিকে মেরে নিয়ে এসেছিলেন। এবার জ্যান্ত সাপ ধরে আনার ঘটনায় চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। সেই সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

অবাধ পার্কিং নির্মীয়মাণ আদালতে

সাত বছরেও চালু হয়নি কোটি টাকার ভবন

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বিচার ব্যবস্থার সুবিধার্থে যে ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল, সেটিই এখন পরিণত হয়েছে অলিখিত পার্কিংয়ে। সাত বছর পেরিয়েছে অথচ নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় সাগরদিঘির উত্তর পাড়ে কোচবিহার আদালতের নতুন ভবনটি চালু হয়নি। দিনেরবেলা ভবনের নীচে সারি সারি বাইক, সাইকেল রাখা থাকে। আর রাতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে বলে অভিযোগ। আইনজীবীদের ক্ষোভ, কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি নতুন ভবনটি কার্যত কোনও কাজে আসছে না। দ্রুত ভবনটি চালুর দাবি উঠেছে। যদিও নির্মাণকাজ কেন শেষ হল না, এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে রাজি হননি।

আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার জানালেন, কোচবিহার আদালতের পুরোনো ভবনটির বেহাল দশা। সামান্য বৃষ্টিতে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে। বসার জন্য আইনজীবীদের যথেষ্ট জায়গা নেই। আদালতের ঘরগুলো ছোট। অনেক সময় আসামির সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে, সবাই দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেন না। তাঁর কথা, 'বেশ কয়েক বছর আগে আমরা এই সমস্যাগুলি জেলা জজকে জানাই। তখন সরকার ২০১৮ সালে রেকর্ড রুমের পিছনে ফাঁকা প্লট দেখে জায়গা নির্বাচন করে। ভবন তৈরির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ত দপ্তরকে। প্ল্যান অনুমোদন হওয়ার পর ২০১৯ সালে কাজ শুরু হয়।'

তিনি আরও জানালেন, পূর্ত দপ্তর চারতলা ভবনটি তৈরি করেছিল। দরজা, জানলা সব বসানো হয়েছিল। বাকি ছিল শুধু রং করা। কিন্তু তার আগে অজানা কারণে আচমকা কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

অসম্পূর্ণ এই ভবনটিকে ঘিরেই যত বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

নির্মীয়মাণ ওই ভবনের সামনে গিয়ে দেখা গেল, নীচের ফাঁকা জায়গায় বাইক, স্কুটার আর সাইকেলের সারি। পাশে এবং পিছনের দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে খালি মদের বোতল, পাউচ ও প্লাস্টিকের গ্লাস। একদিকে যেমন কোচবিহার আদালতের পুরোনো ভবনটি এত বছরে সংস্কার হল না, তেমনই শেষ হল না নতুন ভবনের কাজ। দুয়ে মিলে সমস্যা যেন ক্রমেই বাড়ছে।

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্তা নাগ দে বলেন, 'বহু বছর হল ওভাবেই ভবনটি পড়ে রয়েছে। ওই ভবনে কিছু কোর্ট সরিয়ে নেওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আদালতে আইনজীবীদের বসার সমস্যা। নতুন ভবনটি চালু হলে সেই সমস্যা মিটত।' কেন এত বছর ধরে কাজ শেষ হচ্ছে না এবং ভবনটি চালু হচ্ছে না, এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জেলা জজের সঙ্গে দেখা করা হবে বলেও তিনি জানান।

আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আদালতে যাঁরা সাক্ষী দিতে আসেন, তাঁদের বসার কোনও জায়গা নেই। নতুন ভবনটি চালু হলে শুধু আমাদের নয়, আদালতে আসা সকলের সুবিধা হত।'

মৃত কচ্ছপ হাতে পরিবেশপ্রেমীরা।

সাগরদিঘিতে ফের মৃত কচ্ছপ

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘিতে ফের মিলল কচ্ছপের দেহ। জলের মধ্যে থাকা একটি পরিত্যক্ত ছেঁড়া জামায় আটকে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে মোহনটির। মাত্র ৬ মাসের ব্যবধানে সাগরদিঘি থেকে এ নিয়ে তিনটি কচ্ছপের দেহ উদ্ধার হওয়ায় তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরিবেশপ্রেমী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বুধবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন সাগরদিঘিতে একটি কচ্ছপ ভাসতে দেখেন। কাছে গিয়ে দেখতে পান, জলে পড়ে থাকা একটি ছেঁড়া জামার হাতার ফাঁসে আটকে রয়েছে কচ্ছপটি। খবর পেয়ে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা প্রায় দেড় ফুট দৈর্ঘ্যের মৃত কচ্ছপটির দেহ উদ্ধার করেন। এর আগে চলতি বছরের মার্চেও সাগরদিঘি থেকে দুটি মৃত কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছিল। স্থানীয়দের কাছে এই কচ্ছপগুলি 'মোহন' নামেই পরিচিত।

পরিবেশপ্রেমী অর্দ্ধেন্দু বণিক বলছেন, 'সাগরদিঘি শুধু জলাশয় নয়, এটি কোচবিহারের ঐতিহ্য। কিন্তু মানুষের অসচেতনতা আর দূষণের কারণে কচ্ছপগুলি মরছে। জলে প্লাস্টিক, জামাকাপড় ও পুজোর ফুল ফেলার ফল ভুগতে হচ্ছে এই অবোলা প্রাণীদের। প্রশাসনকে এখনই কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, সাগরদিঘির চারপাশে কোনও নজরদারি নেই। রাতে মদের আসর বসে। পুজোর সামগ্রী থেকে শুরু করে পুরোনো জামাকাপড় ফেলা হচ্ছে দিঘিতে। বাসিন্দা সুজাতা দে বলছেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখছি মোহনরা দিঘিতে খেলা করে। এখন আর দেখা যায় না। আর কত মরলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে?' জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

নাট্য উৎসব

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির উদ্যোগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে জাতীয় নাট্য উৎসব উদযাপিত হল। বুধবার সন্ধ্যায় সেখানে কোচবিহার কম্পাস নাট্যদলের 'স্বাধীনতার সংগীত' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

কাদায় ডুবে রয়েছে তুফানগঞ্জের মেইন রোড। - সংবাদচিত্র

হালকা বৃষ্টিতে সড়কে জলকাদা

তুফানগঞ্জ, ১৫ জুলাই : দেখে বোঝার উপায় নেই যে সেটি পিচঢালা পাকা রাস্তা। কাদার প্রলেপ পড়ে যেন কাঁচা রাস্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। তার উপর দিয়েই যানবাহন চলছে। ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও। বৃষ্টি হলে তুফানগঞ্জ মেইন রোডের (ধলপল-চিকলিগুড়ি রাজ্য সড়ক) ছবিটা থাকে ঠিক এমনই। চলার পথে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে বক্তব্য জানতে পুর প্রশাসক তথা তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক রাখি পালকে ফোন করা হলে তিনি কোনও সাড়া দেননি।

বুধবার সকালের ঘটনাটিই ধরা যাক। মেয়ে ইশিকাকে স্কুটারে চাপিয়ে টিউশনের পথে যাচ্ছিলেন জয়শ্রী সাহা রায়। ধরের মোড় সংলগ্ন মেইন রোডের ধারে কাদা থাকায় স্কুটার রাস্তার মাঝে আনতেই ঘটে বিপত্তি। উলটো দিক থেকে চলে আসে তীব্র গতির একটি বাইক। বাইকটি তাঁদের সামনে সজোরে ব্রেক কষতেই তাঁরা হতচকিত হয়ে পড়েন। শিরদাঁড়া বেয়ে বয়ে যায় একটি ঠান্ডা স্রোত। পিছনে যানবাহন না থাকায় অল্পের জন্য রক্ষা পান সকলে। একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেকে খানিক সামলানোর পর ক্ষোভ উগরে দেন জয়শ্রী। তিনি বলেন, 'শহরের প্রধান রাস্তা। অথচ সেই রাস্তা মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। পিছলে পড়ে গিয়ে আজ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নিত? বর্ষার আগে কেন আগে থেকেই সতর্ক হল না প্রশাসন?'

তুফানগঞ্জ শহরের লাইফলাইন বলে পরিচিত ধলপল-চিকলিগুড়ি রাজ্য সড়ক। যানজট সমস্যা দূর করতে দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বিধানসভা ভোটের মুখে শুরু হয় রাস্তা সম্প্রসারণ ও রাস্তার দু'ধারে নিকাশিনালা তৈরির কাজ। সেই কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় সম্প্রতি বৃষ্টি শুরু হতেই কাদায় ঘেঁটে ঘ মেইন রোড। বর্তমানে কাদায় পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে গোটা রাস্তা। আর তার উপর দিয়ে চলছে বাস, লরি, অটো, টোটো, বাইক। অনেক সময় কাদায় আটকে পড়ছে চাকা। এতে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। পথযাত্রী শংকর বসাকের কথায়, হালকা বৃষ্টি হলেই কাদায় একাকার হয়ে যায় রাস্তা। পা ফেললেই পিছলে পড়ার শঙ্কা, আর টোটো কিংবা বাইক নিয়ে চলাচল তো ঝুঁকির বিষয়। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন।

এআই নিয়ে সেমিনার দিনহাটায়

দিনহাটা, ১৫ জুলাই : প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তোলার লক্ষ্যে বুধবার একটি সেমিনার হয় দিনহাটা-২ ব্লকের অধীন বামনহাট সার্কেলের সাব-ইনস্পেকটর অফ স্কুলস অফিসে। 'ট্রান্সফর্মিং প্রাইমারি এডুকেশন' শীর্ষক এই সেমিনারে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের কার্যকারিতা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রাথমিক স্তরে ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। সার্কেলের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন সেমিনারে।

নেই ফ্যান, গরমে নাকাল খুদে, প্রসূতিরা

হলদিবাড়ি, ১৫ জুলাই : বাইরে তখন কাঠফাটা রোদ। অথচ হলদিবাড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমপাড়া ১০০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘুরছে না ফ্যান। প্রচণ্ড গরমে স্কুলের বারান্দায় বসে ঘামতে ঘামতে হাঁসফাঁস করছে শিশুরা। নিজস্ব ঘর না থাকায় গরমে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতিদের। শিশুদের অনেকেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসতে চাইছে না বলে অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

২০০৭ সাল থেকে চলছে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। তবে আজ পর্যন্ত জোটেনি স্থায়ী কোনও ঠিকানা। যাযাবরের মতো কখনও ক্লাবঘর, কখনও কারও বাড়ির উঠোন ঘুরে এখন ঠাঁই হয়েছে পশ্চিমপাড়া ৫ম যোজনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায়। রান্নার কাজ চলে স্কুলের ছোট মিড-ডে মিলের ঘরে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষ সেন বলছেন, 'মিড-ডে মিলের ঘরে দুটি ওভেন ও গ্যাস সিলিন্ডার রাখতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছুটির জন্য স্কুল পড়ুয়াদের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর প্রয়োজন।'

মিড-ডে মিলের ঘরেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছুটির অপেক্ষায় স্কুলের পড়ুয়ারা। বুধবার। -সংবাদচিত্র

বর্তমানে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১২০ জন শিশু ও ১৬ জন মা রয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা দীপ্তি দাস কর্মকারের কথায়, 'এখানে পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি বাচ্চাদের খেলনার মাধ্যমে প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু গরমে বাচ্চারা ক্লাসে আগ্রহ হারাচ্ছে। অভিভাবকরাও প্রচণ্ড গরমে বাচ্চাদের পাঠাতে ভরসা পারছেন না।'

এদিন ক্ষোভের সুরে উপভোক্তা রেজিনা খাতুনকে বলতে শোনা গেল, 'স্কুল শুরু হয়ে যায় বলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। ফ্যান ও বাথরুম না থাকায় গর্ভবতী ও প্রসূতিদের খুবই সমস্যা হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা তন্ময় সাহা জানিয়েছেন, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য জমি থাকা সত্ত্বেও ঘর তৈরি করা হয়নি।

এবিষয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শাহানা খাতুনের দাবি, 'সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বহুবার লিখিত জানানো হয়েছে, কিন্তু সুরাহা মেলেনি। ঘর না থাকায় চাল-ডাল ও নথিপত্র রাখারও জায়গা নেই।' এবিষয়ে হলদিবাড়ি পুরসভা চেয়ারম্যান সৌরভ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

> মাঝমাঠে আমাদের দুইজনের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন ছিল। স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে ওদের এত ফাঁকা জায়গা দেওয়াটাই বোকামি। আমাদের উচিত ছিল ম্যান-টু-ম্যান প্রেসিং করা। ট্যাকটিকালি আমরা আজ ডাহা ফেল।
>
> -কিলিয়ান এমবাপে

এমবাপে-দেশঁ সংঘাত

ফরাসি ড্রেসিংরুমে ক্ষোভের আগুন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৫ জুলাই : ডালাসের হার শুধু ফরাসিদের বিশ্বকাপ স্বপ্নই চুরমার করেনি, ড্রেসিংরুমের ফাটলকেও একেবারে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। স্পেনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পর দলের ট্যাকটিক্স নিয়ে খোদ কোচ দিদিয়ের দেশঁকে সরাসরি তোপ দেগেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। ১৪ বছরের সফল ফরাসি কোচিং ক্যারিয়ারের শেষবেলায় এমন একটা বিষণ্ণ বিদায় হয়তো দেশঁ নিজেও কল্পনা করেননি।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এমবাপের ক্ষোভ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্প্যানিশ মিডফিল্ডের কাছে ফরাসিদের নাস্তানাবুদ হওয়ার জন্য তিনি সরাসরি কোচের ভুল রণনীতিকেই দুষলেন। এমবাপের স্পষ্ট কথা, 'মাঝমাঠে আমাদের দুইজনের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন ছিল। স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে ওদের এত ফাঁকা জায়গা দেওয়াটাই বোকামি। আমাদের উচিত ছিল ম্যান-টু-ম্যান প্রেসিং করা। ট্যাকটিকালি আমরা আজ ডাহা ফেল।' বল কেড়ে নেওয়ার পর নিজেদের ভুলে বারবার বল হারানো নিয়েও বিরক্তি লুকোননি ফরাসি অধিনায়ক।

অধিনায়কের সুরেই হতাশা ঝরেছে তরুণ তুর্কি রায়ান চেরকির গলায়। তাঁর আক্ষেপ, 'স্পেন আজ সবদিক থেকেই আমাদের টেক্কা দিয়েছে। আমাদের মধ্যে জেতার খিদেটাই ছিল না।' এই প্রকাশ্য সমালোচনার জেরে ফরাসি শিবিরের আবহাওয়া এখন রীতিমতো থমথমে। কোচের কৌশলের এমন তীব্র সমালোচনায় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে, গুঞ্জন উঠেছে ক্ষুব্ধ দেশঁ হয়তো আগামী ম্যাচগুলি থেকে এমবাপেকে দল থেকে বসিয়ে দেওয়ার মতো কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শনিবার মায়ামিতে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচটা এখন ফরাসিদের কাছে স্রেফ এক অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা।

ডালাসের এই রাতটা দুজনের জন্যই ঐতিহাসিক ছিল। এমবাপে ফরাসিদের হয়ে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ ম্যাচ (২১) খেলার নজির গড়লেন, আর দেশঁ গড়লেন সর্বাধিক ম্যাচ (২৬) কোচিং করানোর বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মাইলফলকগুলি ঢাকা পড়ে গেল ড্রেসিংরুমের চরম তিক্ততায়। জিনেদিন জিদানের হাতে একটা ক্ষতবিক্ষত দলের দায়িত্বই তুলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন দেশঁ। ডালাসের রাত ফরাসি ফুটবলের জন্য রেখে গেল শুধুই একরাশ আক্ষেপ আর বিতর্ক।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতেই কি ব্যবধানও বাড়ল কিলিয়ান এমবাপে ও কোচ দিদিয়ের দেশঁর?

অল্পের জন্য বাঁচলেন ওলিসে

স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে একটি ভয়ংকর ফাউল করেও কোনও কার্ড না দেখে বেঁচে গেলেন ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে! ম্যাচের প্রথমার্ধে স্পেনের তারকা মিডফিল্ডার রড্রি বল পাস করে দেওয়ার পরও, ওলিসে পেছন থেকে এসে তাঁর গোড়ালিতে সজোরে পা চালিয়ে দেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা রড্রিকে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরাসি উইঙ্গারকে হয়তো লাল কার্ডই দেখানো হবে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রেফারি তাঁকে একটি হলুদ কার্ডও দেখাননি! সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্যানরা এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে স্পেন।

বায়ার্ন-মিলান যুগের অবসান

সেই ১৯৮২ সালের স্পেন বিশ্বকাপ এবং ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত ফাইনাল থেকে শুরু হয়েছিল এক অবাক করা পরম্পরা। গত চার দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিটি বিশ্বকাপের ফাইনালেই বায়ার্ন মিউনিখ এবং এসি মিলান- এই দুটি ক্লাবেরই কোনও না কোনও ফুটবলার মাঠে বা স্কোয়াডে থাকতেনই। কিন্তু ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে এসে ৪৪ বছরের সেই পরিসংখ্যানে অবশেষে ছেদ পড়তে চলেছে। হেরে যাওয়া ফরাসি দলে বায়ার্ন মিউনিখের মাইকেল ওলিসে, ডায়োট উপামেকানো এবং এসি মিলানের থিও হার্নান্ডেজ বা মাইক ম্যাইগনানরা ছিলেন। স্পেনের কাছে তাঁদের এই বিদায়ের ফলে, আসন্ন নিউ জার্সির ফাইনালে এসি মিলানের কোনও প্রতিনিধিত্ব থাকছেন না। ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের মতো ফাইনালে ওঠার দাবিদার দলগুলোতে মূলত রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা বা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের খেলোয়াড়দের আধিক্য। ফলে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের দুই শক্তির একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটল এবারই।

তারকাসর্বস্ব ফ্রান্সকে হারিয়ে

দলগত ফুটবলের জয়গান স্পেনের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৫ জুলাই : ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে যখন মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মাথার ভেতর একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল- ফুটবল শেষ পর্যন্ত এগারোজনেরই খেলা। পেলে, দিয়েগো মারাদোনা বা লিওনেল মেসির মতো ভিনগ্রহের প্রতিভারাও বিশ্বকাপে একা হাতে খুব বেশি কিছু করতে পারেননি, যদি না তাঁদের পেছনে একটা শক্তপোক্ত দলের সমর্থন থেকেছে। মঙ্গলবার রাতের ডালাস যেন সেই ধ্রুব সত্যটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। একদিকে কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসেকে নিয়ে গড়া ফরাসিদের তারকাসর্বস্ব আক্রমণভাগ, যাদের অপ্রতিরোধ্য বলে ধরে নিয়েছিল গোটা বিশ্ব। আর অন্যদিকে, নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন, যাদের দলে হয়তো তেমন কোনও গ্লোবাল সুপারস্টার নেই, কিন্তু একটা দুর্দান্ত ফুটবলীয় মস্তিষ্ক এবং অটুট দলগত সংহতি রয়েছে।

ফলাফল? ফ্রান্সের তারকাদের অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্পেনের ২-০ ব্যবধানে জয়। এই বিশ্বকাপে ফরাসি আক্রমণভাগকে নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, তার সিকিভাগও স্পেনকে নিয়ে হয়নি। কিন্তু মাঠে নামার পর দেখা গেল, একদল দুর্দান্ত ফুটবলার নীল জার্সি গায়ে বিচ্ছিন্নভাবে দৌড়াচ্ছেন, আর সাদা-লাল জার্সি পরা দলটা একটা সুতোয় গাঁথা মালার মতো খেলছে। ফ্রান্সের আসল খেলাটা তৈরি করেন ওলিসে। স্প্যানিশ কোচ ঠিক সেখানেই আঘাত হানলেন। রড্রি এবং ফ্যাবিয়ান রুইজের কড়া পাহারায় ওলিসে এমনভাবে হারিয়ে গেলেন যে, ৭২ মিনিটের মাথায় দিদিয়ের দেশঁ তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন। বলের জোগান না পেয়ে এমবাপে এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, অকারণে স্প্যানিশ গোলকিপার উনাই সিমোনকে ধাক্কা মেরে হলুদ কার্ড দেখলেন।

ভাবতে পারেন, যে দলের অ্যাটাকিং লাইনে এমবাপে বা ডেম্বেলের মতো ব্যালন ডি'অর জয়ী বা মনোনীত তারকারা আছেন, সেই দলটা ম্যাচের ৮২ মিনিট পর্যন্ত বিপক্ষের গোলপোস্টে একটাও অন টার্গেট শট নিতে পারেনি! পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৬৬ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে এটাই ফ্রান্সের সবচেয়ে জঘন্য আক্রমণাত্মক পারফরমেন্স।

অন্যদিকে, স্পেনের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। দে লা ফুয়েন্তের দলে লামিনে ইয়ামাল ছাড়া এমন কোনও তারকা নেই, যাদের মুখ বিশ্বের বড় বড় বিলবোর্ডে দেখা যায় বা যাদের নামে কোটি কোটি জার্সি বিক্রি হয়। কিন্তু তাঁদের আছে ১৯ বছরের পাউ কুবার্সির মতো তরুণ সেন্টার ব্যাক, যে কি না এমবাপেকে পকেটে পুরে রাখতে পারেন। আর আছে রড্রির মতো একজন কনডাক্টর, যে পুরো মাঝমাঠটা নিজের আঙুলের ইশারায় চালায়। এই দলগত সংহতির জোরেই স্পেন আজ টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত, ছুঁয়ে ফেলেছে ইতালির বিশ্বরেকর্ড।

ডালাসের এই রাতটা আসলে বিশ্ব ফুটবলের জন্য একটা বড় শিক্ষা। যতই আপনার দলে কোটি টাকার সুপারস্টার থাকুক না কেন, নির্দিষ্ট নব্বই মিনিটে যদি তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে না ওঠে, তবে হার নিশ্চিত। স্পেন প্রমাণ করে দিল, বড় টুর্নামেন্ট জিততে গেলে শুধু ব্যক্তিগত ম্যাজিক নয়, প্রয়োজন নিখুঁত টিমওয়ার্ক। রবিবার নিউ ইয়র্কের ফাইনালে এই স্প্যানিশ আর্মাডাকে থামানো যে কারও পক্ষেই রীতিমতো কঠিন হতে চলেছে।

স্পেনকে দ্বিতীয়বার এগিয়ে দিয়ে সেলিব্রেশন পেড্রো পোরোর।

বিশ্বকাপ আনকাট

ভোটে ব্রাত্য, ফাইনালে স্পেন

ফুটবল যে শুধুই দর্শক জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে না, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব শেষ হওয়ার পর ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দর্শকদের ভোটে মাঠের চারটি পজিশনের সেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হন ইংল্যান্ডের জর্ডন পিকফোর্ড, ডিফেন্সে আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, মিডফিল্ডে ইংল্যান্ডের জুডে বেলিংহাম এবং স্ট্রাইকার হিসেবে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চারজনের মধ্যে একজন স্প্যানিশ ফুটবলারও ছিলেন না! বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা স্পেনের রড্রি, লামিনে ইয়ামাল বা মিকেল মেরিনোরা দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও ফ্যানদের ভোটে তাঁরা জায়গা করে নিতে পারেননি। অথচ, সেই দর্শকদের প্রিয় এমবাপের ফ্রান্সকেই সেমিফাইনালে ২-০ ব্যবধানে একপেশেভাবে হারিয়ে নিউ জার্সির ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে স্পেন। তারকা নির্ভরতার চেয়ে দলগত ঐক্য যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, ফ্যানদের ভোটে ব্রাত্য স্পেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

রেফারিদের অপমানে শাস্তির খাঁড়া

বিশ্বকাপ চলাকালীন রেফারিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তোপ দাগায় এবার শাস্তির মুখে পড়তে পারেন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও কোচ! ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেল, সুইৎজারল্যান্ডের ম্যানুয়েল আকাঞ্জি এবং মিশরের কোচ হোসাম হাসান প্রকাশ্যে রেফারিদের সমালোচনা করে ফিফার রোষানলে পড়েছেন। টুচেল অস্ট্রেলীয় রেফারির সিদ্ধান্তকে 'ভুলভাল' বলেছিলেন, আর মিশরের কোচ সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন যে, আর্জেন্টিনা নাকি ফরাসি রেফারিকে প্রভাবিত করেছে! আকাঞ্জিও পর্তুগিজ রেফারির বিরুদ্ধে একপেশে রেফারিংয়ের অভিযোগ তোলেন। ফিফা আপাতত টুর্নামেন্টের মাঝপথে কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও, রেফারি কমিটির প্রধান পিয়েরলুইগি কলিনা কড়া ভাষায় জানিয়েছেন যে রেফারিদের সততা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে ফিফা।

গ্যালারিতে লামিনের বান্ধবীর উল্লাস

ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে স্পেন বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতেই গ্যালারিতে আনন্দে মেতে উঠলেন লামিনে ইয়ামালের বান্ধবী ইনেস গার্সিয়া স্যান্টোস! ২১ বছরের এই স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েন্সার তাঁর এই আনন্দের মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। চলতি বছরের শুরুতেই প্রকাশ্যে আসে তাঁদের সম্পর্কের কথা। মজার বিষয় হল, ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্কের ফাইনালে শাকিরা ও জাস্টিন বিবারের মতো তারকারা পারফর্ম করবেন শুনে, ইনেস আগেই লামিনকে রীতিমতো অনুরোধ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'মাই লাভ, যাই হয়ে যাক না কেন, তোমাকে ফাইনালে উঠতেই হবে! তুমি শুনতে পাচ্ছ?' বান্ধবীকে দেওয়া সেই কথা অবশেষে রাখলেন বার্সেলোনার এই তরুণ সুপারস্টার।

এমবাপেদের হারিয়ে

হুংকার স্প্যানিশ কোচের

'আমরাই বিশ্বসেরা'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ডালাস ১৫ জুলাই : ডালাসে ফরাসিদের বিদায়ঘণ্টা বাজার পরেই স্প্যানিশ ড্রেসিংরুমে শোনা গেল বিশ্বজয়ের গর্জন। ২০১০ সালে জোহানেসবার্গের সেই সোনালি রাতের স্পিরিট যেন ফিরে এসেছে লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের হাত ধরে। কিলিয়ান এমবাপেদের ২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে স্প্যানিশ কোচ এখন রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী। টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ইতালির বিশ্বরেকর্ড ছোঁয়ার পর তিনি সরাসরি বলে দিলেন, 'আমরাই এখন বিশ্বসেরা। এই দলটাকে হারানো প্রায় অসম্ভব।'

তাঁর এই স্পর্ধা নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়, ডালাসের মাঠে রড্রিদের নিখুঁত ফুটবলেরই প্রতিফলন। টুর্নামেন্টের শুরুতে কেপ ভের্দের সঙ্গে ড্র করে নড়বড়ে যাত্রা শুরু করলেও, স্পেনের এই সাফল্যের আসল জাদুমন্ত্র হল একতা ও বিনয়। সাংবাদিক সম্মেলনে দে লা ফুয়েন্তে বলেছেন, 'সঠিক সহযাত্রী বেছে নেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি।' ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দলগত ঐক্যের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, ম্যাচ শেষেও তার প্রমাণ মিলেছে। যে খেলোয়াড়রা এদিন মাঠে নামার সুযোগ পাননি, তাঁরা হোটেলে না ফিরে ড্রেসিংরুমের বাইরে অনুশীলনে ঘাম ঝরালেন। এই অবিশ্বাস্য সংহতিই ১৬ বছর আগের বিশ্বজয়ী স্পেনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এমবাপে-ওসমানে ডেম্বেলেদের মতো ভয়ংকর আক্রমণভাগকে বোতলবন্দি করে স্পেন প্রমাণ করেছে, ফুটবলে আসল কথা হল টিমগেম। এখন সামনে শুধুই নিউ ইয়র্কের ফাইনাল। আটলান্টায় আজ ঠিক হবে প্রতিপক্ষ কে-বন্ধু স্কালোনির আর্জেন্তিনা, নাকি শক্তিশালী ইংল্যান্ড? স্প্যানিশ কোচের কাছে তা গৌণ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'ফাইনাল শুধু জেতার জন্য নয়, উপভোগ করার জন্যও।' যে দল কঠিন ফুটবল ব্যাকরণকে এমন শিল্পের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে, তাদের কাছে মাঠের আনন্দটাই আসল। ডালাসের এই অবিস্মরণীয় জয়ের পর ট্রফি জয়টা যে স্প্যানিশদের কাছে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, তা বলাই যায়।

> আমরাই এখন বিশ্বসেরা। এই দলটাকে হারানো প্রায় অসম্ভব।
>
> ফাইনাল শুধু জেতার জন্য নয়, উপভোগ করার জন্যও।
>
> লুইস ডে লা ফুয়েন্তে (স্পেনের কোচ)

ফাইনালে ওঠার জন্য লুইস ডে লা ফুয়েন্তেকে শুভেচ্ছা ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁর।

ভুল বোঝাবুঝির অবসান

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা ১৫ জুলাই : মায়ামির হাঁসফাঁস গরমে টানা ১২০ মিনিটের হাড়ভাঙা খাটুনি। দুটো গোল করে দলকে একাই জিতিয়েছেন জুডে বেলিংহাম। ম্যাচ শেষের পর ক্লান্ত শরীর আর অ্যাড্রেনালিনের ঘোরে যখন তিনি দাঁড়িয়ে, তখন সাংবাদিকদের একটা ছোট্ট 'কাটছাঁট' করা প্রশ্ন হঠাৎ করেই ইংল্যান্ড শিবিরে বিতর্কের আগুন উসকে দিয়েছিল। কোচ টমাস টুচেলের সমালোচনার জবাবে ২৩ বছরের তরুণের সেই মন্তব্য, 'এই পরিস্থিতিতে খেলার মানে হয়তো উনি বোঝেন না,' সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বাভাবিকভাবেই মুখরোচক গল্প হয়ে ওঠে। কিন্তু আটলান্টায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ইংল্যান্ড কোচ সেই কাল্পনিক ফাটল পুরোপুরি বুজিয়ে দিলেন। জার্মান কোচ স্পষ্টই জানিয়েছেন, তাঁর আর বেলিংহামের মধ্যে সম্পর্ক এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি মজবুত। টুচেলের মতে, ''আমি ছেলেটাকে 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' বলেছিলাম। ওর মানসিকতার প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু ওই সাংবাদিক আমার প্রশংসার অংশটুকু পুরোপুরি বাদ দিয়ে শুধু ঢিলেঢালা শব্দটা জুডের সামনে তুলে ধরে। ১২০ মিনিট সবটুকু নিংড়ে দেওয়ার পর কোনও ফুটবলার এমন প্রশ্ন শুনলে তো পালটা জবাব দেবেই। এটা খুব স্বাভাবিক।'

গত গ্রীষ্মে জুডের কিছু আচরণ নিয়ে টুচেলের একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, যার জন্য তিনি ক্ষমাও চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর কোনও অভিমান নেই। বরং জুডের খোঁচাকে বেশ স্পোর্টিংলি নিয়েছেন টুচেল। নিজের খেলোয়াড় জীবনের সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার খেলার কেরিয়ার নেহাতই সাধারণ মানের ছিল। খেলোয়াড় হিসেবে এত বড় মঞ্চে নামার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একটা কথা আছে- ভালো জকি হতে গেলে নিজেকে তো আর ঘোড়া হতে হয় না।'

> আমার খেলার কেরিয়ার নেহাতই সাধারণ মানের ছিল। খেলোয়াড় হিসেবে এত বড় মঞ্চে নামার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একটা কথা আছে- ভালো জকি হতে গেলে নিজেকে তো আর ঘোড়া হতে হয় না!
>
> -টমাস টুচেল

আর্জেন্টিনাকে হারাতে টমাস টুচেলের অন্যতম ভরসা জুডে বেলিংহাম।

ইংরেজ তনয়ার গায়ে নীল-সাদা

ভালোবাসার কাছে হারল দেশপ্রেম

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৫ জুলাই : আমেরিকার অন্যান্য শহরের মতো আটলান্টা খুব একটা বিশাল নয়। জনসংখ্যার নিরিখে ৪০ নম্বরে থাকা এই শহরটাই গত কয়েকদিন ধরে ফুটবল জ্বরে কাঁপছে। ডাউনটাউন থেকে মিডটাউন- সর্বত্রই এখন বিদেশি অতিথিদের ভিড়। সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রিবাটাও একধাক্কায় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এই ভিড়ের সিংহভাগই আর্জেন্টিনার সমর্থক, তবে সংখ্যায় কম হলেও ইংরেজরাও পিছিয়ে নেই। সাতসকালেই তারা কেউ স্টেডিয়াম, তো কেউ ফ্যান পার্কের দিকে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এত মানুষের ভিড়েও ২২ বছরের এক ইংরেজ তরুণী সারাটা দিন কাটালেন চরম দ্বিধায়। ইংল্যান্ডের মেয়ে কেলেসি বোয়েরের গায়ে যে আর্জেন্টিনার জার্সি!

অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ফুটবল খেলেছেন তিনি। চিরকাল নিজের দেশকেই সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু আজ তাঁর মন নীল-সাদা শিবিরে। কারণটা হলেন মার্কোস সেনেসি। আর্জেন্টিনার এই ডিফেন্ডারেরই বান্ধবী কেলসি-রোজ বাওয়ার্স। ডেভিড বেকহ্যাম যা পেরেছেন, সেটা কেলসির পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশের আবেগকে সরিয়ে রেখে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। লিয়ান্দ্রো বেলার্দির চোট পাওয়ায় এবারই প্রথম বিশ্বকাপের দলে ডাক পেয়েছেন সেনেসি। জর্ডনের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিষেক হয়েছে।

তবে সেনেসির চেয়েও আজ বেশি চাপে ছিলেন কেলসি নিজে। তাঁর কথায়, 'আমি ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে বড় হয়েছি, দেশের হয়ে খেলার সম্মানও পেয়েছি। ওই আবেগ থেকে বেরিয়ে আসা সত্যিই কঠিন। এত বছর পর ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে ওঠায় আমি ভীষণ গর্বিত।' সেনেসি যখন এএফসি বোর্নমাউথে খেলতেন, তখনই দুজনের পরিচয়। কেলসি অকপটে স্বীকার করছেন, 'যাঁকে ভালোবাসো, সে যখন এত বড় একটা মঞ্চে নামে, তখন তুমি চাইবেই সে জিতুক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কোসকেই সমর্থন করছি। এটাই হয়তো একমাত্র ম্যাচ, যেখানে আমি দুই দলের জন্যই মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছি। ফল যাই হোক, আমি ইতিবাচক থাকতে চাই।'

ম্যাচের আগে নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করছেন ইংল্যান্ডের এই মহিলা ফুটবলার। বোর্নমাউথের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ায় তিনি এখন নতুন ক্লাবের সন্ধানে, তবে আপাতত তাঁর পুরো মনোযোগ বিশ্বকাপে। মজার ব্যাপার, ইংরেজ হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের কাছে তিনি ভীষণ জনপ্রিয়। সেনেসির সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে।

এদিকে, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় আটলান্টায় ঝাঁকে ঝাঁকে নীল-সাদা সমর্থক এসে পৌঁছেছেন। প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার আর্জেন্টিনীয় শহরে ঢুকছেন। ৬৮,২৩৯ আসনের স্টেডিয়ামের বেশিরভাগটাই তাই নীল-সাদা। ফ্যান পার্কগুলোর ছবিও একইরকম। শেষ পর্যন্ত ট্রফি যার হাতেই উঠুক না কেন, আমেরিকার এই শহরটা আপাতত আর্জেন্টিনীয়দেরই দখলে।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

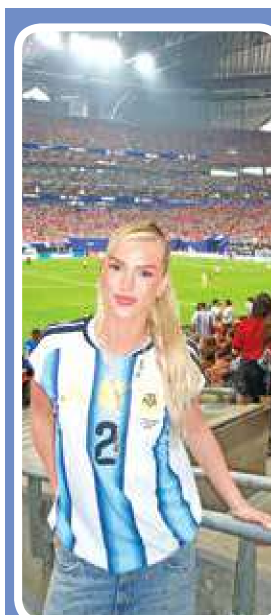

> যাঁকে ভালোবাসো, সে যখন এত বড় একটা মঞ্চে নামে, তখন তুমি চাইবেই সে জিতুক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কোসকেই সমর্থন করছি। এটাই হয়তো একমাত্র ম্যাচ, যেখানে আমি দুই দলের জন্যই মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছি। ফল যাই হোক, আমি ইতিবাচক থাকতে চাই।
>
> -কেলেসি বোয়ের

কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার জয়ের পর বয়ফ্রেন্ড মার্কোস সেনেসিকে চুমু কেলেসি বোয়েরের।

> ষাট বছরের শূন্যতা এবার পূর্ণ হওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো বিশ্বের সেরা ফুটবল লিগ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড যে বছরের পর বছর কিছু পায়নি, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।
>
> -টম বার্টেলস, প্রখ্যাত জার্মান ধারাভাষ্যকার

ইংরেজদের জয়ে

জার্মান প্রার্থনা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা ১৫ জুলাই : ফুটবলের চিত্রনাট্য মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত বাঁক নেয়। যাঁদের সঙ্গে মাঠে নামলেই একসময় আগুনের ফুলকি ঝরত, আজ সেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিই নিজেদের দেশ বিদায় নেওয়ার পর ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরছে! আটলান্টার সেমিফাইনালের আগে জার্মানিতে কান পাতলে এখন একটাই সুর- ষাট বছরের যন্ত্রণা এবার থামা উচিত।

ইংরেজদের প্রতি জার্মানদের এই অভাবনীয় সমর্থনের নেপথ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি নাম- টমাস টুচেল এবং হ্যারি কেন। বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়ে কেন ইতিমধ্যেই জার্মানদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন। গত বছর মিউনিখের বিখ্যাত বিয়ার উৎসবে স্ত্রী কেটকে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাভারিয়ান পোশাকে কেনের সেই হাসিমুখ আজও জার্মানদের স্মৃতিতে টাটকা। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের ডাগআউটে রয়েছেন এক জার্মান কোচ। প্রখ্যাত জার্মান ধারাভাষ্যকার টম বার্টেলস তাই কোনও রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'ষাট বছরের শূন্যতা এবার পূর্ণ হওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো বিশ্বের সেরা ফুটবল লিগ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড যে বছরের পর বছর কিছু পায়নি, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।'

প্রখ্যাত জার্মান সুপারমডেল ক্লডিয়া শিফারও উচ্ছ্বসিত। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের এই যাত্রায় তিনি পুরোপুরি তাঁদের পাশে আছেন। একজন জার্মান কোচ ইংরেজদের পথ দেখাচ্ছেন, এটা তাঁর কাছে দারুণ গর্বের।

কিন্তু এত ভালো খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও বড় মঞ্চে ইংল্যান্ড কেন বারবার হোঁচট খায়? প্রাক্তন ফুটবলার ও বর্তমান জার্মান ফুটবল পণ্ডিত ফেলিক্স বাস্তিয়ান্সের মতে, আসল সমস্যা প্রতিভায় নয়। ইপিএলের হাড়ভাঙা খাটুনিই এর জন্য দায়ী। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংরেজ ফুটবলারদের পায়ে মরশুম শেষে অন্তত ১০ থেকে ১৫টি ম্যাচের বাড়তি ক্লান্তি জমে থাকে, যা টুর্নামেন্টের শেষ লগ্নে এসে তাঁদের পিছিয়ে দেয়।

সব মিলিয়ে, আটলান্টায় আজ ইংরেজরা যদি হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে, তবে জার্মানির বিয়ারের ঠেকগুলোতেও যে আনন্দের গেলাস উঠবে, তা নিশ্চিত। ফুটবল এভাবেই বুঝি প্রাক্তন শত্রুদের পরম মিত্রে পরিণত করে।

মিউনিখের বিখ্যাত বিয়ার উৎসবে স্ত্রী কেটকে নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাভারিয়ান পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন হ্যারি কেন।

বিতর্ক হবে, জানতেন বালোগান

লাল কার্ডের শাস্তি মকুব হওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক সম্পর্কে অবশেষে মুখ খুললেন ফোলারিন বালোগান! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে ফিফা তাঁর শাস্তি তুলে নেওয়ার পর, তিনি বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন। বালোগান বলেছেন, 'আমি জানতাম এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে। আমার সতীর্থরাও কিছুটা স্নায়ুচাপে ভুগছিল। এমন একটা ঘটনা সত্যিই অভাবনীয়।' বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে তাঁর ফাউলকে 'অনিচ্ছাকৃত' দাবি করে তিনি জানান যে, লাল কার্ড দেখে তিনি নিজেও রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন। হঠাৎ করেই দলের বাইরে থেকে ফের দলে ডাক পাওয়ায়, দলের বাসে ওঠার সময়ও এক অদ্ভুত ও তীব্র অনুভূতি কাজ করছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

'ফ্রিজবন্দি' হ্যারি কেনরা!

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হাইভোল্টেজ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নামার আগে ফ্রিজবন্দি ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন, জুডে বেলিংহামরা! ফুটবল মানেই আবেগের জোয়ার, আর অদ্ভুত সব সংস্কার। সেমিতে নামার আগে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে সেইরকমই কুসংস্কারের রমরমা। তারা প্রতিপক্ষ দলের তারকা ফুটবলারদের নাম কাগজে লিখে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখছেন। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বদ্ধমূল ধারণা, কেন বা বেলিংহামের মতো খেলোয়াড়দের নাম 'ফ্রিজবন্দি' করলে মাঠেও বন্দি থাকবেন তাঁরা। আর লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা সহজেই ফাইনালে পৌঁছে যাবে।

তাস খেলে চাপ কাটাচ্ছেন বেলিংহাম

বিশ্বকাপের মহাগুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নামার আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সেরা অস্ত্র জুডে বেলিংহাম! রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে 'স্কাইজো' নামক একটি তাস খেলতে দেখা যাচ্ছে। উনোর মতো দেখতে এই নতুন কার্ড গেমে নাকি মজেছে পুরো ইংল্যান্ড দল! সতীর্থ মরগান রজার্স বলেছিলেন, 'জুডেই এই গেমটা নিয়ে এসেছে। এখন আমরা সবাই এটা খেলতে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি!' মেক্সিকো ও নরওয়ের বিরুদ্ধে পরপর দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর, এবার টমাস টুচেলের দলের লক্ষ্য আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছানো।

দলের চিকিৎসক 'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'

সেনেগাল ফুটবল দলের চিকিৎসক একজন 'প্রশিক্ষিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'! সে দেশের ফুটবল সংস্থার সভাপতির দাবি এমনই। সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আবদুলায়ে ফাল জানিয়েছেন, দলের প্রধান চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি মূলত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ায় ফুটবলারদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। যদিও এই চাঞ্চল্যকর দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে 'সেনেগালিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন'। তাদের বক্তব্য, জাতীয় দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আবদেরামানে ফেদিওরে ক্রীড়া চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ। তিনি তিনটি বিশ্বকাপ ও পাঁচটি আফ্রিকান কাপ অফ নেশন্সে সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন।

বন্ধু, বারবিকিউ ও এক রূপকথার নায়ক

যে দলে মেসি স্রেফ একজন ‘লিও’

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

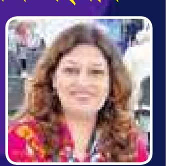

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৫ জুলাই : মিশরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যখন রেফারি শেষের বাঁশি বাজালেন, লিওনেল মেসি অঝোরে কাঁদছিলেন। সেই কান্নায় বাঁধভাঙা আনন্দ ছিল ঠিকই, তবে তার চেয়েও বেশি ছিল স্বস্তি। টুর্নামেন্টের মাঝে বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে একবার কেঁদেছিলেন। আর এবার কেঁদেছিলেন একটা বিরাট বোঝা বুক থেকে নেমে যাওয়ার পর- তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট পেনাল্টিটা অন্তত দলের বিদায়ঘণ্টা বাজায়নি।

আজকের মেসি এক অদ্ভুত আবেগের জটাজালে দাঁড়িয়ে। চাপ, প্রত্যাশা, গ্যালারির গর্জন, আর একদল সতীর্থ- যাঁরা নিজেদের চেয়েও বেশি চান লোকটা আরেকবার বিশ্বকাপ জিতুক। ৩৯ বছরের গোধূলিবেলায় এটাই হয়তো তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু এই প্রবল চাপ আর জল্পনার মাঝেও মেসি এখন এক নিখাদ আনন্দের ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছেন। যেখানে তিনি ফুটবল দেবতার চেয়ে অনেক বেশি রোসারিওর সেই ছোট্ট ছেলেটা, যে স্রেফ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আর ফুটবল খেলতে ভালোবাসে।

এই যে রোজ সকালে রডরিগো ডি পলের ঘরে সবার আগে পৌঁছে ‘মেট’ (দক্ষিণ আমেরিকার চা) খাওয়া, কিংবা বারবিকিউয়ের আড্ডায় কার্ড খেলা- এসবই তো লিওনেল স্কালোনির তৈরি করা সেই ম্যাজিক, যা মেসিকে আবার তাঁর শিকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ডি পল এখন এই দলে মেসির সেই ভরসার জায়গা, যে ভূমিকা একসময় বার্সেলোনায় লুইস সুয়ারেজ পালন করতেন। ডি পলের ঘরেই সকালে সবার আগে ‘মেট’ খেতে যান মেসি। দলের অন্য কেউ আগে উঠলেও, নিয়ম ভেঙে ডি পলের ঘরে আগে ঢোকার সাহস কারও নেই।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, দলের বয়স্কতম হওয়া সত্ত্বেও ডি পল মাঝে মাঝে মেসিকে ‘এল পেকুইনো’ বা ‘ছোট্ট ছেলে’ বলে ডাকেন। আসলে মেসি এটাই চান। তিনি স্মারক হতে চান না, তিনি চান ওই ড্রেসিংরুমের আর পাঁচজনের মতোই একজন হতে। মাঠে নামার সময়ও দেখা যায়, মেসি আগে, পাশে ডি পল, আর পেছনে পুরো দল। যেন পাড়ার কোনও গ্যাং তাদের লিডারকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দলের সবার পায়ে মেসির নামে তৈরি একই স্পনসরের বুট। জুনে তাঁর জন্মদিনে সবাই মেসির ছবি ছাপা টি-শার্ট পরে এসেছিলেন।

স্কালোনি একটা চমৎকার জ্যামিতিক ছক তৈরি করেছেন, যার কেন্দ্রে শুধুই মেসি। তিনি মাঠে কোথায় খেলবেন, সেটা নিজেই ঠিক করেন। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেমন ৩৮ মিনিট পর হঠাৎই ডান দিক থেকে মাঝখানে চলে এলেন। আর স্কালোনির নির্দেশ হল, ‘লিও যেখানে যাবে, দলকে সেই অনুযায়ী নিজেদের জায়গা বদলে নিতে হবে।’ এই স্বাধীনতাই মেসিকে সেরাটা দিতে সাহায্য করছে। টুর্নামেন্টে ৬৩ শতাংশ সময় মাঠে হেঁটে বেড়ালেও, এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক গোলদাতা তিনিই।

প্রতিটা জয়ের পর সাজঘরে যখন ডি পলের নেতৃত্বে ফকল্যান্ডের স্মৃতি আর দিয়েগো মারাদোনা-মেসির বন্দনা করে ‘লা কুয়ার্তা এস্ত্রেয়া’ গানটা গাওয়া হয়, তখন বোঝা যায় এই দলটা আসলে কী চায়। লিয়ান্দ্রো পারেডেসের কথায়, ‘আমরা যখন ওকে কাঁদতে দেখি, আমরা ওকে জড়িয়ে ধরি। শুধু সান্ত্বনা দিতে নয়, এটা বোঝাতে যে আমরা ওর জন্য আছি। আর ওর এই শেষ যাত্রাটা যাতে কোনওদিন শেষ না হয়, তার জন্য আমরা মাঠে নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দেব।’

আজ জিতলেই সিরিজ ভারতের

কার্ডিফ, ১৫ জুলাই : অবশেষে প্রতীক্ষিত জয়।

চলতি বিলেত সফরে বার্মিংহামে প্রথমবার ইংল্যান্ড-বধের স্বাদ। আগামীকাল যে উদ্দীপনার পারদ চড়িয়ে সিরিজ দখলের হাতছানি। মঙ্গলবার তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম টক্করে টিমগেমে বাজিমাত করেছে গৌতম গম্ভীরের দল। জয়ের ধারা বজায় রেখে লক্ষ্মীবারে সিরিজ পকেটে পোড়াই আপাতত পাখির চোখ।

লক্ষ্যপূরণের ম্যাচে ভারতীয় শিবিরে একঝাক চিন্তা, প্রশ্ন। মঙ্গলবার ৮০ রানের ঝলমলে ইনিংসে জয়ের ভিত গড়ে দিলেও শুভমান গিলের ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ইনিংসের মাঝপথেই ফিরতে হয় খোড়াতে খোড়াতে। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার শুভমান খেলবেন, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

চিন্তায় রাখছে রোহিত শর্মার বর্তমান ফর্ম। সেক্ষেত্রে রোটেশনে হিটম্যানকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কুলদীপ যাদবকে প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কিন্তু টসের আগে গম্ভীরের দলের চেহারা কী হতে চলেছে বলা কঠিন।

তবে বার্মিংহাম জয়ে সাজঘরের গুমোট পরিবেশ অনেকটা কেটেছে। কৃতিত্ব অনেকাংশে প্রাপ্য জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বাধীন বোলিং ব্রিগেডের। টি২০ সিরিজে নখদন্তহীন বোলিং ভুগিয়েছিল। বুমরাহর স্পর্শে প্রথম ওডিআইয়ে উলটো ছবি। গুরনুর ব্রার, অক্ষর প্যাটেল, প্রসিধ কৃষ্ণাদের নিয়ে ইংল্যান্ডকে ২৫৮ রানে আটকে রেখে জয়ের রাস্ত মসৃণ করে দেন বুমরাহ।

নায়ক অবশ্য অক্ষর। প্রথমে চার উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের ল্যাজকে দ্রুত গুটিয়ে দেন। তারপর ব্যাট হাতে চাপের মুখে লড়াকু ইনিংস। যে খুশিটা নিয়ে অক্ষর বলেছেন, ‘লাইন-লেংথ এবং গতির হেরফেরে জোর দিয়েছিলাম। সুফল চার উইকেট। ব্যাটিংয়ের সময় ওয়াশির (ওয়াশিংটন) সঙ্গে জুটিতে স্ট্রাইক রোটেট করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ম্যাচ ফিনিশ করে ফিরব। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে।’

অক্ষরদের যে সাফল্যে স্বভাবতই স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় সাজঘরে। শুভমানের গলাতেও সেই সুর। বলছিলেন, মিডল অর্ডার, লোয়ার মিডল অর্ডার রান পেলে অধিনায়ক, দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যায়। আরও দাবি করলেন টার্গেট ৩০০-৩২০ হলেও লক্ষ্যে পৌঁছে যেতেন।

খোলা রাখছেন প্রথম একাদশ বদলের রাস্তাও। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে দলকে প্রস্তুত রাখতে আলাদা আলাদা কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে, বার্তা দেন শুভমান। বলেছেন, ‘সব বিভাগে দলের গভীরতা দেখে নিতে রোটেশন জরুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে ইংলিশ কন্ডিশনের। এই সফরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

ঈশান কিষানের নাম ঘুরছে থিংকট্যাংকের ভাবনায়। প্রশ্ন শুধু কার জায়গায়? রোহিতের ফর্ম চিন্তার জায়গা। অনিশ্চয়তা শুভমানের চোট ঘিরে। শুভমান না খেললে ঈশান-রোহিত ওপেনিংয়ে। পেসার গুরনুরকে নিয়েও সংশয়। চোট পেয়ে ইংল্যান্ড ইনিংসের শেষদিকে মাঠ ছেড়েছিলেন। গুরনুর ম্যাচ ফিট না হলে বিকল্প ভাবনায় অর্শদীপ সিং বা প্রিন্স যাদব।

ইংল্যান্ড শিবির অপরদিকে জবাব দেওয়ার মেজাজে। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার বার্মিংহামের হার ধাক্কা হ্যারি ব্রুকদের কাছে। বদলা নিতে কার্ডিফে বড় জয় চাইছে থ্রি লায়ন্স। মঙ্গলবার হারলেও চাপের মুখে জো রুট, লিয়াম ডসনদের লড়াই প্রশংসনীয়। অধিনায়ক ব্রুকের দাবি, কঠিন পরিস্থিতিতে দলের প্রত্যাবর্তন অক্সিজেন জোগাচ্ছে। এখন দেখার সেই অক্সিজেনে ভর করে ব্রুকের ইংল্যান্ড আগামীকাল কীভাবে প্রত্যাঘাত করে।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় ওডিআই আজ
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : কার্ডিফ
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার অ্যাপ

চিন্তায় রাখছে শুভমানের ফিটনেস

ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভার আর্ভিড লিন্ডব্লাডের সঙ্গে শুভমান গিল ও ঈশান কিষান। বুধবার।

হ্যাটট্রিক করে পিভি বিষ্ণু।- ডি মণ্ডল

বিষ্ণুর দাপটে বিধাননগরকে পাঁচ গোল ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৫
(বিষ্ণু-৩, বিষ্ণু মুর্মু-আত্মঘাতী, বিজয়)
বিধাননগর এমএসএ-১ (সুমিত)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচেও বড় জয়। কলকাতা লিগে দাপট অব্যাহত ইস্টবেঙ্গলের।

প্রতিপক্ষ বিধাননগর দলটা একেবারেই অনভিজ্ঞ। গড় বয়স কুড়ির নীচে। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয় তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ১১ মিনিটেই প্রথম গোল। জেসিন টিকের ব্যাক পাস থেকে ফিনিশ করেন পিভি বিষ্ণু। অবশ্য কয়েক মিনিট পরে মোহন বৈরাগীর ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে গোল শোধ করে বিধাননগরের সুমিত মজুমদার।

২৬ মিনিটে দর্শনীয় ফ্রি কিক থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন বিষ্ণু। ৪৫ মিনিটে বিষ্ণু মুর্মুর আত্মঘাতী গোলে ইস্টবেঙ্গল ফের এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে জয় বাজের পাস থেকে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন বিষ্ণু। ৮১ মিনিটে অরুণলালের সেন্টার থেকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন বিজয় মুর্মু। এদিন বড় ব্যবধানে জিতলেও বিধাননগর দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে বেশ কয়েকবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে চিড় ধরিয়ে বক্সে ঢুকল, তা ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গলের চিন্তার কারণ হতে পারে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ খিদিরপুর। প্রথম ম্যাচে বড় জয়ের কারণে সবুজ-মেরুন শিবিরে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নেই। এখন ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই চ্যালেঞ্জ কিয়ান নাসিরি, সায়ন বন্দোপাধ্যায়দের কাছে।

জোড়া খেতাব মোহনসিংয়ের

রাঙ্গালিবাজনা, ১৫ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সুব্রত কাপ ফুটবলে মাদারিহাট জোনে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুল। মেয়েদের বিভাগে মোহনসিং ২-০ গোলে হারিয়েছে শিশুবাড়ি হাইস্কুলকে। গোল করে প্রিয়া মুন্ডা ও বিনীতা মুন্ডা। ছেলেদের বিভাগে মোহনসিং টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। মাদারিহাট জোনাল কাউন্সিলের আহ্বায়ক বাসুদেব শৈব জানিয়েছেন, মোহনসিং হাইস্কুলের মাঠে বুধবার ছেলেদের বিভাগে ৫টি এবং মেয়েদের বিভাগে ৪টি স্কুল অংশ নিয়েছিল।

সিএবি-র জরুরি বৈঠক নিষ্ফলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : আলোচনা চলল। উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠক। শাসক-বিরোধী, দুই শিবিরের তরফেই পরস্পরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি চলল। শেষ পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র পাওয়া গেল না। নিষ্ফলা হয়ে গেল সিএবি-র জরুরি বৈঠক।

২০ জুলাই হওয়ার কথা ছিল বিশেষ সাধারণ সভা (এসজিএম)। যেখানে যুগ্ম সচিব মদন ঘোষের উত্তরসূরী বেছে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিয়মিত বদলে যাওয়া সমীকরণে শেষ পর্যন্ত এসজিএম স্থগিত হয়েছে আগেই। আজ বিকেলে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকে ৭০ বছর হয়ে গেলে সদস্যরা থাকতে পারবেন কি না, নির্বাচন হলে ভোট দিতে পারবেন কি না, এমনকি বৈঠকে হাজির থাকতে পারবেন কি না- এমন নানা বিষয়ে দুই তরফের বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সভা। বর্তমান সহ সভাপতি নিশীথরঞ্জন দত্তকে টেবিল চাপড়ে চিৎকার করতেও দেখা গিয়েছে আজকের বৈঠকে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ রয়েছে সব মহলেই। যদিও বাস্তবে জরুরি বৈঠকের সমাধান পাওয়া যায়নি। সিএবি-র এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘বৈঠকটা কেন ডাকা হল, সেটাই তো বুঝলাম না।’ জানা গিয়েছে, সভাপতি সৌরভ সদস্যদের জানিয়েছেন, ৭০ বছর বয়সসীমা নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতেই পারেন। আপাতত প্রাক্তন হয়ে যাওয়া যুগ্ম সচিব মদনের পদ খালিই থাকছে। সিএবি-র বাকি শীর্ষকর্তারা সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সেপ্টেম্বরে বার্ষিক সাধারণ সভায় যুগ্মসচিব মদনের পাশাপাশি বর্তমান সচিব বাবলু কোলেরও মেয়াদ শেষ হচ্ছে। দুই পদেই সেপ্টেম্বরে নতুন কাউকে দেখা যাবে বলে খবর।

বদলাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের নিয়ম

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত আইসিসি-র। উদ্দেশ্য, ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা।

এমন ভাবনার নির্যাস হিসেবে আজ জানা গিয়েছে, ক্রিকেট বিশ্বকাপের নিয়ম বদলাতে চলেছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বোর্ড মিটিং আজই শেষ হয়েছে স্কটল্যান্ডে। সেই বৈঠকের ফল হিসেবে সামনে এসেছে, টি২০ ও একদিনের ক্রিকেটের পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়মও বদলাচ্ছে।

২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবোয়ে-নামিবিয়ায় হতে চলেছে একদিনের বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপের আসরে চালু হচ্ছে নতুন ফরম্যাট। জানা গিয়েছে, মোট ১৪টি দেশ অংশ নেবে বিশ্বকাপে। সেমিফাইনালের আগে থাকবে মোট তিনটি পর্ব। ১৪ দলের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে নীচে থাকা তিন দলকে নিয়ে হবে সুপার সিরিজ। তিন দলের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান পাবে, তারা উঠবে পরের পর্বে। দ্বিতীয় রাউন্ডে থাকবে ১২ দল। দুইটি গ্রুপে দলগুলিকে

সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

ভাগ করে সুপার সিক্স রাউন্ডের খেলা হবে। দুই গ্রুপের সেরা তিন দলের পাশে দুই গ্রুপ মিলিয়ে সেরা আরও একটি দল যাবে পরের পর্বে। তৃতীয় রাউন্ডে সেরা সাত দলকে নিয়ে রাউন্ড রবিন পর্বের খেলা হবে। সেখান থেকে চারটি দল যাবে সেমিফাইনালে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বসছে ২০২৮ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসর। মোট ২০ দলের প্রতিযোগিতার আসরেও ফরম্যাট বদলাচ্ছে এবার। প্রথম রাউন্ডে চারটি করে দল নিয়ে পাঁচটি গ্রুপ হবে। প্রথম পর্বের সব গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে পরের পর্ব বা সুপার টেন পর্যায়ে। সুপার টেন পর্বে পাঁচটি দলে দল নিয়ে হবে দুইটি গ্রুপ। প্রতি গ্রুপের সেরা দুই দল সরাসরি সেমিফাইনালে যাবে। শেষ চারের বাকি দুই দল ঠিক হবে এলিমিনেটরের মাধ্যমে। একইভাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও বদল আসছে। এখন ৯টি দল নিয়ে হয় প্রতিযোগিতা। আগামীদিনে দলের সংখ্যা ১২ হওয়ার সম্ভাবনা। আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও জিম্বাবোয়েকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বলে খবর।

ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বদল আনার পাশে বিশ্ব ক্লাব ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও একটি টি২০ প্রতিযোগিতা শুরুর কথা জানিয়েছে আইসিসি। দুনিয়ার নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সেরা দলগুলিকে নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশ হিসেবে আজ মরিশাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একনজরে ওডিআই বিশ্বকাপ

- » ১৪টি দেশ অংশ নেবে।
- » ১৪ দলের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে নীচে থাকা তিন দলকে নিয়ে হবে সুপার সিরিজ।
- » তিন দলের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান পাবে, তারা উঠবে পরের পর্বে।
- » দ্বিতীয় রাউন্ডে থাকবে ১২ দল।
- » দুইটি গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করে সুপার সিক্স রাউন্ডের খেলা হবে।
- » দুই গ্রুপের সেরা তিন দলের পাশে দুই গ্রুপ মিলিয়ে সেরা আরও একটি দল যাবে পরের পর্বে।
- » তৃতীয় রাউন্ডে সেরা সাত দলকে নিয়ে রাউন্ড রবিন পর্বের খেলা হবে।
- » সেখান থেকে চারটি দল যাবে সেমিফাইনালে।

বার্মিংহামে শুভমান গিলদের ম্যাচ দেখলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ফ্লেমিংহীন চেন্নাইয়ে ‘গুরুভার’ ধোনিকে

চেন্নাই, ১৫ জুলাই : মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল কেরিয়ারে বড়সড়ো রদবদল ঘটতে চলেছে। স্টিফেন ফ্লেমিংহীন চেন্নাই সুপার কিংসে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ভূমিকায় দেখা যাবে মাহিকে। ২০২৬ আইপিএলে খেলোয়াড় হিসেবে দলে থাকলে একটা ম্যাচও খেলেননি। চোট নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। সরকারি ঘোষণা না হলেও আইপিএল কেরিয়ারে যা ইতি টানার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন অনেকেই।

মাহির অবসর নিয়ে চলতি বিতর্কের মাঝে নয়া খবর। ২০২৭ আইপিএলে হলুদ ব্রিগেডের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা যাবে সুপার কিংসের সফলতম অধিনায়ককে। ১৮ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি টেনে ফ্লেমিং হেডকোচের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। সফলতম কোচের বিদায়ে তৈরি হওয়া বিশাল শূন্যতা পূরণেই মাহির শরণাপন্ন সিএসকে। খবর, মেন্টর হিসেবে দলের ক্রিকেটার কাজকর্মে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে ‘ক্যাপটেন কুল’-এর হাতে।

গত দুই মরশুম ভালো কাটেনি চেন্নাই সুপার কিংসের। দল বদলে তরুণ ব্রিগেডে জোর দেওয়া হলেও সুফল মেলেনি। নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে ২০২৭ আইপিএলে নতুন শুরুর চ্যালেঞ্জ। ফ্লেমিংয়ের উত্তরসূরি বাছাইয়েও ধোনির মতামত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ৪৫ বছরের ধোনি আপাতত ইংল্যান্ডে। উইম্বলডনের পাশাপাশি চলতি দলকে সমর্থন জানাতে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছে।

‘ম্যাচ উইনার, ওকে বিশ্বকাপে দরকার’

কুলদীপ ইস্যুতে গম্ভীরদের বিঁধলেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কুলদীপ যাদবকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যদিও ঠিক উলটো পথেই হাঁটছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গুরুত্ব দেওয়ার বদলে বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তারকা রিস্টস্পিনার। কুলদীপ ইস্যুতে এভাবে গৌতম গম্ভীরদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

প্রাক্তন তারকা অফস্পিনারের মতে, দুজন ফিঙ্গার স্পিনার নিয়ে দল গড়লে ভুল করবে থিংকট্যাংক। দরকার কুলদীপের মতো বাঁহাতি রিস্টস্পিনার। প্রথম এগারোয় কুলদীপকে নিয়মিত খেলানো উচিত। বার্মিংহামে সিরিজের প্রথম ওডিআইয়ে ইংল্যান্ডকে হারালেও টিম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন।

বলেছেন, ‘আগেও বারবার বলেছি, আবারও বলছি। ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে দুই ফিঙ্গার স্পিন অলরাউন্ডারকে (ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল) একসঙ্গে খেলানো সঠিক পদক্ষেপ নয়। একজন রিস্টস্পিনার দরকার। হর্ষিত রানা ফিট এবং স্বমেজাজে থাকলে তৃতীয় পেসারের দায়িত্ব সামলাবে। আমার বিশ্বাস, তখন বদলে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে কুলদীপ দলে ঢুকে যাবে।’

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আরও দাবি, ‘দলের উচিত কুলদীপের পাশে থাকা। আসন্ন বিশ্বকাপে কুলদীপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। ও ম্যাচ উইনার। ম্যাচের যে কোনও পরিস্থিতিতে বল করার ক্ষমতা রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওর রেকর্ডও ভালো। সঠিক মাইন্ড সেট নিয়ে কুলদীপ ২০২৭ বিশ্বকাপে খেললে লাভবান হবে দল। ভারতীয় দলে ওকে দেখলে আমি অন্তত খুশি হব।’

পেস অলরাউন্ডার হিসেবে শিবম দুবে নিয়মিত খেললেও অশ্বীনের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে হার্দিক পান্ডিয়া। হার্দিক না থাকলে নীতীশ কুমার রেড্ডি। প্রাক্তন অফির মতে, ‘প্রথম ম্যাচে দুবের পারফরমেন্স প্রশংসনীয়। তবে হার্দিক, নীতীশ চোটের জন্য বাইরে বলেই ও সুযোগ পেয়েছে। যা কাজে লাগিয়েছে। তারপরও ওডিআই দলে আমার পছন্দের তালিকায় শিবম সবার শেষে থাকবে।’

সুব্রত কাপে ২১ ম্যাচ

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : কোচবিহার সদর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সুব্রত মুখোপাধ্যায় কাপ ফুটবল শুরু হল। বুধবার এমজেএন স্টেডিয়াম, রামভোলা হাইস্কুল ও জেনকিন্স স্কুলের মাঠে সাতটি করে মোট ২১টি ম্যাচ হয়েছে। স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। সংসদের কনভেনর তিলকচন্দ্র রায় জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় কোচবিহার সদর মহকুমা এলাকার অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭ ও ১৮ বিভাগে মোট ২২টি দল অংশ নিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ডাকালিগঞ্জ, বিবেকানন্দ, দলনাথ

মাথাভাঙ্গা, ১৫ জুলাই : মাথাভাঙ্গা মহকুমা পর্যায়ের আন্তঃস্কুল সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে গোপালপুর দলনাথ হাইস্কুলকে। মাথাভাঙ্গা এটিম মাঠে ডাকালিগঞ্জের গোল করে শুভজিৎ বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাথাভাঙ্গা বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে বড়মরিচা দেলোয়ার হোসেন হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এটিম মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হল গোপালপুর দলনাথ হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে পাটাকামারি আরএন হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। বিটিম মাঠে একমাত্র গোলটি করে পূজা ভৌমিক।

মহকুমা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলি আগামী ২০ জুলাই কোচবিহার শহরে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের খেলা রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে, অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের খেলা জেনকিন্স হাইস্কুলের মাঠে এবং অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের খেলা কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সেরা গোপালপুর দলনাথ হাইস্কুল। ছবি : বিশ্বজিৎ দাস

জিতল কলাবাগান

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবলে বুধবার কলাবাগান ক্লাব ও লাইব্রেরি ৪-১ গোলে মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে কলাবাগানের চিন্ময় রায় হ্যাটট্রিক করেন। তাদের অন্য গোলটি সুশান্ত রায়ের। প্লেয়ার্সের গোলস্কোরার চিরঞ্জিৎ বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে সুজিত সরকার ট্রফি পেয়েছেন চিন্ময়। শুক্রবার খেলবে ডলফিন ফুটবল অ্যাকাডেমি ও প্রভাত ক্লাব।

ম্যাচের সেরা চিন্ময় রায়। ছবি : জয়দেব দাস

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

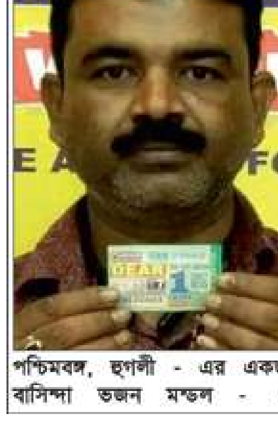

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা ভজন মন্ডল - কে

08.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71A 25661 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা জেতা শুধু আমার ভবিষ্যতই সুরক্ষিত করেনি বরং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের উপর বিশ্বাস রাখার আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। এখন আমি আর্থিক বাধা নিয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই আমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।